আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

ঊনবিংশ খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

(ঊনবিংশ খণ্ড)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ভূমিকা

একের পর এক ভাবতরঙ্গ এসে নিয়ত দোলন সৃষ্টি করেছে পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ঐশী চিৎসত্তায়। এর একটি ভাবকেও তিনি অবহেলা বা অস্বীকার করেন নি, বরং প্রতিটিরই যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিয়ে তা'র অগোছালো চরিত্রকে সুশৃঙ্খল, অসংযত গতিকে সুসংযত ক'রে তুলেছেন। আবার, একটি আদর্শ সুনিয়ন্ত্রিত ভাবকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত ক'রে তা'র প্রকৃতি সম্যক এবং সর্ব্বতোমুখী রকমে বুঝিয়ে দিয়েছেন—যাতে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপার বা বিষয় সম্বন্ধে মানুষের ধারণার কোনরকম অস্পষ্টতা না থাকে।

একটি দিন ও রাতের মধ্যে কতরকমের ভাবতরঙ্গের সম্মুখীন শ্রীশ্রীঠাকুরকে হ'তে হয়েছে, তার তারিখ ও সময়-অনুক্রমিক বিবরণী এই আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ মহাগ্রন্থ। প্রখর গ্রীষ্মের রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্নে অথবা বর্ষাঝরা সন্ধ্যায়, আবার কখনও বা তীব্র শীতের নিশীথ-যামে চির-অতন্দ্র থেকে পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর কিভাবে লোককল্যাণার্থে উচ্চারণ ক'রে গেছেন তাঁর জীবনবেদ, তার একটি চিত্রায়িত পূর্ণ পরিচয় অবগত হওয়া যাবে এই মহাগ্রন্থের খণ্ডগুলি থেকে। তাই, সাধক-গবেষকগণের নিকট এ-গ্রন্থের মূল্য সীমাহীন।

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষের বাণীগুলি বিধায়না-সিরিজের গ্রন্থগুলিতে পূর্ব্বেই প্রকাশিত হয়ে গেছে।

বর্ত্তমানে সেই নিখিলক্ষেমবিধাতা পরমপুরুষের কৃপায় প্রকাশিত হ'ল আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ ১৯শ খণ্ড। এই খণ্ডের মোট বাণীসংখ্যা ৫০২। উল্লেখযোগ্য যে, কর্ম্মিজীবনের অপরিহার্য্য "তপ-অরুণিমা" নামক বাণীটি এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শীতের দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক সময় জসিদি স্টেশনের পশ্চিমে মাণিকপুর-ভ্রমণে যেতেন এবং সেখানে মাঠের মধ্যে অস্থায়ী তাঁবুতে ব'সে অনেক বাণী দিতেন। গ্রন্থমধ্যে সেই বাণীগুলির শেষে 'জসিদির মাঠ' কথাটা উল্লেখ ক'রে দেওয়া হয়েছে। যে-সময়ে এই খণ্ডের বাণীগুলি অবতীর্ণ হয়, সেই কালে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায়ই বিকালের দিকে বাণীর আকারে অনেক কথা লিখতেন। সেইগুলি এই গ্রন্থে "শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত" ব'লে বাণীর শেষে উল্লিখিত

হয়েছে। গ্রন্থের প্রথম বাণীটির অবতরণকাল ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৫৬, সকাল ৮-১০ মিনিট এবং সর্ব্বশেষ বাণীটি অবতীর্ণ হয় ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭, রাত ১০-৩৫ মিনিটে।

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি-সংকলন ও সূচী-প্রণয়নের যাবতীয় কাজ করেছেন শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। পরমপিতার শ্রীচরণে আমাদের প্রার্থনা—এই গ্রন্থের ধ্যাননিবিষ্ট অধ্যয়ন ও সম্যক অনুশীলন প্রতিটি জীবনকে ক'রে তুলুক ধীমান, পবিত্র ও শক্তি-সংবৃদ্ধ। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

অশোক চক্রবর্ত্তী

সৎসঙ্গ, দেওঘর
বুদ্ধ পূর্ণিমা
৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৪, বৃহস্পতিবার
ইং ২২শে মে, ১৯৯৭

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

স্বাধীনতা সার্থক হয় সেখানে,—
সমীচীন সাত্বতনীতির পরিচালনা
যেখানে যেমন নিখুঁত, সম্বর্দ্ধনী—
ব্যষ্টি ও সমষ্টির বাস্তব উন্নত নন্দনায়। ৭৯৪১।
২২।১২।১৯৫৬, সকাল ৮-১০
জসিদির মাঠ।

তোমার অবচেতনার অন্তরালে
ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায়,
আশা-নিরাশার সংঘর্ষ
বা বিবেকদেবতার নিদেশ
নানা পর্য্যায়ে
চিন্তন-মূর্ত্তনায়
স্বপ্নে আবির্ভাব হ'য়ে থাকে। ৭৯৪২।
২২।১২।১৯৫৬, বিকাল ৩-৪৫

প্রেয়-অভিপ্রেত অনুচলন
যেখানে অবসন্ন,
আবার, দোষদৃষ্টির খসড়ায়
তা'ও অনেকাংশে আচ্ছন্ন,
সেখানে শ্রদ্ধা বা প্রীতি কোথায়?
সোয়াস্তির রণনও সেখানে
শৃঙ্খলাহারা। ৭৯৪৩।
২২।১২।১৯৫৬, রাত ৭-৫০

সুন্দর হও—
কথায়, আচারে, ব্যবহারে,

অনুচর্য্যী আপ্যায়নায়—
এমনভাবে—
যাতে তোমার হৃদয়
অন্যের হৃদয়কে
আকৃষ্ট ও আনতমুগ্ধ ক'রে তুলতে পারে—
সুযুক্ত সমীচীন তৎপরতায় । ৭৯৪৪ ।
২৩।১২।১৯৫৬, বিকাল ৪টা
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

সর্ব্বতোভাবে কাউকে
তুমি তোমার ব'লে দাবী করতে পার তখনই,
যখনই তোমার অভিপ্রায়গুলি
স্বতঃ-দীপনায়
তার ভিতর ক্রিয়াশীল হ'য়ে ওঠে—
সবার সহিত
আপ্যায়নী সমীচীন শুভ-সঙ্গতি নিয়ে,
তোমার শুভ ও উৎকর্ষ-সম্বর্দ্ধনী তৎপরতায়,
যে শুভ ও উৎকর্ষ
সপরিবেশ তা'কেও কল্যাণপ্রদীপ্ত ক'রে তোলে—
ভাল-মন্দ সব যা'-কিছুর ভিতর-দিয়ে ;
তা' বাদে,
কা'রও উপর দাবী-দাওয়া করতে গেলেই
তুমিও ঠকবে,
তাদেরও যন্ত্রণা ও বিরক্তির
অবধি থাকবে না । ৭৯৪৫ ।
২৩।১২।১৯৫৬, রাত ৭-৩০

পুরুষোত্তমই মানুষের স্বাভাবিক নেতা,
দুনিয়ার খুঁটিনাটির ভিতর-দিয়ে
তা'কে বিনায়িত ক'রে
জীবন ও বৃদ্ধির বিধিকে উদ্ঘাটিত ক'রে

সেই পথে সেই চর্য্যায় চলাই
তাঁর বিধি-অনুসৃত অভিগমন,
আর, চরিত্রও তাঁর
তেমনই

কৃষ্টি-দীপনী, প্রীতিপ্রসন্ন । ৭৯৪৬ ।
২৪।১২।১৯৫৬, বিকাল ৩-৪৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

যে-চলা
জীবনকে আয়ুর অধিকারী ক'রে
সম্বর্দ্ধনায় সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকে,
হৃদ্য আপ্যায়নী অনুচর্য্যায়
মানুষকে প্রীতি-প্রদীপ্ত ক'রে তোলে—
অন্তরাসী অনুবেদনায়
অসৎ যা'-কিছুর হৃদ্য নিরোধ ও শুভ নিয়মনে,
—তা'ই হ'চ্ছে জীবনীয় বৈধী চলন । ৭৯৪৭ ।
২৫।১২।১৯৫৬, বিকাল ৪-১০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

তোমার সত্তা ও প্রবৃত্তির মধ্যে
আপোষরফা করতে যেও না,
বরং প্রবৃত্তিগুলিকে উপযুক্ত বিনায়নে
সত্তাপরিচর্য্যী ক'রে তোল ;
অসৎ যা'-কিছু
তা'ই কিন্তু সত্তার অপলাপী,
আর, সৎ যা'-কিছু
তা'ই চিতী ও সংবর্দ্ধনশীল ;
আর, সবাই যা'তে এই চলনে চলে—
তোমার অনুচলনে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে,—
সাত্বত দীপনায়
প্রতিটি কথায়

প্রতিটি কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
তা'ই ক'রেই চল ;

থেমে থেকো না,
অসৎ-পরিচর্য্যী হ'য়ো না,
সত্তার শুভ ঘোষণায় চলতে থাক,
চলতে থাক,
চলতে থাক। ৭৯৪৮।
২৫।১২।১৯৫৬, রাত ৯টা

শ্রেয়ানুগ সঙ্গতিশীল অন্বিত অর্থনায়
বস্তু, বাক্, বিষয় আর ব্যাপারের
সুব্যবস্থ, সমঞ্জস, সক্রিয় সুসন্ধিৎসু বিনায়নে
ও বাস্তব বোধায়নী চিন্তা ও চর্য্যার ভিতর-দিয়ে
শিক্ষার উন্মেষ ও সম্বর্দ্ধনা হ'য়ে থাকে। ৭৯৪৯।
২৬।১২।১৯৫৬, সকাল ৮টা

তোমার সত্তা-উৎসারিণী প্রকৃতিকে
সাত্ত্বিক পরিচর্য্যাশীল ক'রেই রেখ',
প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যায় নিয়োজিত ক'রে
তা'কে বিক্ষুব্ধ ক'রে ফেল' না,
তাতে জীবনটা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
বিভ্রান্তিতে ছন্নছাড়া হ'য়ে উঠবে,
স্বস্তি ও তৃপ্তি কোথায় পালাবে
তার ইয়ত্তা নেই,
বোধ, বিবেচনা ও বাক্-ব্যবহার
তদ্রূপই হ'য়ে উঠে
তোমাকে মানুষের কাঠামে
একটা অমানুষ করে তুলবে—
সাবধান! ৭৯৫০।
২৬।১২।১৯৫৬, বিকাল ৩-৫০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

সত্তার বৈশিষ্ট্যশীল জীবনপ্রবাহ
যখন
সাত্ত্বিক ধৃতি-উপাসন-তৎপরতায়,
পারস্পরিক সত্তাস্বার্থের আবাহন-অনুচর্য্যায়
যাগদীপী হ'য়ে
প্রত্যেকটি হৃদয়কে স্পর্শ ক'রে
নন্দন-হিল্লোলে
সবাইকে পরস্পরতর্পী ক'রে তুলতে পারে—
কেন্দ্রায়িত ধারণ-পালনী উৎসারণায়,
বিশ্ব-স্বস্তি ও শান্তি
তখন স্বতঃ-প্রবাহশীল। ৭৯৫১।
২৭।১২।১৯৫৬, বিকাল ৩-৪০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

শুভ-সুন্দরের আরাধনায়
কৃতিদীপনী তৎপরতা নিয়ে
সমীচীন সন্ধিৎসাপূর্ণ
বিবেকদৃষ্টির সহিত
তাকে অনুশীলন করতে আরম্ভ কর,
আর, নিষ্পন্নও কর তেমনি তৎপরতায়,
যদি কৃতী হ'তে চাও
তবে এইই পথ। ৭৯৫২।
২৮।১২।১৯৫৬, বিকাল ৪-৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

প্রকৃতিকে বিকৃত ক'রে তুলো না,
প্রকৃতি কিন্তু সত্তারই চারণ-প্রতিভা :
তাই, সাত্বত চরিত্রই হ'চ্ছে—
ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক প্রকৃতি ;
তা'কে যদি বিপর্য্যয়ে
বিধ্বস্ত ও বিচ্ছিন্ন ক'রে তোল—

সুনিয়ন্ত্রিত না ক'রে,
অবাস্তব অপকৃষ্ট ধারণার ধৃতি-বিকারে,—
তোমার বোধিও তেমনিই হ'য়ে উঠবে—
বিকৃতির বিশাল ছন্নতায় ;
অন্যের হৃদ্য অনুচলন যেমন
তোমার ভাল লাগে
আর সত্তাও তাতে তৃপ্তি লাভ করে,
হৃদ্য আপ্যায়না নিয়ে
অনুচর্য্যী অনুনয়নে
সবার সহিতই
তেমনতর ব্যবহার কর,
বাক্যালাপও কর তেমনি—
দরদী অনুকম্পা নিয়ে ;
দেখে খুশি হও,
সুখে সুখী হও,
এমনি ক'রেই জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপকে
সাত্বত-তাৎপর্য্যশীল ক'রে তোল,
সুখী হবে,
স্বস্তিও পাবে ;
নয়তো, বিকৃত বিক্ষোভে
ছন্ন পরিক্রমায়
বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
তোমাকে বিকৃতি-বিক্ষুব্ধ হ'য়েই
চলতে হবে ;
যদি ভালই চাও,
ভালর পথেই চলতে থাক—
একায়নী ইষ্টানুগ অনুচলনে। ৭৯৫৩।
২৮।১২।১৯৫৬, সন্ধ্যা ৫-৫৫

অস্তিবৃদ্ধির বিশৃঙ্খলায়
সাত্ত্বিক বিপর্য্যয়

যেখানে যখন যেরূপেই আবির্ভূত হো'ক না কেন,
অবস্থা-অনুপাতিক অবস্থানের ভিতর-দিয়ে—
তা'রই সংশুদ্ধির অনুপূরণে
যত্নবান হওয়াই
যা'রা ধীর,
তাদের পক্ষে সমীচীন ;
আর, যাঁরাই তার সংস্থাপক,
শান্তির দূত তো তাঁরাই। ৭৯৫৪।
২৯।১২।১৯৫৬, বিকাল ৩-৪৩
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

অর্থ, মান, যশ, সম্পদ,
প্রভুত্ব, প্রতিষ্ঠা
বা তাঁর প্রীতি কিংবা ভালবাসা
যাই বল,
তা'র প্রলোভনে যদি
প্রিয়পরম,
পুরুষোত্তম,
ঈশ্বর বা ভগবান—
যাই বল না কেন,
তাঁর সেবা, শুশ্রূষা, আরাধনাদি কর,
তুমি তাঁতে অনুরঞ্জিত হ'য়ে উঠতে পারবে না,
তাঁর ধৃতিতে তুমি
অর্থাৎ তোমার ব্যক্তিত্ব
অনুরণন লাভ করবে না,
কারণ, যে-চাহিদার প্রলোভনে
যা' নিয়েই
যা' করতে যাও না কেন,
তাইই তোমার প্রভু-প্রবৃত্তি হ'য়ে রইবে,
আর, তা'র ইঙ্গিতেই
তোমাকে চলতে বাধ্য করবে ;

তাই, যদি চাও—
শুধু তাঁকে ভালবাস,
আর, তাঁরই অস্তিবৃদ্ধি, স্বস্তি,
সেবা-সম্বর্দ্ধনাই
সর্ব্বতোভাবে তোমার কাম্য হো'ক,
এমন-কি, তাঁর ভালবাসারও
চাহিদা রেখো না,
যদি জোটে
ভরপুর হ'য়ে থেকো,
একেই বলে অকিঞ্চন হওয়া ;

তাই, অকিঞ্চন হও,
আর, সমস্ত প্রাপ্তি
তোমার সেবায়
নিয়োজিত হ'য়ে থাকুক। ৭৯৫৫।
২৯।১২।১৯৫৬, রাত ৮-৪০

তাঁকে তুমি অকিঞ্চন তৎপরতায়
যেমনতর সেবায় অভিনন্দিত করবে,
তোমার স্বতঃ-সম্বর্দ্ধনাও
গুণায়িত পর্য্যায়ে
তেমনতরই হ'য়ে উঠবে। ৭৯৫৬।
২৯।১২।১৯৫৬, রাত ৯-৬

পাওয়ার প্রলুব্ধ মক্স বা ভঙ্গী
বঞ্চনাকেই আমন্ত্রণ করে। ৭৯৫৭।
২৯।১২।১৯৫৬, রাত ৯-১৪

আগে
নিঃস্ব হও অন্তরে-বাহিরে—
অবশ্য তাঁ'র সেবাসৌকর্য্যের জন্য
তোমার নিজের যা' যা' প্রয়োজন তা' বাদে ;

লুব্ধ হ'য়ো না কিছুতেই—
এমন-কি, প্রিয়পরম তোমাকে ভালবাসুন—
এমনতর প্রত্যাশায়ও নয় ;
কিন্তু তুমি তাঁকে একান্ত ক'রেই ভালবাস—
অচ্ছেদ্যভাবে অটুট হ'য়ে,
তাঁর স্বস্তিসেবায় নিজেকে উৎসর্গ ক'রে
ভরপুর হ'য়ে
অবাধ উচ্ছলায়
নিজেকে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত রেখে
অদম্য হ'য়ে
সম্যক সন্ধানে ;
এমনই ক'রেই সবের মালিক হ'য়ে ওঠ—
সবহারা হ'য়েও। ৭৯৫৮।
৩০।১২।১৯৫৬, বিকাল ৪টা
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

যা'র ফল শুভ—
তা' যে কোনপ্রকার হো'ক না কেন,
তা'কে যদি তাচ্ছিল্য কর,
আগ্রহ, সন্ধিৎসা ও বিবেক-সহকারে
বুঝে-সুঝে ক্রিয়াতৎপরতায়
নিষ্পন্ন না কর,
ঐ তাচ্ছিল্য
তোমার অদৃষ্টকেও তাচ্ছিল্য করবে,
তা'তে ওসব ব্যাপারে
নগণ্য বা তুচ্ছ ব'লেই
পরিগণিত হবে কিন্তু—
বুঝে
সাবধান হও। ৭৯৫৯।
৩১।১২।১৯৫৬, বিকাল ৩-৪০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

দীন হও
কিন্তু দৈন্যগ্রস্ত হ'য়ো না—
কি অন্তরে, কি বাহিরে,—
কি ব্যক্তিত্বে, কি চরিত্রে। ৭৯৬০।
১।১।১৯৫৭, বিকাল ৩-৩৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

তোমার নিষ্ঠার ব্যতিক্রম যা'তে হয়—
এমনতর বিষয়ের সমর্থন ও স্বীকার ক'রে
বা তাতে সক্রিয় হ'য়ে
চলতে যেও না,
এই ব্যতিক্রমকে স্বীকার করাই হ'চ্ছে—
তোমার নিষ্ঠার মূলে কুঠারাঘাত করা ;
তাই, বহুনৈষ্ঠিকের শ্রেয়লাভ হওয়া
সুদূরপরাহত ;
যাঁকে বাস্তবে শ্রেয় ব'লে জানবে
বা বুঝবে,
তাঁর অনুচর্য্যা
যদি তোমার নিষ্ঠাকে
পরিপোষিত ক'রে তোলে,
তা' ক'রো ;
ফল কথা, শ্রেয় বা ইষ্টনিষ্ঠার ব্যতিক্রম
বা ব্যত্যয় যাতে হয়,
তা' করতে যেও না ;
'সব সে বসিয়ে
সব সে রসিয়ে
সব কো লিজিয়ে নাম
হাঁ জি! হাঁ জি! করতে রহ
বইঠে আপনা ঠাম'—
মহাত্মা কবীরের এই মহৎবাণী ভুলে যেও না। ৭৯৬১।
১।১।১৯৫৭, সকাল ৯টা

শ্রেয়তে আরোতর উচ্ছল হ'য়ে
সক্রিয় চলনে যা'রা চলে—
শ্রেয়চর্য্যানিরতি নিয়ে,—
তা'রাই কিন্তু শ্রেয়নিষ্ঠ । ৭৯৬২ ।
১।১।১৯৫৭, বিকাল ৪টা

শ্রেয় হ'তে যে বা যা'রা—
যে প্রলোভনেই হো'ক—
চ্যুত হ'য়ে থাকে,
তাদের উপর নির্ভর ক'রো না ;
প্রবৃত্তির প্রলোভনে
সে কখন তোমা হ'তে
বিচ্যুত হ'য়ে ওঠে—
কতখানি দায়িত্বকে অবহেলা ক'রে,—
তা'র কিন্তু ঠিক নেইকো ;
তাই সাবধান ! ৭৯৬৩ ।
১।১।১৯৫৭, বিকাল ৪-২

তোমার আওতায় যে-কোন পত্রিকা,
বিজ্ঞাপন, পত্র, পুস্তক
বা যে-কোন লেখা বা কথাপ্রসঙ্গই
আসুক না কেন,
তা' সন্ধিৎসাপূর্ণ ঐকান্তিকতা নিয়ে
আদ্যোপান্ত
মনোযোগের সহিত পাঠ কর ;
আর, পাঠ ক'রে
তাতে সাত্বত কী আছে,
বাস্তবতায় তা'র কতখানি সম্ভাব্যতা,—
লহমায় সেগুলি চিন্তা কর,
কিন্তু যখন পড়বে
কিছু বাদ দিও না,

আলোচনী ভঙ্গিমায় প'ড়ে যেও ;
এ অভ্যাসের ফলে দেখবে—
কিছুদিনের ভিতরে
অনেক বিষয় সাত্বত সঙ্গীতি নিয়ে
তোমার ভিতরে
একটা অন্বিত অর্থনায়
উপস্থিত হয়েছে বা হচ্ছে ;
সময়মত অভাবনীয় সুবিধা
হয়তো ঘ'টে যাবে—
তা' দেখে
তুমিও অবাক হ'য়ে পড়বে। ৭৯৬৪।
২।১।১৯৫৭, সকাল ১০-৩০

যে-প্রীতি প্রেয়-নিরতি-হারা,
স্বার্থ বা অহং-তোয়াজের একটুকু খাঁকতি হ'লেই
ব্যত্যয়ী চলন দেখতে পাওয়া যায়,
প্রেয়-অনুরাগ
লোকের মনগড়া কথায়ই
টলমলে হ'য়ে ওঠে,
প্রেয় বা প্রেয়র কোন ব্যাপার বা বিষয়ের নিন্দায়
সেইদিকেই গড়িয়ে পড়ে,—
ইত্যাদি লক্ষণ যেখানে,
সেখানে প্রীতি নেই,—
আছে প্রীতি-প্রতারণা—
বুঝে চ'লো,
সামাল হও। ৭৯৬৫।
২।১।১৯৫৭, বিকাল ৩-৪০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

যা'রা দেবতা, মহাপুরুষ, ইষ্ট
বা প্রখ্যাত ব্যক্তির খোসনামায়

নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়,
বুঝে নিও—
তা'রা অজান আত্মম্ভরি,
ত'দনুগ চারিত্রিক চর্য্যায় নিরত না থেকেও
তাদের লুব্ধ, প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট ঠগ্‌বাজ
হ'তেই দেখা যায় প্রায়শঃ ;

আর, যাঁরা
তাঁর বা তাঁদের প্রতিষ্ঠা ক'রে
চারিত্রিক অনুদীপনায়
নিজেকে অঢেল ক'রে তুলে
উদাত্ত প্রীতিপ্রসন্ন হ'য়ে চলেন—
লোকচর্য্যায় ইষ্টার্থকে
ব্যক্তিত্বে অর্থান্বিত ক'রে,
প্রত্যেককে উদ্বুদ্ধ ক'রে,
অসৎ-নিরোধী তৎপরতা নিয়ে,—
বুঝে নিও—
সেখানে মহাজনত্ব বসবাস করছে । ৭৯৬৬ ।
৩।১।১৯৫৭, বেলা ১১টা

যাদের প্রীতি
অভিমান
বা আত্মম্ভরি স্বার্থান্ধ আত্মমর্য্যাদায়
বিপরীত রূপ ধারণ করে,
তাদের প্রীতি খাদযুক্ত,
হৃদয়-রণনহারা,—
পূত অন্তর-অনুশাসনে
তা' নিয়ন্ত্রিত নয়কো,—
আর, পবিত্রতা নেই ব'লেই
তা' সাত্বত নয়কো। ৭৯৬৭ ।
৩।১।১৯৫৭, বিকাল ৩-৩৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

অবস্থানুযায়ী সাত্বত চলন—
ব্যবস্থিতি নিয়ে যা'র যেমনতর
তৎপর, সুন্দর ও সমীচীন,—
জ্ঞানও তা'র তেমনই। ৭৯৬৮।
৪।১।১৯৫৭, বিকাল ৩-২৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

জ্ঞানই বল,
আর বোধই বল—
তা'র মানেই হ'চ্ছে
অবস্থানুপাতিক সাত্বত চলন—
যা' সার্থক, সঙ্গতিশীল, সুব্যবস্থ। ৭৯৬৯।
৪।১।১৯৫৭, রাত ৬-৪৫

সেবা যদি তোমার দায়িত্বশীল না হয়,
ও তা' যদি তোমাকে
জাগ্রত-প্রস্তুতিপরায়ণ ক'রে
নিষ্পন্নতায় প্রলুব্ধ ক'রে না তোলে,—
সে-সেবা জ্ঞানকে আমন্ত্রণ করবে কমই। ৭৯৭০।
৪।১।১৯৫৭, রাত ৭টা

অবজ্ঞা যেখানেই তোমার সক্রিয়,—
সেই জাতীয় ব্যাপার বা বিষয়েই
তা' তোমাকে নিষ্ক্রিয় ও অক্ষম ক'রে তুলবে ;
এমন-কি, হৃদ্য অসৎ-নিরোধেও যদি
নিষ্ক্রিয় থাক,
তুমি অসতের আহার্য্য হ'য়ে উঠবে। ৭৯৭১।
৪।১।১৯৫৭, রাত ৭-৫

দেখবে না, শুনবে না,
করবে না,

চিন্তায়ও কোন-কিছুর শুভ-সঙ্গতি
আনবে না,
নিবুর্দ্ধিতা ছাড়া
তুমি আর পাবে কী ? ৭৯৭২ ।
৪।১।১৯৫৭, রাত ৭-৩০

যজন, যাজন
যাদের ভিতর অন্তরাস-সলীল হ'য়ে ওঠে নি—
ইষ্টার্থ-অনুদীপনায়,
বাক্য-ব্যবহারের
সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়নী তৎপরতা নিয়ে,—
তাদের অনুচলন
অধঃক্রমণের দিকেই চলতে থাকে প্রায়শঃ—
বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া । ৭৯৭৩ ।
৫।১।১৯৫৭, সকাল ৯টা

অমৃত চাহিদা তো
জীবনের শাশ্বত চাহিদা,
তা' আবার শুভদীপ্ত হ'য়ে ওঠে
বেদ-বিদ্যায়—
জ্ঞানকে জেনে,
জ্ঞেয়কে জেনে,
জ্ঞাতায় সার্থক সঙ্গতি নিয়ে । ৭৯৭৪ ।
৫।১।১৯৫৭, বিকাল ৩-৪৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

কে কী বলে—
'সে কেমন' তা'র সাক্ষী নয়কো ;
তা'র বলায়-করায়
কেমনতর মিতালি আছে—

সেটাই তা'র সাক্ষী—
সে কেমন। ৭৯৭৫।
৫।১।১৯৫৭, রাত ৭-১০

মানা যদি জানায়
সার্থক হ'য়ে না উঠল—
অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে,
তোমার মানা সেখানে
চক্ষুষ্মান নয়কো,
বরং ব্যতিক্রমদুষ্ট। ৭৯৭৬।
৫।১।১৯৫৭, রাত ৮-১০

কামুকতা চায় পরিবর্ত্তনী উপভোগ,
তাই, সে এককে বর্জ্জন ক'রে অন্যকে চায়,
এমনই ক'রেই নিজে ভ্রষ্ট হ'য়ে
অন্যকেও ভ্রষ্ট করে,
এমনই ক'রেই ভ্রষ্ট-সঙ্গ সৃষ্টি হয়;
কামুক প্রণয়ে
দায়িত্বশীল প্রীতিপ্রসন্ন
সহ্য, ধৈর্য্য,
অধ্যবসায়ী অনুদীপনী ক্রমাগতির
স্থান কোথায়? ৭৯৭৭।
৬।১।১৯৫৭, বিকাল ৩-৫০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

নাম কর—
নামীর প্রতি লক্ষ্য রেখে,
স্মরণে রেখে
যেন তাঁর চলন, চরিত্র, চাহিদা
তোমাতে প্রতিফলিত হ'য়ে ওঠে,

আর, সেই রং-এ রঞ্জিত হ'য়ে
সক্রিয়ভাবে
তুমি তৎপর হ'য়ে চল
তামিলি সোহাগ-গৌরবে—
তাত্ত্বিক সঙ্গতির অর্থ-মূর্ত্তনায়
নিজেকে অন্বিত ক'রে তুলতে তুলতে । ৭৯৭৮ ।
৭।১।১৯৫৭, বিকাল ৪-৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

তুমি সব দিক দিয়ে
গোছালো জ্ঞানীগুণী
হয়তো হ'তে পার,
গুণ-জলুসে তুমি হয়তো
অনেকের কাছেই
প্রখ্যাত হ'য়ে উঠে থাকতে পার,
কিন্তু তোমার অন্তঃস্থ নায়কবৃত্তি যা'—
তা'ই কিন্তু তোমার পরিচালক ;
তুমি সব-কিছুর ভিতরেই
মানুষের ভাবানুকম্পিতাকে
এমনতরভাবে
বিনায়িত ক'রে তুলবে,—
যার ফলে, তোমার ঐ প্রখ্যাতি-পরামৃষ্ট হ'য়ে
অনেকেই
তোমার প্রবৃত্তিতে গা ঢেলে দিয়ে
ঐ বুলি, ঐ করণে
মেতে উঠবে ;
ফল কথা, প্রবৃত্তি তোমার হাতে নেইকো,
তুমি প্রবৃত্তির হাতে,
এমন-কি, তোমার সত্তা পর্য্যন্ত
ওতেই আকম্পিত হ'য়ে চলছে,
যতই হো'ক,

তাতে তোমার অর্থাৎ তোমার সত্তার
লাভ কিন্তু নগণ্যই ;
তাই, সৎ-আচার্য্য-পরায়ণ হও,
যিনি তোমার হাতের বাইরে থাকলেও
যাঁকে দিয়ে,
যাঁর অনুসরণে
তোমার ব্যক্তিত্বকে প্রভাবান্বিত করতে পার—
সুদর্শী সক্রিয় চারিত্রিক বিন্যাস নিয়ে ;
—তবে তো তোমার রেহাই !
—যে রেহাই
তোমাকে অনুসরণ ক'রে
সবাই উপভোগ করতে পারে !
সুনিষ্ঠ তৎপরতায়
একায়নী উন্মাদনায়
তাঁকেই অনুসরণ কর,
তাঁরই বিধিবাণীকে
অনুশীলন কর—হাতেকলমে,
বাক্যে, আচারে, ব্যবহারে, জীবনে
জ্বলন্ত হ'য়ে
অমৃতনিষ্যন্দী হ'য়ে ওঠ,
সবাই তোমাকে উপভোগ করুক,
নয়তো, যে তিমিরে সে তিমিরে । ৭৯৭৯ ।
৮।১।১৯৫৭, সকাল ৯-১৫

তোমার কর্ম্মকৌশল যদি
কুশলতাকেই আবাহন না করল—
সুব্যবস্থ সন্নিবেশে,
বিহিত বিনায়নে,—
ঠিক বুঝে নিও—
তোমার দক্ষতা

কৌশলসিদ্ধ কুশলতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে নি—
কৃতি-অনুশীলনায়
কুশল ধৃতি নিয়ে। ৭৯৮০।
৮।১।১৯৫৭, বিকাল ৩-৪৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

ঈশ্বর বা ভগবানই হোন,
কিংবা ইষ্ট বা সদ্‌গুরুই হোন,
বা যে-কোন মহান বা মহাপুরুষই হো'ন,
তিনি না ডাকলে
তুমি তাঁর সান্নিধ্যে যাবে না,
—এই আহম্মকী অভিমানকেই
ঘাঁটি ক'রে ব'সে আছ,
তুমি বোঝ না—
তোমার ডাকের আগেই
তিনি তোমাতে অধিষ্ঠিত—
জীবন-নন্দনা নিয়ে;
জীবনের প্রয়োজন তোমার,
আর, জীবনচর্য্যার বিধান
ঐ তাঁর বা তাঁদের কাছে;
আর, অভিমান মানেই হ'চ্ছে—
তোমার ওজন;
তোমার ওজনের কাছে তিনি
অকিঞ্চিৎকর—
জ্ঞাতসারেই হো'ক,
আর অজ্ঞাতসারেই হো'ক
তুমি এমনতর ভেবেছ ব'লে
অভিমান ক'রে ব'সে আছ;
তোমার যদি প্রয়োজন থাকে,—
তাঁকে ডাক,

তাঁর কাছে যাও,
তাঁর অনুচর্য্যায়
নিজেই বিচর্চ্চিত হ'য়ে ওঠ—
বিশ্লিষ্ট যা'-কিছুকে
সংশ্লিষ্ট ক'রে,
সমাধানে এনে ;
নিজে বোকা বনে
ঠকতে যেও না,
আর, ঠকার বকা
বোকারাই ব'কে থাকে,
ভাল চাও তো এগোও । ৭৯৮১ ।
৮।১।১৯৫৭, রাত ৭-১৫

ঈশ্বরকে যে যেমন বহন করে,—
তাঁর অনুগ্রহ
তাকে তেমনি ক'রেই তুলে থাকে । ৭৯৮২ ।
৯।১।১৯৫৭, রাত ৯-৪৫

যে যেমন চায়,
সে তেমন বয় । ৭৯৮৩ ।
৯।১।১৯৫৭, রাত ১০টা

করবে যেমন,
হবেও তেমন ;
যে যেমন বয়,
সে তেমন পায় । ৭৯৮৪ ।
৯।১।১৯৫৭, রাত ১০-২

যে ভাল
অন্যে প্রতিফলিত হ'য়ে

শুভাবহ হয় না,
সে ভাল সাত্বত ভাল নয়। ৭৯৮৫।
১১।১।১৯৫৭, সকাল ৯-৪০

যে-নীতিই অনুসরণ কর না কেন,
তা' সত্তার আপূরণী কিনা,
তা'রই উপর নির্ভর করে—
সে-নীতির মেকদার কতখানি। ৭৯৮৬।
১৩।১।১৯৫৭, বিকাল ৪-৪৫

তোমার শ্রদ্ধোষিত অনুচলন,
সক্রিয় তৎপরতা,
অনুচর্য্যী পদক্ষেপ
সাত্বত সুনিয়ন্ত্রিত বাক্ ও ব্যবহারে
সন্দীপ্ত হ'য়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
দেব-ব্যক্তিত্বে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলে থাকে;
স্মরণ রেখো—
এমনতর চলনই যেন
তোমার সহজ চলন হয়। ৭৯৮৭।
১৪।১।১৯৫৭, বেলা ১০-৫৪

লোকে সাধারণতঃ
নিজের অদৃষ্টকে
বিড়ম্বিত ক'রে তোলে—
কথা এবং কাজের অপব্যবহারে। ৭৯৮৮।
১৪।১।১৯৫৭, বেলা ১০-৫৫

মানুষ অন্যকে প্রতারিত করতে
যা' যা' করে,—

বিভিন্নরূপে সেগুলি প্রত্যাবর্ত্তিত হ'য়ে
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
আবার তাতেই আসে। ৭৯৮৯।
১৪।১।১৯৫৭, বিকাল ৩-২০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

যে-কোন বিষয় বা ব্যাপারই
হোক না কেন,
ভেবেচিন্তে
নিজেই তা' নির্দ্ধারণ করতে চেষ্টা কর,
আর, ভেবে যা' নির্দ্ধারণ করবে,—
তা' যদি শুভ হয়,
তা' যত-সত্বর সম্ভব
নিষ্পন্ন করবেই কি করবে,
এতে তোমার নির্দ্ধারণ করার ক্ষমতাও
বেড়ে যাবে,
করার প্রবৃত্তি ও কৌশল ক্রমশঃই
তীক্ষ্ণ ও সম্বর্দ্ধনশীল হ'তে থাকবে ;
আর, নির্দ্ধারণ ক'রেও
শুভপ্রসূ হ'লেও
তা' যদি না কর,—
ঐ নির্দ্ধারণ করার ক্ষমতা
এবং নিষ্পন্ন করবার প্রবৃত্তি ও কৌশল
ক্রমশঃই
অবসাদগ্রস্ত হ'য়েই চলতে থাকবে,
তুমিও স্থবির হ'তে থাকবে
ক্রমশঃ। ৭৯৯০।
১৪।১।১৯৫৭, রাত ৯-৪৫

যে-কোন বিষয়ে
বা ব্যাপারেই হোক না,

দেখেশুনে ভেবেচিন্তে
শুভ-সঙ্গীতি নিয়ে
যা'ই নির্দ্ধারণ করবে,—
তা' কিন্তু বিশেষ ত্বারিত্যের সহিত
নিষ্পন্ন ক'রোই,
এতে তোমার শুভ-সন্দীপ্ত নির্দ্ধারণ
ও নিষ্পন্ন করবার ক্ষমতা
বৃদ্ধিই পাবে। ৭৯৯১।
১৫।১।১৯৫৭, বিকাল ৪-১৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

বৈশিষ্ট্য যদি পূতধারায় চলে,
বিকৃতি-বিক্ষুব্ধ না হয়,
অসৌষ্ঠব-সংযোগে বিড়ম্বিত না হয়,
বিক্ষিপ্ত বিন্যাসে, ছন্নছাড়া সংযোগে
নিজেকে গ'ড়ে
একসা ক'রে না তোলে,—
তবে সে যে-অবস্থায়ই পড়ুক না কেন,
যদি বজায় থাকে,
সে পরিস্ফুরিত হ'য়ে ওঠে কি ওঠেই—
স্ফোটন-বিভায়। ৭৯৯২।
১৬।১।১৯৫৭, বিকাল ৩-৪১
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

বৈধী বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা
সাবলীলভাবে
সত্তাকে সংগঠন ক'রে
নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতায় পরিপুষ্ট ক'রে
ঐতিহ্যে পদবিক্ষেপে
বাস্তব ক'রে তোলে। ৭৯৯৩।
১৭।১।১৯৫৭, বিকাল ৪টা
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

প্রীতিই জীবনের দম্বল,
প্রস্বস্তির পরম উৎস। ৭৯৯৪।
১৭।১।১৯৫৭, বিকাল ৪-২
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

যা'র যেমনতর ভাব-বিপর্য্যয়
থাকুক না কেন,
তা' যদি কোনপ্রকার বিপত্তি
বা বিপাকের কারণ না হয়,—
সতর্ক সন্ধিৎসা ও দৃষ্টি নিয়ে
সেই ভাবকে বিক্ষুব্ধ না ক'রে
উপযুক্ত কুশলকৌশল্যে
ক্রমিক তৎপরতায়
বিহিত ব্যবস্থিতির সহিত
তা'র নিরাকরণ ক'রে
শুভ-সঙ্গতির সহিত
হৃদ্য, অনুদীপনী উৎসাহ-অন্বিত
আপ্যায়নার ভিতর দিয়ে
সুব্যবস্থ ক'রে তোলাই শ্রেয় ;
তা'তে একটু দেরী হ'তে পারে,
কিন্তু বিহিত অনুচলন-তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
উপযুক্ত বোধ বিকশিত হওয়া
অসম্ভব নয়। ৭৯৯৫।
১৭।১।১৯৫৭, বিকাল ৪-৪৫

তোমার শ্রেয়-প্রেয় ব'লে
যদি কেউ থাকেন,
ইষ্ট বা আদর্শ ব'লে
যদি কেউ থাকেন,
যে-কোন ব্যাপারেই হোক না কেন—
তাঁর ভাবসঙ্গতি, বাক্ ও ব্যক্তিত্বের সাথে

যদি সুস্পষ্ট সঙ্গতি না দেখ,
বা তাঁর কথা ও করণের প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে
তা' ভাঙ্গিয়ে, বিকৃত ক'রে
স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস যদি দেখ,
তাকে গ্রহণ করতে যেও না ;
প্রীতির পরম লক্ষণই হ'চ্ছে
প্রিয়প্রতিষ্ঠা,
এই প্রিয়প্রতিষ্ঠা বিক্ষুব্ধ হয়—
কোথাও,
কোন ব্যাপারে
এমনতর যদি কিছু কর বা বল,
বুঝে নিও—
তোমার ইষ্ট, প্রিয় বা প্রেয়-প্রীতি ব'লে
কিছু নেইকো,
তুমি ব্যত্যয়ী বাত্যায়
ঝড়ের কুটোর মত
প্রবৃত্তি-প্রবাহিত হ'য়ে চলছ,
তোমার প্রবর্দ্ধনা ও প্রতিষ্ঠাও
ঐ চালে খাবি খেয়ে
নাচন সুরু ক'রে দিয়েছে,
ভবিতব্য যে-ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করছে—
তা' কিন্তু ইষ্টীপূত কল্যাণপ্রসূ নয় ;
আর, যে তোমাকে সমর্থন করে
ঐ ঐ ব্যাপারে,
সেও কিন্তু
ঐ বাত্যায় ঘূর্ণিচক্র—
যা'র ফল ভবিষ্যৎ-গর্ভে
নেহাৎ ঘোরালো হ'য়ে
উদ্বর্ত্তনায় প্রবৃদ্ধি লাভ করছে ;
ভালই যদি চাও
সামাল হ'য়ে চ'লো,

নয়তো, ঝড়ের কুটোর মত
তোমার জাহান্নমের পথ
অবাধ হ'য়ে উঠবে,
আর, তা' নিরোধ করবে—
এমনতর কেউ কিন্তু বিরলই । ৭৯৯৬ ।
১৭।১।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-১৫

সত্য কথা বল,
তা' যেন লোকহিতী হয় । ৭৯৯৭ ।
১৭।১।১৯৫৭, রাত ৯টা

তোমার বিদ্যাবত্তা
যতই থাকুক না কেন
আর যা-ই থাকুক না কেন,
তা' যদি
সুসঙ্গত সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
ধর্ম্মকে
অর্থাৎ ধৃতিকে
অর্থাৎ সত্তার ধৃতিকে
প্রতিষ্ঠা করতে না পারল
সব দিক দিয়ে—
বিপরীতকে ব্যাহত ক'রে,—
তা' কিন্তু অসম্পূর্ণ,
অনিষ্টকর,
এবং বিচ্ছিন্ন বাতুল ভাঁওতাবাজি বিশেষ । ৭৯৯৮ ।
১৯।১।১৯৫৭, সকাল ৮-৩৯

সব যা-কিছুর উত্তরে
সঙ্গতি-সার্থকতায়

যখন তিনিই আসেন,
তখনই মানুষ পণ্ডিত হয়ে যায় । ৭৯৯৯ ।
২১।১।১৯৫৭, সকাল ৮-৪১

প্রীতিই বীর্য্যের দম্বল,
আর, বিশুদ্ধ প্রীতি চিরবলীয়ান । ৮০০০ ।
২১।১।১৯৫৭, বিকাল ৪-১০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

অহং-অভিব্যক্তি বা অভিমানকে
না খতিয়ে,
অবজ্ঞা ক'রে
যদি কারো সঙ্গে মিতালী করতে চাও,—
সাত্বত সঙ্গতিতে অন্তরাসী হ'য়ে
তা' কর,
আয়, মিতালী করতে গেলেই
যথাপ্রয়োজন তা' তো করতেই হয়,
আরও সম্ভবমতন
অপচয়ের নিরোধে
ও উপচয়ের বৃদ্ধিতে তৎপর হ'য়ে চলতে হয়—
সব দিক দিয়ে । ৮০০১ ।
২১।১।১৯৫৭, বিকাল ৩-৪১
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

যাদের বিধ্বস্ত হবার সম্ভাবনা
চেহারা, চলন, চরিত্রে
দেখতে পাবে,
ক্ষতি বা অশুভর ক্ষেত্র ব'লে
সন্দেহ হবে,
ডেকে নিও,
কাছে রেখ' তাদের,

কাজ-কাম, আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়ে
নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা ক'রো,
এমনতর ব্যাপৃত রেখো—
যাতে সম্ভাব্য বিধ্বস্তির আওতায়ই
যেতে না হয়,
যদি সুনিষ্ঠ ও শ্রেয়প্রতিষ্ঠ হয়—
হয়তো রেহাইও মিলে যেতে পারে। ৮০০২।
২২।১।১৯৫৭, বিকাল ৪-৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

সতর্ক থাক—
চতুর মস্তিষ্ক নিয়ে,
সক্রিয় তৎপর হ'য়ে,
যা'ই কর না কেন
তা' যেন শুভ-সার্থকতায়
শ্রেয়-সঙ্গতিতে উপচয়ী হ'য়ে
তোমাকে সব দিক দিয়ে
সবার সাত্বত-তর্পী ক'রে তোলে। ৮০০৩।
২৩।১।১৯৫৭, বিকাল ৩-৪০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

ইষ্টার্থ-অনুসেবনা নিয়ে
অনুকম্পাপরায়ণ হও—
তা' সবার উপরেই সক্রিয়ভাবে
সম্ভবমত,
কিন্তু সাবধানী দৃষ্টি নিয়ে ;
তোমাতে অনুকম্পী হ'য়ে উঠবে অনেকেই। ৮০০৪।
২৪।১।১৯৫৭, বিকাল ৩-২০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

বিষয়, ব্যাপার ও বস্তুর সহিত
বিষয়, ব্যাপার ও বস্তুর
অন্বিত সার্থক বাস্তব সঙ্গতি
কোথায় কতখানি ও কেমন,
আর, তা' জীবনীয় ব্যাপারে
পোষণ-রক্ষণায়
কোথায় কেমন ক'রে ব্যবহৃত হ'লে কী হয়—
কেমন সময়ে,—
এই দুইটি সমস্যা-সমাধানেই
জানার আবিলতা নিরাবিল হ'য়ে
বাস্তবতায় সহজ ক'রে
সবাইকে স্বচ্ছল ক'রে দিতে পারে হয়তো,
আর, তা' যত দূরে—
সংস্থিতির সীমাও তেমনি অলল ও অনির্দ্দিষ্ট। ৮০০৫।
২৪।১।১৯৫৭, রাত ১১টা

বন্ধুত্ব-বন্ধন যত প্রীতি-পরিচর্য্যী
দৃঢ় হয়—
শুভ-তর্পিতা নিয়ে,—
তা'ই ভাল,
তা'কে তিক্ত সমালোচনা ও কঠোর ব্যবহারে
মর্দ্দিত ক'রে ভেঙ্গে ফেলা
কিছুতেই উচিত নয়,
আবার যা'তে অন্যের অকারণ ক্ষতির
কারণ যথাসম্ভব না হ'য়ে
পরস্পর পরস্পরের উপচয়ী যাতে হওয়া যায়—
তা'ই তার সাধনা,
বাক্-ব্যবহারে সম্ভ্রমাত্মক
সৌষ্ঠবমণ্ডিত দূরত্ব বজায় রেখে
শ্রেয়চলনই হ'চ্ছে

তা'র শুভ-সৌন্দর্য্য। ৮০০৬।
২৬।১।১৯৫৭, বিকাল ৩-৩৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

শুভনন্দিত তর্পণাবন্দিত
বাক্ ও ব্যবহার
মধ্যপন্থার প্রদীপ-স্বরূপ। ৮০০৭।
২৬।১।১৯৫৭, বিকাল ৪-৩২

বাঁচা মানে
সর্ব্বতোভাবে, সব রকমে
সব যা'-কিছুর ভিতরেই
নিজে বেঁচে থাকা—
বিপর্য্যয়কে সুবিনায়িত ক'রে ;
আর, সর্ব্ব অবস্থার ভিতর-দিয়ে
নিজের সত্তাকে
সব দিক দিয়ে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলাই হ'চ্ছে বেড়ে ওঠা ;
নয়তো, শুধু খেয়েপ'রে বাঁচাই যে
সর্ব্বতোভাবে সার্থক
তা' নয়কো। ৮০০৮।
২৭।১।১৯৫৭, বেলা ১১-৩০

এমন-কি
বাদ-বিতর্কেও তোমার পক্ষে সাত্বত কী—
তা' অন্তরে নির্দ্ধারণ ক'রে
খুঁজেপেতে সুযুক্ত সন্ধানে
তা'র অবতারণা করো,
যা'তে সবাই নিরাবিলভাবে
মেনে নিয়ে তৃপ্তি পায়—
হৃদ্য সুপরিবেশনে নন্দিত করে ;

তা'তে বাড়বে উপস্থিতবুদ্ধি,
বাড়বে বাক্-কলা-কৌশল,
যুক্তি,
বাস্তব-তথ্য-বিনায়ন,
কথার মাত্রা-জ্ঞান,
আর, তা'র ভিতর-দিয়ে বাড়বে
হৃদয়ঢালা আপ্যায়না। ৮০০৯।
২৭।১।১৯৫৭, বিকাল ৩-৪১
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

শ্রদ্ধাকে
সুনিষ্ঠ আগ্রহান্বিত সক্রিয়তায়
উদ্দীপ্ত ক'রে তোল,
সন্ধিৎসার সহিত
আচার্য্য-অভিপ্রায়কে বুঝতে চেষ্টা কর,
এই বোধের সার্থকতা
যতই জীবনে ফলবে—
ততই তোমার কর্ম্মদীপনাও
ভ্রান্তিমূল হ'য়ে উঠবে কমই ;
তা' নিষ্পন্নতায় মূর্ত্ত ক'রে তোল
যা' সব দিক দিয়ে
উপচয়ী হ'য়ে ওঠে—
আচার্য্যে অর্ঘ্যান্বিত নৈবেদ্যে
সুসজ্জিত হ'য়ে ;
আর, এমনি ক'রেই
তোমার সত্তা
তাঁরই নৈবেদ্য হ'য়ে উঠুক। ৮০১০।
২৭।১।১৯৫৭, রাত ১০-৪৫

শ্রদ্ধাঘন নিষ্ঠা—
যা' সুকেন্দ্রিক তৎপরতায় সক্রিয়

সেবানিরত,
উদ্দীপ্ত আগ্রহপূর্ণ,
বিবেকদীপ্ত,
সুযুক্ত,
স্বতঃ-নিয়ন্ত্রিত,
সৌর্য্য-সন্দীপ্ত,
তা'ই হ'চ্ছে মানব-হৃদয়ে
সার্থকতার ঐশী প্রসাদ। ৮০১১।
২৮।১।১৯৫৭, বিকাল ৪টা
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

তোমার ইষ্টমন্ত্রের সহিত
অন্য কিছু জোড়াতাড়া দিতে যেও না,
ইষ্টমন্ত্রই হ'চ্ছে কল্যাণমন্ত্র,
যদি জোড়াতাড়া দাও—
তা'র ধ্বনন বিকৃত হ'য়ে
এমনতর রকমের সৃষ্টি করবে,
যা' স্নায়ুধারায় প্রবাহিত হ'য়ে
কৌষিক ক্রিয়াগুলির খানিকটাকে
ধ্বনন-বিকৃতিতে
বিধ্বস্ত ক'রে তুলবে—
ভালমন্দের ডামাডোল সৃষ্টি করতে করতে,
ঐক্যতানে বিনায়িত না হ'য়ে ;
তাই, শ্রদ্ধাঘন নিষ্ঠার সহিত
সক্রিয় তৎপরতায়
ইষ্টমন্ত্র জপ কর,
তা'র অর্থভাবনাকে
সঙ্গতিশীল অর্থনায়
অন্বিত ক'রে তোল ;
এমনি ক'রেই

তোমার অনুভব ও বোধগুলিকে
সুবিনায়িত ক'রে চল—
যা' স্বতঃস্রোতা অর্থনায়
তোমার বোধদীপনাকে
সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তোলে,

আর, এর ভিতর-দিয়েই
তোমার আচরণ, বাক্য, ব্যবহার
ও কর্ম্মদীপনাকে
সৎসন্দীপ্ত বিনায়নায়
মূর্ত্ত ক'রে তোল ;

আর, অনুভব ও দর্শনের ভিতর
যেগুলি আসে
সেগুলিকেও ঐ সঙ্গতিশীলতায়
সৌষ্ঠব-অর্থে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে,
সবটুকু দিয়ে
তা'কে বাস্তবায়িত ক'রে তোল—
নিষ্পন্নতার নিটোল অনুবেদনী
কৃতি-তৎপরতায় ;
তোমার শ্রদ্ধাঘন নিষ্ঠা
যতই নিরাবিল হ'য়ে উঠবে—
বিনায়নও ততই সৌষ্ঠবমণ্ডিত হ'য়ে উঠবে,
বরও তোমাকে বরেণ্য ক'রে
তুলতে থাকবে ক্রমশঃই ;

ঐ বাক্য, ব্যবহার ও কৃতিচলনের ভিতর দিয়ে
রাগদীপনী স্বস্তি
কল্যাণপূজারী হ'য়ে
আরোর ঐশী আরাধনায়

তোমাকে
আরোতরে উচ্ছল ক'রে তুলুক। ৮০১২।
২৮।১।১৯৫৭, রাত ৮টা

কেউ যদি কোন কথা বলে,
আর, তা' যদি তোমার ইষ্টনিদেশের পরিপন্থী হয়,
সাত্বত না হয়,
তা' গ্রহণ ক'রো না,
আর, তা' গ্রহণ ক'রে যদি চল,—
তোমার চলন ক্রমশঃই খঞ্জ হ'য়ে উঠতে থাকবে,
বাক্য, ব্যবহার, আচরণও
তদনুপাতিক বিকৃত হ'য়েই চলতে থাকবে ;
ঠিক জেনো—
তোমার ইষ্টনিদেশের পরিপন্থী যা',
সাত্বত পরিবেদনার পরিপন্থী যা',
তা তোমার সাত্ত্বিক চলন
অর্থাৎ সত্তাচলনকে
ব্যাহত করবেই কি করবে ;
তাই স্মরণ যেন থাকে—
যেমনই হও,
আর যাইই হও,
ইষ্টনিদেশকে তোমার সাত্ত্বিক দণ্ডের মতন
আঁকড়ে ধ'রে চলতে হবে ;
তা' তোমার এলোমেলো
যা'-কিছু চলনকে
নানা রকমারির ভিতর-দিয়ে
বিনায়িত করতে করতে
সঙ্গতিশীল অর্থনা নিয়ে
বোধদীপ্ত উদ্দীপনায়
তোমার ব্যক্তিত্বকে
উল্লোল ক'রে তুলবে,
নানা বিপর্য্যয়ের ভিতরেও দেখতে পাবে—
ক্রমশঃই তুমি
সাত্বত সুন্দর সম্বর্দ্ধনার
অধিকারী হ'য়ে চলেছ,

আর, অন্যকেও ঐ অধিকারে
উৎসারণশীল ক'রে তুলতে পারছ,
তোমার পবিত্র হৃদয়স্পর্শ
মানুষকে প্রসাদমণ্ডিত ক'রে তুলছে ;
ক্রমশঃই দেখতে পাবে—
যতই ঐ সম্বর্দ্ধনায় এগিয়ে চলতে থাকবে,—
শুভ 'স্বাগতম্'—অভ্যর্থনায়
আশিস্ বিতরণ করছে তোমাকে ;
কল্যাণ
কলনিনাদে
কল্লোল নৃত্যে
কাকলি ছন্দে
কৃতি-উৎসারণায়
অঢেল হ'য়ে চলেছে—
তোমার ব্যক্তিত্বকে পরিপ্লাবিত ক'রে ;
সুখে থাকা
ও সুখে রাখা
স্বস্তিপ্রসন্ন নন্দনায়
নৃত্যমুখর হো'ক তোমাতে । ৮০১৩ ।
২৮।১।১৯৫৭, রাত ৮-৩০

যে-দম্পতির প্রীতিবন্ধন দৃঢ় ও পবিত্র,
প্রিয়পরম-বন্দনাশীল,
স্বতঃ-প্রদীপ্ত ও প্রবাহশীল,
উচ্ছল-অনুচর্য্যী হ'য়েও
পারস্পরিক বন্ধন-নিরত,
বর্জ্জন-কল্পনাও যাদের অন্তরে
উঁকি মারে না,
স্বামী বা প্রেয়-পরিচর্য্যাই যাদের
পরম সম্পদ,
পতি বা প্রেয়-অনুসারী

শুভ ও উপচয়ী চলন
যাদের জীবন-স্থৈর্য্য,
তা'রা স্বর্গ-বিচ্ছুরণ ;
স্বর্গ-অভিজাত তা'রা। ৮০১৪।
২৯।১।১৯৫৭, বিকাল ৪-১৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

কেউ যদি তোমার সমক্ষে
কা'রো নিন্দাবাদ করে—
তা' যথা বা অযথা
যা' ব'লে তোমায় মনে হো'ক না কেন,
তুমি তা' রটাতে যেও না,
বিহিত যা' বিবেচনা কর,
শুভ-সমীচীনতার সহিত
সম্ভব যা' তোমার পক্ষে
তা' তুমিই ক'রো—
নিরাকরণের দিক দিয়ে ;
কিন্তু ভাল যা'—
সবাকে ব'লো,
আর, তাদের সঙ্গে তুমিও উপভোগ ক'রো—
আপনার জনের মত ;
তৃপ্ত পাবে। ৮০১৫।
৩০।১।১৯৫৭, বিকাল ৪টা
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

ইষ্টমন্ত্রের সহিত অন্য কিছুর
জোড়াতাড়া দিতে যেও না,
ঐ ইষ্টমন্ত্রই হ'চ্ছে কল্যাণ-মন্ত্র,
যদি জোড়াতাড়া দাও,
তা'র ধ্বনন বিকৃত হ'য়ে
তোমার সত্তায় বিকৃতির সৃষ্টি করবে,

আর, বোধসঙ্গীতিও তা'তে
সামঞ্জস্যহারা হ'য়ে চলতে থাকবে,
অস্পষ্ট বাতুল ব্যতিক্রমগুলিকে
সার্থক সঙ্গীতিতে এনে
বাস্তব অন্বয়ে প্রকৃত ক'রে তোলা
তোমার একটা
বিভ্রাটই হ'য়ে উঠবে। ৮০১৬।
৩১।১।১৯৫৭, বিকাল ৩-৩৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

কাউকে দোষারোপ ক'রে
কি তার তুষ্টি উপভোগ করা যায়? ৮০১৭।
৩১।১।১৯৫৭, রাত ৮-৫৫

মানুষ যখন নিজের
প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যা করতে থাকে,
তখন সাত্বত যা'-কিছু
তা'কেও ঐ রঙে রঙিল ক'রে থাকে সাধারণতঃ;
আর, সাত্বত চাহিদা যার মুখর,—
প্রবৃত্তির হিসাবনিকাশও
তখন তা'র ঐ সাত্বত সঙ্গীতিকেই
অনুসরণ ক'রে থাকে প্রায়শঃ। ৮০১৮।
৩১।১।১৯৫৭, রাত ৯-৫০

যখন যা' করণীয়—
নিষ্ঠানন্দিত হৃদয়ে
শুভ সমীক্ষায়
সুযুক্ত সঙ্গীতি নিয়ে
তা' না-করাই নৈতিক দুর্ব্বলতা,

আর, ঐ দুর্ব্বলতাই আবার
অনেক দুরত্যয় দুঃখের দুষ্ট হোতা। ৮০১৯।
১।২।১৯৫৭, বিকাল ৩-৩৬
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

সব চেয়ে গোড়ার কথাই হচ্ছে,
অর্থাৎ জীবনতপের গোড়ার কথাই হ'চ্ছে—
ইষ্ট বা আচার্য্য-নিষ্ঠা ;
আর, এই নিষ্ঠা-অনুরঞ্জিত হৃদয়ে
তঁৎ-নিদেশ বা অনুজ্ঞা-পালন
ও তঁদভিপ্রায়-অনুসারিণী চলন—
যে পালন ও চলনের ভিতর-দিয়ে
মানুষ ঐগুলির নিষ্পাদন-প্রয়াসী
হ'য়ে চলতে থাকে—
তদনুগ বোধ ও কর্ম্মের সুনিয়মনে ;
আর, সবটা নিষ্পন্ন করতে হবে
নিপুণ বুদ্ধির সহিত
ত্বারিত্য নিয়ে,
যা'তে
যা' করণীয়
তাকে সত্বর সমাধান ক'রে
কৃতকার্য্য হ'তে পারা যায় ;
গোড়ায় যদি এটুকু না থাকে,
তবে অলস বা বিপর্য্যয়ী চলনে
নিজেকে ব্যর্থ করা ছাড়া
আর কোন পথই থাকে না ;
তাই, যা'ই কর না কেন—
উদ্দীপ্ত আগ্রহ নিয়ে
ঐ গোড়ার মৌলিক যা'
তাকে বিশেষভাবে

পরিচর্য্যায় পরিপালন করতে
ত্রুটি ক'রো না,
ঐ ত্রুটি কিন্তু
তোমার সব যা'-কিছুকে
ত্রুটিসম্পন্ন ক'রে তুলতে পারে ;
জীবন যদি নিষ্ঠাহারা হয়,
অলস হয়,
তাহ'লে দারিদ্র্যের অভাব কোথায় ?
তাই বার বার বলি
সাবধান ! ৮০২০ ।
১।২।১৯৫৭, রাত ৮-৩০

জীবনের জ্যোতিই হচ্ছে ইষ্টার্থ,
আর, সব ভাবে সব কাজে
যার এই ইষ্টার্থ-সঙ্গীতি
যত সার্থক, সুযুক্ত—
সে তত বিনায়িত,
দক্ষ কুশল-কৌশলী,
সার্থক দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন,
কৃতী। ৮০২১ ।
২।২।১৯৫৭, বিকাল ৩-৫০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

মানুষ যখন
তা'র কৃতিদীপনী ভাবানুকম্পিতায়
পরিবেশকে মুগ্ধ ক'রে
সাত্বত প্রতিষ্ঠায়
নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠ করতে পারে না—
দক্ষনিপুণ কুশলকৌশলী ত্বারিত্যের
সুসংস্কৃতি নিয়ে,
সুসঙ্গত সার্থক অনুনয়নে,

পরিবেশের প্রত্যেকটির সহিত
সমষ্টিকে সুবিন্যস্ত ক'রে তুলে,
অন্তর-বাহিরের
সক্রিয় সমর্থন-সন্দীপনায়
তীব্র উদাত্ত আগ্রহের সৃষ্টি ক'রে,
সক্রিয় সমবেদনায়
আচারে, ব্যবহারে, চালচলনে, কথাবার্ত্তায়,
সব যা'-কিছুর ঐক্যতানিক
সঙ্গতি-শোভনায়,—
ভাগ্যদেবতা
তখনই অস্তমিত হ'তে থাকে। ৮০২২।
২।২।১৯৫৭, রাত ৯-৪৫

তুমি যাই হও
আর তাই হও,
তোমার জন্মগত কৃষ্টি-বিশাসিত ব্যক্তিত্ব
কিন্তু ততটা নিঃস্ব—
যতটা তুমি তোমার
বংশগত বিনায়িত ঐতিহ্য-সৌষ্ঠব
যা' বাক্-ব্যবহারকে ব্যবস্থ ক'রে
চরিত্রকে চিত্রিত ক'রে
বোধ ও ব্যক্তিত্বে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,—
তা'কে পরিহার কর;
প্রবাহ-প্রদীপহারা তুমি। ৮০২৩।
৩।২।১৯৫৭, বিকাল ৪টা
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

যে-গোষ্ঠীতে বিবাহ-বর্জ্জন নাই,
যা'রা বৈধী বিবাহ ও কৃষ্টি-তৎপরতায়
সুনিষ্ঠ,

ইষ্টানুগ সার্থক সঙ্গতিশীল চলনই
যাদের জীবনপ্রবাহ—
লোকপালী বৈশিষ্ট্য-সমন্বয়ে,
তা'রা স্বভাবতঃই সম্ভ্রান্ত ও লোকপূজ্য। ৮০২৪।
৩।২।১৯৫৭, রাত ৬-৫৫

হিংসাকে যা'রা অহিংসা করে,
হিংসাই তাদের জাহান্নমের অগ্রদূত। ৮০২৫।
৩।২।১৯৫৭, রাত ৮-৫

পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্ম যেখানে
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
কল্যাণ-সেবা-প্রবাহী,—
ভগবত্তার সার্থক বোধনা সেখানে। ৮০২৬।
৩।২।১৯৫৭, রাত ৮-১০

যদি জন্মেছ
শ্রেয়নিষ্ঠ হও,
কল্যাণ-মন্ত্রী হও,
কৃতি-তপা হও—
শ্রেয়তে সব-কিছু বিনায়িত ক'রে
সার্থক সঙ্গতির শুভ-ছন্দে
কৃতিরাগ-নন্দনায় ;
জয়ের উল্লাস
উপভোগ ক'রে চল—
সত্তাকে সার্থক ক'রে
ধীমত্তার কুশল-দক্ষতায়,
ব্যাপ্তির কৃতি-অঙ্কে,
সবিতৃ-সৌর্য্যে। ৮০২৭।
৪।২।১৯৫৭, বিকাল ৩-৪৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

প্রিয়র শুভসন্দীপী
অভিপ্রায়-আপূরণী অনুচলন
যার যত দক্ষ, বোধনদীপ্ত, উপচয়ী,—
প্রীতিও সেখানে তত প্রাঞ্জল,
স্বস্তি-সম্পাদনী, স্বতঃ-প্রবৃত্ত। ৮০২৮।
৪।২।১৯৫৭, রাত ৭-৫৩

বিকাশ-ব্যাকুল গতিই
যাঁর সংস্থিতি,
তিনিই সরস্বতী ;
আর, বাক্ বা শব্দই
যাঁর সত্তা,
তিনিই বাগ্দেবী ;
তাই, যিনিই বাগ্দেবী, তিনিই সরস্বতী। ৮০২৯।
৪।২।১৯৫৭, রাত ৮-১৪

জনসভায় বক্তৃতা
যতই হৃদয়গ্রাহী, ভাবানুকম্পী
সুযুক্ত সঙ্গতিশীল
তথ্য-সমন্বিত হয়—
আগ্রহ-উল্লোল তর্পিতা নিয়ে,—
তাইই কিন্তু শুভদীপনী,
কিন্তু কূটনৈতিক বক্তৃতা
যতই সুন্দর, উদ্দেশ্যানুগ
তথ্য-বিনায়িত
সঙ্গতিশীল সুযুক্ত অর্থানুশাসিত
ও স্বল্প হয়
যা' প্রত্যেক মস্তিষ্ককে
অকাট্যভাবে আলোড়িত না ক'রেই পারে না—
সমীচীন ভাবানুবোধনাকে জাগ্রত ক'রে,

প্রত্যেকের স্বার্থ ও অন্তর-অনুকম্পাকে
উদীপ্ত ক'রে,—
তাইই ভাল ;
ফল কথা, সুযুক্ত সমীচীন
নিন্দাবিহীন স্বচ্ছ স্বল্পবাচিতা
সব বিষয়েই—
বিশেষ ক'রে কূটনৈতিকতায়
শুভপ্রসূ হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ। ৮০৩০।
৫।২।১৯৫৭, বিকাল ৪-২০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

কোন দলে যোগ না দিয়েও
যদি কেউ
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে
সবাইকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে
বন্ধু-সম্পর্কান্বিত ক'রে তোলে—
বান্ধব-অনুচর্য্যী সাত্বত আচারের
তৎপর ঐক্য-বিনায়নায়,
পারস্পরিকভাবে
বিরোধ ও ব্যতিক্রমের পরিহারে,
আপদে-বিপদে ও সুপদ-সম্বর্দ্ধনায়
সব দিক দিয়ে
বিশেষত্বের শুভপ্রসূ সমীচীন সৌজন্যে,—
তাই কিন্তু শ্রেয় ;
অন্যথায় বিরুদ্ধ ব্যতিক্রমে
রোষধুক্ষিত হ'য়ে
নিজেকে বিধ্বস্তির বেড়াজালে
বিপন্ন ক'রে রাখা ছাড়া
আর কোন গতিই থাকে না। ৮০৩১।
৫।২।১৯৫৭, রাত ৮-১৫

নিগর্ণ যখন সীমায়িত হ'য়ে
পরিমিত লাভ করে,—
সেই সীমায়িত সত্তাই গুণান্বিত হ'য়ে
বিকশিত হ'য়ে চলে,
আর, তা' সেই নিগর্ণেরই
গুণায়িত বিকাশ। ৮০৩২।
৬।২।১৯৫৭, বিকাল ৪-৫৭
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

প্রবৃত্তির অসংযত বিক্ষেপের
উপশমে
নিষ্ঠাতৎপর প্রণিধানের সহিত
তীক্ষ্ন তরতরে হ'য়ে ওঠাই শান্তি। ৮০৩৩।
৭।২।১৯৫৭, বিকাল ৩-৪৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

সাত্বত কথাই সত্য কথা,
আর, সাত্বত চলনই সত্য চলন—
যে-চলার ভিতর-দিয়ে
যে-বলার ভিতর-দিয়ে
কল্যাণ কলস্রোতা হ'য়ে ওঠে—
সংস্থিতির শুভ-স্থৈর্য্যে,
তাই, বাস্তব যা' তাতেই সত্য নিহিত—
যদি তা' শুভপ্রসূ হয়,
কারণ, সত্তা সেখানেই,
আবার, ঐ বাস্তবতা যেখানে
যত বিক্ষেপ-বিক্ষুব্ধ বা ব্যর্থ—
মিথ্যার আধিপত্যও
সেখানে তেমনই,

প্রাণন-তীর্থের স্বস্তি-সঙ্গীতও
সেখানে তেমনই মন্থর,
মলিন বা হীন। ৮০৩৪।
৮।২।১৯৫৭, বিকাল ৪-৯
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

তুমি যে-উপাসনাই কর না কেন,
উপাস্য-অনুগ গুণ ও চলনকে
তোমাতে আবাহন ক'রে
তদনুগ চলনে
তোমার চরিত্রকে যদি
রঙিল ক'রে না তুলতে পার
বা না তোল—
ঐ উপাস্যের
সঙ্গতিশীল সার্থকতা নিয়ে,
ঐ তাঁতে নিষ্ঠা-উদ্দীপ্ত
প্রণিধানের সহিত,
প্রীতি-পরিচর্য্যায়
তোমার আমান ব্যক্তিত্বকে
ঐ তাঁতেই বিনায়িত ক'রে,—
তোমার উপাসনা কি ব্যর্থ হবে না? ৮০৩৫।
৮।২।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৫-১৫

যে-উপাসনাই কর না তুমি,
নিষ্ঠা-উচ্ছল অনুনয়নে
তা'র গুণ ও ক্রিয়াকে
সার্থক সঙ্গতির সহিত
যদি আয়ত্ত করতে না পার—
শ্রদ্ধানিরত ওজোদীপনায়,—
তোমার উপাসনা কিন্তু

কৃতি-দীপ্ত নয় তখনও। ৮০৩৬।
১০।২।১৯৫৭, বিকাল ৩-৪৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

প্রিয়র অভিপ্রায়-অনুসারিণী
অনুচলন ও নিদেশ
বেশ ক'রে দেখেশুনে বুঝেসুঝে
সমীচীনভাবে নিষ্পন্ন করাই—
প্রীতিদীপ্ত সার্থক সঙ্গতিশীল
জীবনের উপাসনা। ৮০৩৭।
১১।২।১৯৫৭, বিকাল ৪-২৩
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

শারীর কর্ম্ম মানে আমি বুঝি—
শরীর-সম্বন্ধীয় কর্ম্ম,
সত্তা-সম্বন্ধীয় কর্ম্ম,
সাত্বত কর্ম্ম,
আত্মসংস্থ কর্ম্ম ;
এই শরীরের সাথে যা'-কিছু সম্বন্ধান্বিত,
সুবিনায়িত,
কৃতি-তৎপরতায়
সেগুলিকে শম-সন্দীপ্ত ক'রে
ঐ শরীরকে সাম্যে সংস্থিত কর—
ইষ্টার্থ বা আচার্য্য-পরায়ণ হ'য়ে,
যতচিত্তাত্মা হ'য়ে,
কামনা বা কর্ম্মফলাসক্তি ত্যাগ ক'রে,
অভিমানকে জলাঞ্জলি দিয়ে,
ত্যক্ত-পরিগ্রহ হ'য়ে,
বিপর্য্যয়ী বিক্ষেপ ও বিকৃতিকে এড়িয়ে ;
—এই হবে সাম্য-সংরক্ষণী নিক্তি ;
আর, তা' যদি কর—

তোমাতে কলুষ স্পর্শ করবে না ;
তাই, কেবল হ'য়ে
এই শারীরকর্ম্মনিরত হ'য়ে চল—
সাম্য-সন্দীপ্তি নিয়ে,
বিধায়িত বিনায়নে ;
নতুবা, এই সম্বন্ধগুলিকে ত্যাগ ক'রে
শুধু এই স্থূল শরীরের লাখ তোয়াজ কর,—
সে স্বস্থ হ'য়ে চলতে পারবে না কো ;
তাই, শারীর কর্ম্মের তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে
এমনতর । ৮০৩৮ ।
১১।২।১৯৫৭, রাত ৮-৫

এই শরীরী তোমাকে
যদি তুমি জানতে চাও,
বুঝতে চাও—
তার স্থূল বিনায়নী বিবর্ত্তন-সহ,
তাহ'লে আব্রহ্মসঙ্গতিশীল
আত্মিক বিকিরণার ভৌতিক পরিণাম-সহ
অর্থাৎ স্থূল পরিণাম-সহ
সার্থক বিনায়নের ভিতর-দিয়ে
তোমার শারীরিক সংস্থিতির
যা' কিছুকে জান ;—
তবে তো ? ৮০৩৯ ।
১২।২।১৯৫৭, রাত ৮-৩০

তুমি যা'র যত শ্রেয়ই হও
বা যত প্রেয়ই হও,
যখনই দেখবে, কেউ
তোমার অনুজ্ঞা বা অভিপ্রায়ানুসারিণী
চলন হ'তে,
স্বতঃসিদ্ধ ও দরদী অনুচর্য্যা হ'তে

বিচ্যুতি লাভ করেছে,—
সে যতই আপনার ভাব
দেখাক না কেন,
ঠিক বুঝো—
সে তোমার নয়,
সে তা'র নিজেরই বা আর কারও ;
ঐ দেখানো আপনার ভাবের মানেই হ'চ্ছে—
তোমার কোন-কিছুর প্রতি
তার চাহিদা আছে
এবং তারই আপূরণ-মানসে
সে ঐ ভাবের অভিব্যক্তি দেখাচ্ছে ;
এমনতর দেখলেই
দূরদৃষ্টি নিয়ে
হিসাব ক'রে চ'লো—
তা' বাক্যে, আচারে, ব্যবহারে ;
ফল কথা, তোমার অনুজ্ঞা বা আদেশ পালনে
বা তোমার অনুচর্য্যায়
যে খুশী না হয়
তৃপ্তি না পায়—
আন্তরিক শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা নিয়ে
স্বতঃপ্রবৃত্ত উন্মুখতায়,—
কোন ব্যাপারে
তার উপর চাপাচাপি করতে যেয়ো না—
হৃদ্য ব্যবহার, আলাপ-আলোচনা
ও অনুরোধ ছাড়া—
সতর্ক সন্ধিৎসা নিয়ে । ৮০৪০ ।
১২।২।১৯৫৭, রাত ১০-৪৫

সরল হও,
অকপট হও,
তাই ব'লে বেকুব হ'তে যেও না,

সুষ্ঠু, সমীচীন ও শুভপ্রসূ
যেখানে যা',—
তাইই ব'লো ও ক'রো,
বোধবত্তার কায়দা
বেশী ফলাতে গিয়ে,
বেফাঁস করে ফেল' না। ৮০৪১।
১২।২।১৯৫৭, বিকাল ৩-৪৩
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

নিষ্ঠা, সন্ধিৎসা,
নিদেশবাহিতা,
ক্ষিপ্র-সমাধানী চলন,
বোধ-বিবেচনা
ও অর্থ ও সঙ্গীতির সুসঙ্গত
অনুধায়িনী অনুচলনের সহিত
উপস্থিতবুদ্ধি
যা'র যত অভিদীপ্ত,
দক্ষ কৃতি-দীপনা
তা'র তরতরেও তেমনই,
আর, এর অভাব যেখানে যেমন—
বেকুবীও সেখানে তেমনই নিথর। ৮০৪২।
১৪।২।১৯৫৭, বিকাল ৪-৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

মহামানব বা প্রাজ্ঞমানব
যিনি যখন থাকেন,
তাঁর নিদেশগুলিকে
কখনই অবজ্ঞা করতে যেও না,
বরং সেগুলিকে
কাজে পর্য্যবসিত ক'রে তুলতে চেষ্টা কর—
যথোপযুক্ত ক্ষিপ্রতায়,

কারণ, প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ
সমষ্টির সম্বর্দ্ধনা
ও আপদ-উদ্ধারিণী বা সংবরণী অনুজ্ঞা
তাতেই নিহিত থাকে ;
তাই, তা' যদি না কর,
তোমার আওতায়
যে যখন যেখানে থাকে—
তাকে যদি তা' না বুঝাও,
করায় উদ্দীপ্ত ক'রে না তোল,
তুমি তো ঠকবেই,
আরো, সবাকেই ঠকাবে কিন্তু ;
তাঁদের বাণী ও প্রজ্ঞা মানেই
সাত্বত বাণী,
সাত্বত প্রজ্ঞা,
সেগুলি অলসভাবে
উপকথার মত যদি শুনে যাও,
আপদ-উদ্ধারিণী অনুবেদনায়
যদি নিজেকে ও সবাইকে
উদ্বোধিত ও উদ্দীপ্ত-সক্রিয় না কর,
আপশোষে দিন কাটাতে হবে
কিন্তু একদিন,
তা ছাড়া
উদ্বর্দ্ধনার ইন্ধন হ'তে
বঞ্চিত করবে নিজেকে
আর অন্যকেও ;
তাই, সেগুলিকে
রূপকথায় রূপায়িত ক'রে
অলস ধী-কে কলুষ বর্ব্বর ক'রে
নিজের সত্তাকে
সংকীর্ণ ক'রে তুলো না। ৮০৪৩।
১৫।২।১৯৫৭, বেলা ১১-৩০

কী ব্যাপারে কোন জিনিষ
কোথায় রাখলে
কতখানি সুবিধা হ'তে পারে
বা আপদ এড়ান যেতে পারে,
আর, শোভনই বা কতটুকু তা'—
বুঝেসুঝে তেমনতর
অবস্থানুগ ব্যবস্থ চলনই হ'চ্ছে
সুব্যবস্থর একটা সমীচীন লক্ষণ । ৮০৪৪ ।
১৫।২।১৯৫৭, বিকাল ৪টা
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

কারো সাথে মিশতে গেলেই
বা কারো সান্নিধ্যে যেতে হলেই
সমীচীন সম্ভ্রমাত্মক সঙ্গীতিকে
বজায় রেখে
আদর, আপ্যায়ন, অনুচর্য্যায়,
আচার, ব্যবহার, কথা
ও হৃদ্য ভঙ্গিমায়
তাকে এমন অভিষিক্ত ক'রে তোল—
সে যেন তোমাকে ভুলতেই না পারে,
তোমার তৃপ্তিপ্রদ যা'-কিছু
তা' এতটুকু যদি সে করতে পারে,—
নিজেকে যেন ধন্য মনে করে ;
বুকভরা তৃপ্তি নিয়ে
শ্রদ্ধাপূর্ণ নিষ্ঠা-নন্দনায়
সাত্বত সম্বর্দ্ধনী আচারে
তাকে অভিনন্দিত ক'রো,
তোমার সাহচর্য্য
তার হৃদয়কে যেন
ভরপুর ক'রে দেয় ;

কোন-কিছুতেই
সৌজন্যপূর্ণ ধৈর্য্যকে হারিও না,
ধৈর্য্যহীনতা বা বিরক্তির তিক্ত ধুক্ষা
তোমাকে যেন স্পর্শও করতে না পারে,
কুশলকৌশলী তৎপরতায়
তুমি সর্ব্বদাই অব্যাহত থেকো ;
আর, এটি অভ্যাস করতে
যেখানে যেমন ক'রে
যতটুকু যা' করতে হয় তা'ই ক'রো,
ধাপ্পাবাজি চলনের আশ্রয় নিও না
কখনও,—
তোমার সহজ প্রীতি-পরিস্রবা অন্তরখানি
যেন তার অন্তরকে
নন্দিত ক'রে তোলে,
তোমার সৎ-সাহচর্য্য
ও সেবা-সন্দীপনী তৎপরতা
তাকে যেন
তার সমস্ত অন্তর-আকূতি-সহ
তোমারই সহকারী ক'রে তোলে ;
তুমিও সুখী হবে,
সেও সুখী হবে,
বান্ধব-বন্ধনের প্রীতি-নিগড় কত মধুর—
তা' তুমিও বোধ কর,
সেও যেন বোধ করতে পারে । ৮০৪৫ ।
১৫।২।১৯৫৭, রাত ৯-২৫

ঐতিহ্য মেনে চলা মানে
ঢেকী হ'য়ে থাকা নয়,
শুধুমাত্র অবোধ ও বোবা
গোঁড়ামি নিয়ে চলা নয়কো,—

শ্রদ্ধোষিত নিষ্ঠারঞ্জিত অন্তঃকরণ-অনুস্রোতা
বিবেকের সহিত
বংশানুক্রমিকভাবে
তাকে পরিপালন ক'রে চ'লে
উত্তরোত্তর বর্দ্ধন-প্রদীপ্তির
দীপালী হ'য়ে
নিজেকে সৌষ্ঠব-সঙ্গতি-সার্থকতায়
আরোতে উদ্ভিন্ন ক'রে তোলা—
বোধায়নী অনুবেদনায়। ৮০৪৬।
১৬।২।১৯৫৭, বিকাল ৩-৩৭
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

আগে দেখে নাও,
বুঝে নাও সাথে-সাথে,
সন্ধিৎসু দৃষ্টিকে সতর্ক রেখে
করতে লেগে যাও,
নিষ্পন্ন কর ক্ষিপ্রতা নিয়ে। ৮০৪৭!
১৬।২।১৯৫৭, বিকাল ৪-৩০

তোমার চিত্ত যেমনতর সংস্কারে
জমাট হ'য়ে উঠবে—
সক্রিয় তৎপরতায়,
সঙ্গতির সার্থক অন্বয়ে,
কেন্দ্রায়িত বিন্যাস বিভূতির
সাত্বত বিভবে,
ভাল-মন্দের সংযুক্তিতে
যেমন সম্ভব
পরিণাম-সত্তাও কিন্তু তোমার
তাইই;
করবে যেমন, হবেও তেমন। ৮০৪৮।
১৬।২।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬টা

চাটুকারেরা কমই অকপট হয়,
বিশ্বাসীও হ'তে দেখা যায় ক্বচিৎ,
আর, তাদের আত্মোৎসর্গও
বিরল। ৮০৪৯।
১৭।২।১৯৫৭, বিকাল ৩-৩২
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

তোমার অন্তর-বাহির,
ঘর ও পর,
অমাত্য-সহচর
বা আলাপী যে-কেউ বা যা'-কিছু হো'ক না,
সবগুলিকেই একায়িত অনুনয়নী অন্বয়ে
অন্বিত ক'রে ফেলতে চেষ্টা কর—
তা' বাক্যে, ব্যবহারে, চালচলনে,
আদব-কায়দায়,
শ্রদ্ধার্হ অনুবেদনায়,
আর, এগুলি এমনতর হৃদ্য ওজোদীপনী
আচার-ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
করতে চেষ্টা কর
যাতে সবাই শ্রদ্ধার্হ হ'য়ে
সেগুলি উপভোগ ক'রে
কৃতকৃতার্থ হয় ;
যদি এমন ক'রে না চল
ও একায়িত অনুশ্রয়ী অনুদীপনায়
সব যা'-কিছুকেই ঐ ভাব-নিবন্ধনে
অভিদীপ্ত ক'রে না তোল,
তাহ'লে তোমার দোদলবান্ধা
হওয়া ছাড়া উপায়ই নেই,
দোদলবান্ধা কেন
বহুদলবান্ধা হওয়া ছাড়া
উপায়ই নেই,

আর, এ যত রকম হবে,—
সেগুলিতে সঙ্গতি আনা
দুরূহ হ'য়ে পড়বে ;
তোমার পরিশ্রম, অর্থ যা'-কিছু
সেগুলি অপচয়ে
অবদলিত করতে হবে সাধারণতঃ,
তা'র ফলে, অন্তরের দরিদ্রতা
ও বাহিরের দারিদ্র্য-পেষণা
তোমাকে কিন্তু নিষ্পেষিত ক'রেই চলবে ;
তাই বলি—
এমনতর ভাবানুকম্পী হ'য়ে চল—
যা'তে তুমি সর্ব্বতোভাবে
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
ঐ একায়নী অনুচলনে
ইষ্টদীপনার পরম মাধুর্য্যে
সৌষ্ঠবমণ্ডিত হ'য়ে উঠতে পার। ৮০৫০।
১৭।২।১৯৫৭, রাত ৮টা

ঈশ্বরকে তাত্ত্বিক বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
যদি মূর্ত্তই না ক'রে তুলতে পারলে,
তুমি যেমন হ'য়েছ
তেমনতরভাবে
বুঝে, দেখে, শুনে,—
তুমি বুঝে রেখো—
তোমার ঐ বিনায়নী জ্ঞান
তখনও ভোঁতা হয়েই আছে ;
তিনি পরাৎপর—
এক, অদ্বিতীয়,
তিনি যখন মূর্ত্ত—
তখন সমাবেশের সংস্থিতি-অনুপাতিক
তিনি বহু,

বিভিন্ন বহুতেও যখন তিনি
একায়িত হ'য়ে ওঠেন,
তখন তিনি এক ;
তাই
'যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি'। ৮০৫১।
১৭।২।১৯৫৭, রাত ৯-২৫

মানুষের জীবনকে
পালন-পূরণী তৎপরতায়
সুবর্দ্ধিত ক'রে তোলা—
শ্রেয়নিষ্ঠ নন্দনায়,
জন্মে, কর্ম্মে, জীবনদ্যোতনায়,
স্বাস্থ্য ও স্বস্তি-সুন্দর উপচারে,—
তাইই হ'চ্ছে
রাজনীতির গোড়ার কথা,
আর ভিত্তির গাঁথনি। ৮০৫২।
১৮।২।১৯৫৭, বিকাল ৪-২
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

ইঙ্গিতবোধ বা আন্দাজ
তা'র তত কম—
কে বা কিসে কখন
কেমন ক'রে
বা কিসে কী হয়,
তৎসম্বন্ধে বহুদর্শিতা
ও সন্ধিৎসু দৃষ্টি
যা'র যত স্বল্প। ৮০৫৩।
১৯।২।১৯৫৭, বিকাল ৩-৪১
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

যদি সর্ব্বতোভাবে অকিঞ্চন হও,
তবে তো ভালই,
তা' বাদে যদি তোমার
কোন সৎ-অভিদীপনা থাকে—
তবে সাত্বত স্বার্থসংস্থিতিসম্পন্ন
ও বাস্তব এমনতর আলাপ-ব্যবহার ক'রো,
যেন সকলের পক্ষে তা'
সৌজন্যপূর্ণ ও আপ্যায়নী হয় ;
কূটনীতির সাধু সম্বেদনা
বোধিতীক্ষ্ণতা নিয়ে
এমনতরই সন্ধিৎসু বীক্ষণায়
অভিজ্ঞের অন্তরে বসবাস করে—
দক্ষকুশল প্রস্তুতিপ্রসন্ন তৎপরতা নিয়ে। ৮০৫৪।
১৯৷২৷১৯৫৭, বিকাল ৪-১০

শ্রেয়নিষ্ঠ সাত্বত অনুচর্য্যায় চ'লে
পালন-পূরণী
বাক্, ব্যবহার ও শুভ-অনুনয়ন
নিয়ে তো চলবেই,
তা ছাড়া, ভরসাভৃত ক'রে তুলবে সবাইকে,
আর, বেশ ক'রে নজর রেখো—
তোমার কথা ও পন্থা
যাতে ধাপ্পাধর্ষিত না হয়,
রাজনীতির পরম অনুরঞ্জনা তো এইই ;
তোমার শ্রেয়নিষ্ঠা
তোমাকে লোকবৎসল ক'রে তুলুক,
জনপ্রিয় হও তুমি,
প্রিয়পরমে প্রতিষ্ঠা লাভ কর
এমনি ক'রেই। ৮০৫৫।
১৯৷২৷১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-৬

লোভে, আপদ বা অপমানের ভয়ে
কিংবা দুঃখকষ্টের আশঙ্কায়
যে বা যা'রা
শ্রেয় বা প্রেয়কে এড়িয়ে থাকে,
বা তা' হ'তে দূরে থাকে,—
তাদের অন্তঃস্থ সৌরত বা প্রীতিসন্দীপনা
মলিন বা বিকৃত ;
এমনতর যা'রা—
দেখে, শুনে, বুঝে
প্রীতি রেখেও
তা'দের হ'তে দূরে থাকা ভাল,
নয়তো, দুঃখই পেতে হয় ;
ঐ মলিন বা বিকৃত প্রীতি
বা সৌরত-সন্দীপনা যাদের—
লোভ বা লালসার ইন্ধনই হ'চ্ছে
তাদের প্রীতির খোরাক। ৮০৫৬।
২০।২।১৯৫৭, বিকাল ৩-২৭
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

যে-চলন জীবনকে
আয়ুর অধিকারী করে,
সম্বর্দ্ধনায় সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকে,
হৃদ্য আপ্যায়নী অনুচর্য্যায়
মানুষকে প্রীতি-সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে—
অসৎ যা'-কিছুর হৃদ্য নিরোধে,—
তাই হ'চ্ছে সুবৈধী চলন। ৮০৫৭।
২১।২।১৯৫৭, বিকাল ৩-২৩
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

দম্ভ, অভিমান ও আত্মম্ভরিতার
আপূরণী প্রত্যাশা নিয়ে

তাঁর কাছে যদি যাও,—
হাজার যাওয়াতেও
যাওয়া হবে না । ৪০৫৮ ।
২২।২।১৯৫৭, বিকাল ৪টা
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

ইষ্টম্ভরি হও,
আত্মম্ভরি হ'তে যেও না,
ঠকবে—
দিলেও পাবে না কিছু । ৪০৫৯ ।
২৩।২।১৯৫৭, বিকাল ৩-৫০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

কেউ যদি তোমার সঙ্গে
কলহে প্রবৃত্ত হয়,
তুমি নিজের অভিমান ও অহঙ্কারকে
প্রশ্রয় না দিয়ে
বিনীত বাক্য-ব্যবহারে
বিনায়ন-প্রবণ হ'য়ে
অচ্ছেদ্য যুক্তিপূর্ণ তথ্যে
অন্যের অসূয়াবুদ্ধিকে
বিরত কর—
আদর্শ ও উদ্দেশ্যে অটুট থেকে,
অশুভ-নিরোধী প্রস্তুতি
ও পরাক্রম নিয়ে,
তার প্রতি যথাসম্ভব
ন্যায়পরায়ণ ও বদান্য হ'য়ে,
পারস্পরিক সমীচীন স্বার্থে লক্ষ্য রেখে ;—
এতে বিপক্ষের অন্তরকে
অজ্ঞাত উচ্ছলায়
অধিকার করতে পারবে প্রায়শঃ ;

এমনতর চলন
প্রায়ই দেখা যায়—
অন্যের কলহপ্রবৃত্তির
নিরসন ক'রে তোলে ;
বিবাদ বা কলহে
এইই উত্তম চলন। ৮০৬০।
২৩।২।১৯৫৭, রাত ৭-১৫

যা'রা বিনীত সৌজন্যে
অসৎ কোন-কিছুকে
সমর্থন করে,
প্রশ্রয় দেয় বা উস্‌কিয়ে তোলে—
কুশল তৎপরতায় প্রতিবাদ বা প্রতিবিধান
না ক'রে,—
তা'রা নিজেরাও অসৎ ;—
কারণ, অসৎকে তা দিয়ে
বহু রকমেই
বাড়িয়ে তোলে তা'রা। ৮০৬১।
২৪।২।১৯৫৭, সকাল ৯-২০

যা'রা নিজেদের
অসৎ-পরিচর্য্যায় নিয়োজিত করে,
অসৎ ও অশিষ্ট আচারে
নিজেদের সংশ্লিষ্ট ক'রে চলে,
মোহগ্রস্ত তা'রা,
প্রবৃত্তিকে সত্তা বিবেচনা ক'রে
অসৎ উপচারে
তা'রা ঐ প্রবৃত্তিরই সেবা করতে থাকে—
সর্ব্বনাশের কাল-প্রদীপ জেবলে ;
আর, সত্তাকে যা'রা ভালবাসে,
নিজের অস্তিত্বকে যা'রা ভালবাসে,

স্বতঃই তা'রা অন্যকেও
ভালবেসে থাকে—
সাত্বত অনুচর্য্যা-নিরত হ'য়ে । ৮০৬২ ।
২৪।২।১৯৫৭, বেলা ১১টা

প্রেয়ের অভিপ্রায়-অনুসারী
শুভ-সন্ধিৎসু অকাট্য চলন,
সর্ব্বতোভাবে তাঁর স্বার্থকে
নিজেরই সত্তা-স্বার্থ করে নিয়ে চলা,
তাঁর প্রতি স্বতঃ-শুভানুধ্যায়ী
সেবানিরতি,
যত সংঘাতই আনুক না কেন,
বেদনা, বিরক্তি
যতই উদ্দাম হো'ক না কেন,
প্রেয়ের প্রতি অচ্ছেদ্য নিষ্ঠায়
প্রতিষ্ঠ হ'য়ে চলা—
যে-প্রতিষ্ঠা নিজের চরিত্রকেই
তাঁর রঙে রঙিল ক'রে তোলে,
তাঁরই শুভ নন্দনায়
নিজেকে নন্দিত ক'রে তোলে,
তাঁরই শুভ-প্রত্যাশায়
নিজেকে কর্ম্মনিরত ক'রে তোলে,—
এগুলি যার চরিত্রে জাজ্জ্বল্যমান,
তা'র প্রীতি মেকি নয়কো—
ঝুনওয়ালা,
অর্থাৎ তা'র অন্তঃকরণ
প্রীতি-রণনে
নন্দিত হ'য়েই চলতে দেখা যায় ;
আর, এ যা'র থাকে,
তা'র প্রবৃত্তিগুলি

প্রেয়ের পূজা
অর্থাৎ সম্বর্দ্ধনা-সঙ্কল্পের ভিতর-দিয়ে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
সংগুচ্ছিত হ'য়ে ওঠেই কি ওঠে,
তাই, শিক্ষা সেখানে
স্বতঃ ও সম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠে—
অজ্ঞাতসারে,
স্বভাব-পারম্পর্য্যে ;
আবার, ঐ প্রীতির লক্ষণগুলি
যেখানে যত কাণা,
সেখানে প্রীতি বা ভালবাসা যে মেকি,
আত্মস্বার্থসঙ্কুল
কিংবা উদ্দেশ্যমূলক,
তা' কিন্তু ঠিকই,
শিক্ষাও সেখানে
অজ্ঞ,
ব্যত্যয়ী,
অসম্বদ্ধ জ্ঞান-সম্পন্ন। ৮০৬৩।
২৫।২।১৯৫৭, বিকাল ৪-৩

স্বার্থচাহিদা যেখানে পূজার লক্ষ্য,
প্রার্থনা সেখানে বৃত্তিপরামৃষ্ট—
নিরর্থক—
তা' ইষ্টের নয়। ৮০৬৪।
২৬।২।১৯৫৭, বেলা ১১-৫

শ্রেয়নিষ্ঠ আকূতি-উচ্ছল হ'য়ে
তাঁরই সার্থকতায়
তোমার অন্তরের
যা'-কিছু প্রবৃত্তিগুলিকে
সার্থক সঙ্গতিতে গুচ্ছীকৃত ক'রে নিয়ে

তাঁরই উপচয়ী অনুসেবনায়
নিয়োজিত কর,
শুভ-সমীক্ষ তৎপরতায়
যা'-কিছুকে নিষ্পাদন কর,
অটুট নিষ্ঠা নিয়ে চলতে থাক—
হৃদ্য বাক্, ব্যবহার ও সৌজন্য নিয়ে,—
তরতরে শান্তি তো ঐ পথে। ৪০৬৫।
২৭।২।১৯৫৭, বিকাল ৩-২৬
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

ছত্রিশ কোটি দেবতাকে পূজা কর না কেন,
ছত্রিশ কেন,
অসংখ্য-কোটি দেবতাকে পূজা কর না কেন,
কোন ক্ষতি নাই,
ইষ্টার্থ-একায়নে
যদি প্রত্যেকটি দেবতার
গুণ ও দক্ষতাগুলির বিকাশকে
অনুশীলনে সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন ক'রে
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
তোমার চরিত্রে বিনায়িত
ও বিকশিত ক'রে তুলতে না পার,
তোমার সব বৃথা ;
তাই জাগ,
জাজ্জ্বল্যমান হ'য়ে ওঠ—
ইষ্টে আত্মবিনায়ন ক'রে। ৪০৬৬।
২৮।২।১৯৫৭, বিকাল ৪টা
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

বিরক্ত হ'য়ো না,
এমন-কি, বিরক্তিকর ভঙ্গি যাতে না কর,
নিজেকে বিনায়িত কর তেমনি করে ;

শ্রেয়-অভিপ্রায় অনুযায়ী
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সার্থকতায় ভরপুর হ'তে
যত্নশীল হও—
সঙ্গতিশীল আত্মনিয়ন্ত্রণে ;
কা'রো প্রতি হিংসাবুদ্ধিও রেখো না,
কিন্তু অসৎ-নিরোধী তৎপর থেকো—
হৃদ্য সাত্বত অনুনয়নে,
যথাসম্ভব সতর্ক ধৈর্য্য-সহকারে ;
তোমার আচার-ব্যবহারগুলি
যেন সাত্বত-সুন্দর হয়,
কথা, আপ্যায়নাও যেন
প্রত্যেকেরই হৃদ্য হ'য়ে ওঠে ;
আচার-ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
অনুশীলন কর,
যদি কখনও ফস্‌কে যায়—
অন্তর-অনুনয়নী তৎপরতায়
ভেবেচিন্তে বিহিত যা'
বাক্য ও কর্ম্মে বিকশিত ক'রে তোল তা'কে ;
হামেশাই যদি বেফাঁস কথা বেরোয়,
যথাসম্ভব অল্পভাষী হ'তে চেষ্টা কর ;
সঙ্গে সঙ্গে বাক্য-ব্যবহারকে
এমনতর সার্থক সঙ্গতিশীল ক'রে
বিনায়িত ক'রে তোল,
যা'তে মানুষ তোমার সাহচর্য্যে এসে
উৎফুল্ল না হ'য়েই পারে না ;
তোমার যাজনদীপনী বাক্-কর্ম্ম
ও অনুচর্য্যী তৎপরতা
যেন এমনতরই শ্রীমণ্ডিত হয়,
যা'তে যত বিশ্রী,
বিকৃত-চরিত্র হো'ক না কেন,

সেও যেন তোমার আওতায় এসে
ক্রমশঃই সুশ্রয় সুন্দর ভঙ্গিম হ'তে
অন্তঃকরণ থেকেই
স্বতঃ-সুচেষ্ট হ'য়ে ওঠে ;
সবাই যেন ভাবতে পারে
তুমি তা'র পরম সাত্বত বন্ধু ;
আর, তোমার চরিত্রকে
অনুচর্য্যী-অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
এমনতর ঠামে
বিন্যস্ত ক'রে ফেল,
যা'তে তোমাকে
মানুষ দেবমানব ব'লে
অনুভব না ক'রেই পারে না,
আর, দেবমানব বলছি এজন্য,—
তোমার নিষ্ঠা ও চারিত্রিক দ্যুতি
যেন এমনতর সক্রিয় সুন্দর ও তাজা হয়,
যা'তে ঐগুলির
সার্থক বিনায়িত আবির্ভাবে
তুমি দেব-বিন্যাসে
বিনায়িত হ'য়ে ওঠ,
বিকশিত হ'য়ে ওঠ—
অমৃত-দীপনায় ;
আর, সব কাজের ভিতর-দিয়ে
সব কথার ভিতর-দিয়ে
ঐ অমনতর হওয়ার তালিমে
কৃতিদীপনী অনুশীলন-তৎপরতায়
তোমাকে ঐ অমনতর ক'রে তুলতে
প্রয়াসশীল হ'য়ে চ'লো—
সুসঙ্গত বোধন-অর্থনায় ;
কোথাও খুঁত দেখলে বা বুঝলে
মানস-অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে

পরিশুদ্ধি-অভিব্যক্তিতে
মূর্ত্ত ক'রে তোল তা'কে ;
এমনি ক'রে চেষ্টায় থাক,
দেখবে—
কিছুদিনের ভিতর
তুমি অমনতরই হ'য়ে উঠছ—
সাত্বত ব্যাপ্তির শুভ-নন্দনায় । ৮০৬৭ ।
২৮।২।১৯৫৭, বিকাল ৪-৪৫

তুমি যত দেবতাই পূজা কর না কেন,
যদি প্রত্যেক দেবতাকে
তোমার ইষ্টের ভিতর না দেখতে পার,
আর, তোমার ইষ্টকে
যদি প্রত্যেক দেবতায়
না দেখতে পার,
অর্থাৎ তোমার ইষ্টের
কথায়, ব্যবহারে, চাউনিতে
যদি তাঁদের বিকাশ না দেখ,
আর, শ্রদ্ধাভিষিক্ত হ'য়ে
সেইগুলিকে যদি তোমার চরিত্রে
ফুটিয়ে তুলতে না পার—
বিনায়নী সঙ্গতিশীল সার্থকতায়,—
তবে তোমার পূজা বন্ধ্যা । ৮০৬৮ ।
২৮।২।১৯৫৭, রাত ১০-৭

স্বার্থসন্ধিৎসু প্রীতি-ভঙ্গিমা
কখনও কাউকে
শ্রদ্ধা ও স্নেহপ্রবণ,
ধৈর্য্যশীল, অনুচর্য্যী

ক'রে তুলতে পারে না। ৮০৬৯।
২।৩।১৯৫৭, বিকাল ৩-৫৪
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

যখন দেখবে—
তোমার অবজ্ঞা, বিরক্তি, বিড়ম্বনা,
অপোষণা, ক্রোধ বা গালাগালি ইত্যাদিতে
তোমার প্রতি কারও অনুরাগ
এতটুকু বিকৃত
ও বিপর্য্যয়দুষ্ট হয় না,
তোমার প্রতি তা'র অন্তঃকরণ
বিমুখ, বিচলিত বা সন্দেহসঙ্কুল
হ'য়ে ওঠে না,
তুমি যে তা'র সত্তাস্বার্থ
এই বোধ টলে না,
তোমার প্রতি অনুচর্য্যী অনুচলন
কোনমতেই খিন্ন বা ক্ষুণ্ণ হয় না,
বরং শ্রেয়-অভিসারিণী
শুভপ্রসূ অনুগতি
অক্ষুণ্ণই থাকে,—
তাকে তোমার নিজের মানুষ
অর্থাৎ আপনার জন ব'লে
গ্রহণ করতে পার। ৮০৭০।
২।৩।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-৩৫

সৎ বা শ্রেয়ের প্রতি
যদি কা'রও বিতৃষ্ণা বা বিরক্তি থাকে
এবং তোমার কথাবার্ত্তা,
আচার, ব্যবহার ও অনুচর্য্যা
যদি তা'র অন্তরে
ঐ সৎ বা শ্রেয়ের প্রতি

উৎকণ্ঠ আকুল তৃষ্ণা
ও সুনিষ্ঠ কৃতি-উন্মাদনা
অর্থাৎ সক্রিয় অনুচর্য্যী আবেগের
সৃষ্টি করতে পারে—
তা' যেমন ক'রেই হো'ক,—
তা'ই কিন্তু তোমার ও তার
উন্নতির
সৎ-আশীর্ব্বাদের
পরম অনুশাসন। ৮০৭১।
২।৩।১৯৫৭, রাত ৭টা

দুঃখ-দৈন্য কেন—জান ?
তোমার অভিভাবক,
অনুচর্য্যী পালন-প্রবৃত্তিসম্পন্ন
দরদী বন্ধুবান্ধব,
আত্মীয় বা আশ্রয় যাঁরা,
তাঁদের প্রতি তুমি
শ্রদ্ধানিরতি নিয়ে
হৃদ্য ব্যবহারে
সহনশীল পরিচর্য্যাপ্রবণ
নয় বলেই। ৮০৭২।
২।৩।১৯৫৭, রাত ১০-৪৫

সত্তা-সংরক্ষণী বিধির সহিত
অবস্থার সার্থক সঙ্গতি রেখে
যে চলতে পারে—
সাত্বত ঐতিহ্য ও উপযোগিতাকে
সংরক্ষণ ক'রে,
অসৎ বা অশুভ যা'-কিছুকে
নিরোধ ক'রে, বিনায়িত ক'রে,
ইষ্টানুগ বৈশিষ্ট্যপালী

লোককল্যাণ-নিষ্ঠা নিয়ে,—
মন্দিরত্বের মেরুদণ্ড সেখানেই। ৮০৭৩।
৩।৩।১৯৫৭, বিকাল ৩-২০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

বিহিত বিনয় ও বিনায়ন
বিপর্য্যয়-প্রশমক—
তা' কিন্তু প্রায়শঃই। ৮০৭৪।
৪।৩।১৯৫৭, সকাল ১০-১৫

বৈধী বিনয় ও বিনায়ন
অনেক বিপর্য্যয়কে
নিরুদ্ধ ও প্রশমিত ক'রে থাকে—
এটা ঢেরই দেখা যায় কিন্তু। ৮০৭৫।
৪।৩।১৯৫৭, বিকাল ৩-১০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

অসূয়াবুদ্ধির উপগতি—
তা' যেমনই হোক না কেন,
তা' কিন্তু ক্রূর,
সাত্বত চাহিদার সাথে
তা'র কোন সঙ্গতি নেই-কো ;
ইষ্ট বা শ্রেয়জনে
যারা সেই দৃষ্টি-সম্পন্ন,
সৎ-শ্রদ্ধা সেখানে
নেহাৎই বিপন্ন। ৮০৭৬।
৫।৩।১৯৫৭, বেলা ১১-৪০

ইষ্ট বা শ্রেয়জনে
যা'রা দোষদৃষ্টিসম্পন্ন,

শ্রদ্ধা সেখানে
নেহাৎই বিপন্ন। ৮০৭৭।
৫।৩।১৯৫৭, বেলা ১১-৪১

আত্মপরিচয়কে যা'রা লুকিয়ে চলে,
বিশাল গৌরবময় প্রতিষ্ঠা হ'লেও
তা' মিথ্যারই ছদ্মবেশ,
তাই তা' ম্লান—
বিয়োগান্তক বেদনাপ্রসূ,
আর তা'
সত্তাকে ভাঁড়িয়ে
বীর্য্যেরই উপাসনা,
তাই, তা' প্রতিষ্ঠালুব্ধ মিথ্যাচার। ৮০৭৮।
৫।৩।১৯৫৭, বিকাল ৩-২০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

যে বাদই বল—
তা' সাত্বতবাদই হো'ক,
আর সাম্যবাদই হো'ক,
সবারই লক্ষ্য
অস্তিত্ব ও সত্তাধৃতি
যা'তে আপূরিত হয়,
আপালিত হয়,
স্বস্তিমণ্ডিত হয়
ও শক্তিশালী হয়;
আর, ধর্ম্ম মানেই হ'চ্ছে—
যে চলন বা অনুচর্য্যা
সত্তাকে বা অস্তিত্বকে ধ'রে রাখে। ৮০৭৯।
৫।৩।১৯৫৭, বিকাল ৫-১০

যে তোমাকে কখনও কোন ব্যাপারে
অবজ্ঞা করেছে,
অস্বীকার করেছে,
তোমাতে অসহানুভূতিসম্পন্ন হয়েছে,

তিনি যদি ইষ্ট বা শ্রেয়-প্রেয়
কেউ না হন,

স্মরণ রেখো—
ঐ রকম ব্যাপারে
তা'তে নিজেকে যত
না জড়িয়ে পার,
তাই ভাল ;

শুভানুধ্যায়ী হৃদ্য অনুচর্য্যাপরায়ণ
অনুচলন নিয়েই
চ'লো সেখানে,

আর, দুঃখেকষ্টে, আপদে-বিপদে
তার যতটুকু পার
সাহায্য ক'রো—
তা' পরোক্ষেই হো'ক
বা অপরোক্ষেই হো'ক ;

অযথা আত্মীয়তা
বা বান্ধবতার জগাখিচুড়ী লাগিয়ে
অনভিপ্রেত দাবীতে
পরস্পরকে বিহিত পরিপ্রেক্ষিতে
বোধ করার পথে
প্রতিবন্ধক সৃষ্টি ক'রো না,

তোমার ও তা'র ভিতর
পরিচয় যা'তে
নিবিড় প্রীতিপ্রসূ হ'য়ে ওঠে
তা'র অবকাশ দেওয়াই কিন্তু শ্রেয়। ৮০৮০।
৬।৩।১৯৫৭, সকাল ১০-১৫

যিনি সাত্বত পুরুষ,
তুমি যদি
তাঁর আনুকূল্যে না থাক
বা না হও—
বাস্তবে,
স্বতঃ-সক্রিয়তায়,
তুমি তাঁ'র
অর্থাৎ সত্তার বিরুদ্ধে,
এমন-কি
তুমি তোমারও বিরুদ্ধে। ৪০৮১।
৬।৩।১৯৫৭, বিকাল ৩-৫৪
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

তুমি যদি তোমার মঙ্গল চাও,
যুক্ত-অন্তরে, যোড়করে
তোমার ইষ্ট বা শ্রেয়জনের
মঙ্গল কামনা কর—
বিশ্বদেবের কাছে,
আর, যাতে মঙ্গল হয়,
হাতেকলমে তাইই কর—
তা' কিন্তু সর্ব্বতোভাবে;
তারপর দেখো তোমার পরিবেশকে,
পরিবেশের কেউ যদি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়—
তা'র মঙ্গল-কামনায় প্রার্থনা কর,
আর, এই প্রার্থনার আকুল আবেশে
যাতে সে দুর্দ্দশামুক্ত হয়
তাইই কর—
হাতেকলমে;
তুমি যত এতে সিদ্ধসার্থক হ'য়ে উঠবে,—
মঙ্গলও বরাভয় নিয়ে তোমাকে

মাঙ্গল্য-দীপনায়
বাস্তবতায় আশিস্ বিতরণ করবে—
কৃতি-অভিযান যেখানে যেমনতর
তেমনি,
মনে রেখো—
এর উল্টো চলায়
মিলে থাকে কিন্তু উল্টোই। ৮০৮২।
৬।৩।১৯৫৭, রাত ৯-২৫

তোমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে
যদি কারো দ্বন্দ্ব বা বিরোধ থাকে,
বা কেউ যদি তোমার নিন্দাবাদ করে,—
তুমি কখনও তার নিন্দা
বা বিরুদ্ধবাদ বলতে যেও না—
বিশেষ ক'রে তার পরোক্ষে,
বরং যদি প্রয়োজন হয় ব'লো—
এই কারণে আমি হয়তো তা'র তৃপ্তিপ্রদ
হ'তে পারি নি,
তাই এমনতর বলে;
আর, সতর্কতার সহিত তার অনুকূলেই
যা'-কিছু বলবার ও করবার
ব'লো ও ক'রো;
এমন-কি, তা'র প্রতি অন্যের নিন্দাবাদেও
তুমি প্রতিবাদ করো—
সতর্ক তৎপরতার সহিত;
আর, এমনতরভাবে চল—
সে যেন তোমার চলন-চরিত্রে,
বা আচার, ব্যবহার, কথার ভিতর-দিয়ে
কোনরূপ ছিদ্রই না পায়
তোমার সম্বন্ধে
কোন কুৎসিত ধারণা করবার;

এমনিতরভাবে চলতে চলতেই দেখবে—
তোমার ব্যক্তিত্বের সহিত
তার পরিচয় হ'চ্ছে,
মুখে যা'ই বলুক,
অন্তরে সে তোমাকে
আপনার জন বলেই গ্রহণ করছে ;
এর ভিতর দিয়েই
সে অন্তর-যন্ত্রণা হ'তে রেহাই পাবে,
আর, একদিন তোমাকে নিজের ক'রে পেয়ে
তৃপ্তিলাভ করবে । ৪০৪৩ ।
৬।৩।১৯৫৭, রাত ১০টা

যা'রা স্বার্থপ্রত্যাশা-প্রলুব্ধ—
তারা ধীরচিত্ত বা বুদ্ধিমান ব্যক্তি হ'লেও
তাদের ইষ্টের বা শ্রেয়-প্রেয়ের
অভিপ্রায়-অনুসারী চলন
এস্তামাল হ'য়ে ওঠে না ;
আর, তাঁর প্রতি সন্ধিৎসু দর্শন
মন্থর ব'লে
তা'রা শুভ-সম্পাদনী দায়িত্ব নিয়ে
অনুশীলন-উদ্দীপনায়
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে না ;
তাই, হয়তো অনেকের বুঝে থাকতে পারে,
কিন্তু কাজে ব্যত্যয়ী সংঘটনই
হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ ;
আর, ঐ ইষ্টের বা শ্রেয়-প্রেয়ের
অভিপ্রায়-অনুসারী চলন
যতক্ষণ সন্ধিৎসাপরায়ণ
অনুশীলন-তৎপরতায়
উদাত্ত আগ্রহে ফুটন্ত হ'য়ে না উঠছে,
ততক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যক্তিত্বের বিকাশও

সার্থক সঙ্গতি নিয়ে হওয়া
সুদূরপরাহত । ৮০৮৪ ।
৬।৩।১৯৫৭, রাত ১০-৩০

যেখানে সক্রিয়
আনুকূল্য-অনুবেদনী অনুচর্য্যা নাই,
সেখানে প্রীতিও নাই,
বরং আছে স্বার্থসন্দীপী
আগ্রহ-আতিশয্য,
বিরক্তি-বিড়ম্বনার
ধৃতিকৃপণ অসন্তুষ্টি ;
প্রীতিভঙ্গী সেখানে
স্বার্থসঙ্কুল, মিথ্যা । ৮০৮৫ ।
৭।৩।১৯৫৭, বিকাল ৩-৩৯
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

নারীত্ব যেখানে
সতীত্বে সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
ব্যক্তিত্বকে সুসঙ্গত ক'রে—
নারীত্বের সার্থকতা সেইখানে । ৮০৮৬ ।
৮।৩।১৯৫৭, সকাল ৯টা

আকৃষ্ট ও সক্রিয় তৎপর হ'য়ে
আপূরণী সন্দীপনায়
যেমন তাঁকে অনুসরণ করবে,
তিনিও তেমনই
তোমাকে বরণ করবেন । ৮০৮৭ ।
৮।৩।১৯৫৭, বিকাল ৩-১৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

তুমি খানিক নিজের,
খানিকটা অন্যের,
তা' তোমাকে বিব্রতি-বহুল ফাটলে
বিভক্ত ক'রে
বিকৃত দুঃশীল ক'রে তুলবে,
তাই, তুমি একায়িত হও,
সেই সত্তা-স্বার্থই
তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে ;
লাখ জনের স্বার্থ-চর্য্যা কর,
তাতে কোন ক্ষতি নাই,
যদি ঐ এক সাত্বত স্বার্থে
অর্থান্বিত হও—
দৃঢ়-অন্বয়ী তাৎপর্য্যে । ৮০৮৮ ।
৯।৩।১৯৫৭, বিকাল ৩-১০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

অন্তরের প্রিয়-আপূরণী
সঙ্ঘাত-নন্দনা
যখন অপারগতার কৈফিয়তের
ধার না ধেরে
সম্পাদন-সন্দীপনায় চলতে থাকে—
কর্ম্মনিরতি নিয়ে,
নিষ্পাদনী উল্লোল উৎসাহে,
প্রিয়-অভিপ্রায়-অনুসারিণী তৎপরতায়,
সন্ধিৎসু ত্রস্ত ব্যস্ততার
স্থৈর্য্য-অনুচলনে,—
তাইই হ'চ্ছে সত্তা বা জীবনের
আশীর্ব্বাদ-অনুশীলনা
যা' মানুষকে যুতক্রিয় ক'রে তোলে
সার্থক সঙ্গীত নিয়ে,

আর, এই হ'চ্ছে
কর্ম্মযোগের উচ্ছল তৃপণা। ৪০৮৯।
১০।৩।১৯৫৭, সকাল ৯-২৫

তুমি সর্ব্বতোভাবে
একায়িত হ'য়ে চল—
একেরই সত্তাস্বার্থে
নিজেকে অন্বিত ক'রে,
ঐ তাঁরই উপচয়ী
কর্ম্মনিরতি নিয়ে,
শুভ-সন্ধিৎসু তৎপরতায়,
অভিপ্রায়-অভিসারী
দক্ষ আপূরণা নিয়ে ;
নয়তো, কখনও তুমি তাঁর,
আবার কখনও তুমি তোমার,
তা কিন্তু মুশকিলেরই স্রষ্টা,
দক্ষকুশল তাৎপর্য্যে একায়িত হও,
আর, স্বস্তি-সলীল হ'য়ে এগিয়ে চল। ৪০৯০।
১০।৩।১৯৫৭, বিকাল ৩-২৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

ভবিষ্যতে কী কী আপদ আসতে পারে,
তা'র নিরাকরণই বা কিসে
কী কী উপায়ে সংঘটিত হ'তে পারে,
যথাসম্ভব বিবেচনা ক'রে
তার লওয়াজিমাগুলিকে
যাতে সংগ্রহ ক'রে রাখতে পার,
সব কাজের ভিতরেও
সেদিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখতে
ত্রুটি ক'রো না ;

তা' তোমার পরিবার ও পরিস্থিতির
উপযোগী ক'রে যত রাখতে পার,
ততই ভাল ;
দেখবে—
হয়তো অনেক আগন্তুক আপদ হ'তে
অনেকখানি রেহাই পাবে,
অনেককেই মুক্ত করতে পারবে ;
তোমার সংস্থানের ভিতর
যথাসম্ভব এগুলি ক'রে রাখতে
ভুলো না,
বরং সেগুলিকে সযত্নে রক্ষা ক'রো,
বালাই এড়ানোর
এও একটা প্রস্তুতি কিন্তু। ৮০৯১।
১০।৩।১৯৫৭, বিকাল ৫-৫

প্রয়োজনীয় স্থলে
হৃদ্য অসৎ-নিরোধী অনুচর্য্যা ছাড়া
অকারণ বা স্বল্প কারণে
মানুষের কাজে বা চরিত্রে
টিপ্পনি কাটা ভাল নয়কো ;
কা'রো বিষয়ে কোন কথা বলতে গেলে
যথাসম্ভব সৌজন্যের সহিত ব'লো,
যা'তে অন্যের কাছে
তা'র বিষয় যা' বলছ,—
সেও যদি তা' শোনে—
সুখী ছাড়া দুঃখিত হওয়ার সম্ভাবনা
যেন তার না থাকে ;
এমনি ক'রে চলা—
এ-ও একটা জঞ্জাল এড়ানোর টোটকা পন্থা,
এতে বরং তৃপ্তি পাবে,
মানসিক বিরক্তি

বা খোঁচা খাওয়ার হাত হ'তে
অনেকটা রেহাই পেয়ে চলতে পারবে। ৮০৯২।
১০।৩।১৯৫৭, বিকাল ৫-১৫

চাও তো চল,
আর পেতে হয়
যেমন যেমন ক'রে,
তাই-ই কর,
আর এমনি ক'রেই পেতে হয় ;
আবার, বলতেই যদি হয়,
বল—
হৃদ্য আচারে
সাত্বত ভঙ্গীতে,
যাতে দরদহারাও
তাতে মুগ্ধ হয়,
উল্লসিত শুভক্রিয় হ'য়ে ওঠে ;
—তবে তো! ৮০৯৩।
১১।৩।১৯৫৭, বিকাল ৩-৩০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
আর, ঐ পরায়ণতা নিয়েই
সবাইকে এমনভাবে সেবা কর,
যেন তাদের অন্তরে
ইষ্টসেবার উদাত্ত আরতি
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে
প্রত্যক্ষ প্রদীপনায়
ইষ্টসেবা-নিরতি নিয়ে
সক্রিয় হ'য়ে ওঠে—
তাঁর স্বস্তি ও শুভ অভিপ্রায়ের
পূত পরিচর্য্যায়,

আর, এই হ'চ্ছে ভজন বা সেবার
বাস্তব তুক বা মরকোচ। ৮০৯৪।
১৩।৩।১৯৫৭, বেলা ১০-৪৫

লোকে সাধারণতঃ
নিজের অদৃষ্ট বা ভাগ্যকে
বিড়ম্বিত বা সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তোলে—
তার কথা ও কাজের
সুষ্ঠু বা অপ-ব্যবহারে। ৮০৯৫।
১৩।৩।১৯৫৭, বিকাল ৩-৩০

যতদিন প্রেয়-অভিপ্রায়ানুসারী
শুভপ্রসূ চিন্তা ও চলন
তোমার জীবন-সংস্থায়
সংস্থ হ'য়ে না উঠছে,
ততদিন তোমার প্রীতি
প্রবৃত্তিরই প্ররোচনা-মাত্র,
প্রবৃত্তির পঙ্কিল অঙ্কেই
তা' শায়িত,
সে-প্রীতি তোমার
জীবন-চোয়ান নয়কো,
জীবনীয় অর্থাৎ সাত্বত নয়কো। ৮০৯৬।
১৩।৩।১৯৫৭, রাত ১১-৩২

ইষ্টীপূত শ্রেয়নিষ্ঠ হও,
তোমার চিন্তা, চলা-বলার সাথে
সব করাগুলি
কল্যাণ-হোম-নিষ্যন্দী হো'ক,
যতটুকু তোমাতে সম্ভব
সবার সঙ্গে ভাল কথা বল—
তা' নিন্দাবাদ-শূন্য ক'রে ;

আর, করও ভাল—
যা'তে সবাই তৃপ্ত পায়
পুষ্টির পথে চ'লে—
অসৎ যা'-কিছুর হৃদ্য নিরোধে। ৮০৯৭।
১৫।৩।১৯৫৭, বিকাল ৩-৫২
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

বেকুব যা'রা—
তা'রাই দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন,
আত্মম্ভরি দাম্ভিক আত্মগৌরবকেই
তা'রা গৌরব ব'লে মনে করে,
আর, চতুর যা'রা—
তা'রা সাত্বত বুদ্ধি-সম্পন্ন,
লোকের দরদী,
অনুকম্পাশীল
ও প্রীতিপূর্ণ আপ্যায়নী অনুচর্য্যাপরায়ণই
হ'য়ে থাকে স্বভাবতঃ। ৮০৯৮।
১৫।৩।১৯৫৭, বিকাল ৪-৩০

সত্তা ও প্রজননীতিকে
উৎক্রমণশীল না রেখে,
ব্যত্যস্ত ও বিব্রত ক'রে
যা'রা প্রবর্দ্ধনের উপাসনা করে,
ঐ আসুরিক দম্ভ-দীর্ণ অনুশাসনই
তাদের নিঃশেষ হওয়ার
মূল কারণ হ'য়ে ওঠে—
উচ্ছৃঙ্খল অবোধ দাম্ভিকতার
বিষাক্ত বিপর্য্যয়
ছিটিয়ে ছিটিয়ে। ৮০৯৯।
১৫।৩।১৯৫৭, রাত ৯-১০

কৃষ্টি যদি সত্তায় সংহত না হয়,
সার্থক অন্বিত তাৎপর্য্যে,
সাত্বত বর্দ্ধনায়,
বাস্তবে,—
তা' কিন্তু অনাসৃষ্টিরই
কুৎসিত বর্ষণ । ৮১০০ ।
১৫।৩।১৯৫৭, রাত ৯-১৫

পরিবার যদি
সাত্বত আচার-পরিস্রবা না হয়,
সমীচীন বংশমর্য্যাদা ও ঐতিহ্যকে
অবদলিত করে,
পাণ্ডিত্য যতই কঠোর হো'ক না,
আর, কৃষ্টি যতই ধুরন্ধর হো'ক না কেন,
তা' কিন্তু অসৎ-বর্ষণার
দুর্দ্ধর্ষ অলক্ষণ,
সাত্বত সন্দীপনা সেখানে
জাহান্নমের পথে । ৮১০১ ।
১৫।৩।১৯৫৭, রাত ৯-২০

যা'রা দায়িত্বশীল লাগোয়া হ'য়ে
কোন-কিছুর সমাধান করতে পারে না,
অথচ অন্যের কুৎসিত সমালোচনা করে,
ঐ সমালোচনাই
তাদের নিজেদের চরিত্র সম্বন্ধে
আলোচনা ক'রে থাকে—
বাস্তব ব্যবহারে ;
তাই পার তো
কা'র কতটুকু
শুভস্ফুরণী আকৃতি ও কর্ম্ম আছে—
খুঁজে পেতে বের কর,

আর, তা'ই দিয়েই তাকে আপ্যায়িত কর,
নয়তো, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে
যদি বিষিয়ে তোল,
পরিবেশও তোমাকে
বিষাক্ত ক'রে তুলবে,
অপদস্থ করবে। ৮১০২।
১৫।৩।১৯৫৭, রাত ৯-৪০

যা' যে পারে না,—
তা'র ঘাড়ে তা' চাপিয়ে দিয়ে
মজা দেখতে যেও না,
আর, কুৎসিত সমালোচনায়
তাকে ঘাবড়েও দিও না ;
তোমার অপারগতা
তোমাকেও কিন্তু রেহাই দেয় না—
মনে রেখো ;
তাই, প্রচেষ্টার ভিতর-দিয়ে
পারগতায় সুপ্রতিষ্ঠ হও,
আর, অন্যকেও
অমনতর হ'তে সাহায্য কর। ৮১০৩।
১৫।৩।১৯৫৭, রাত ৯-৫৫

রাজনীতি যখন
কল্যাণ-পরিস্রবা
ইষ্টনিষ্ঠ জীবনীয়
পালন-পোষণ ও পূরণী অনুচর্য্যার
স্বস্তি-আরাধনায় বিরত হ'য়ে
ধাপ্পাবাজী নকল প্রত্যাশায়
মানুষকে বিভ্রান্ত ক'রে তোলে—
স্বার্থগৃধ্নু ক্ষমতালিপ্সায়,—

তখনই হয় তা'র অন্তর্ধান,
আসে দানবীয় দৌরাত্ম্য। ৮১০৪।
১৫।৩।১৯৫৭, রাত ১০টা

নমস্তে মানে—
যে-তুমি আমার আমিকে
বোধায়িত কর,
সেই তোমাতে আমি আনত হই,
নমস্কার করি ;
আর, 'নমোঽস্ত্যে' মানে
অস্তিত্বতে আমি আনত হই,
নমস্কার করি,
প্রণত হই,
প্রণাম করি,
যে-অস্তিত্ব স্বতঃ-সন্দীপ্ত হ'য়ে
জাগ্রত চেতনায়
প্রত্যেককে জীবন-চেতনায়
সজাগ করে রেখেছে ;
তাই বল—'নমোঽস্ত্যে',
আর, আপ্যায়ন-সৌজন্যে
অন্তর-বোধনায়
আগ্রহদীপ্ত অন্তরে
প্রীতিচর্য্যায় নিরত হ'য়ে চল—
কল্যাণ-পরিস্রবা হ'য়ে ;
আনত হও,
অনুচর্য্যানিরত হও,
'চিরজীবী হও'—এই কামনায়
সক্রিয় সেবা-তৎপরতায়
প্রতিটি অস্তিত্বে
তাঁরই উপাসনা কর—

প্রত্যেকেই প্রত্যেককে নিয়ে
বাস্তব ব্যাপনায় ;
আর, স্বস্তি, আয়ু ও নন্দনাকে
উপভোগ ক'রে
সম্বর্দ্ধিত হও ;
তাই আবার বল—
'নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়,
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়' ॥ ৮১০৫ ।
১৬।৩।১৯৫৭, সকাল ১০-১৫

যে গুণ বা যা'র গুণগুলি
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
অন্বিত তাৎপর্য্যে
বিনায়িত শৃঙ্খলায়
চরিত্রকে অনুরঞ্জিত ক'রে
সাত্ত্বিক সংস্থিতিতে
সংস্থ হ'য়ে ওঠে—
বিশেষ বৈশিষ্ট্যে
সক্রিয় বোধনব্যাপনী চাতুর্য্যে,
তাকে পাওয়া বা তৎপ্রাপ্তি
অমনতরভাবেই
জীবনে সংগঠিত হ'য়ে ওঠে,
আর, প্রাপ্তি ঐই। ৮১০৬ ।
১৬।৩।১৯৫৭, বেলা ১১-২

আবার বলি শোন—
আশীর্ব্বাদ কথার মানেই হ'চ্ছে
অনুশাসনবাদ,
আর, তা'র তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—

যে-কাজ যেমন ক'রে যে-ভঙ্গিমায়
যে-চলনে অর্থাৎ আচার-ব্যবহারে
করতে পারলে
তা' সুনিষ্পন্ন হয়,
সমীচীনভাবে তা' করা ;

তুমি যদি
বিহিত আত্মবিনায়নার সহিত
সৌষ্ঠব-অন্বয়ী অনুবেদনা নিয়ে
তা' না কর—
তুমি আশীর্ব্বাদকে
ব্যার্থ ক'রে তুলবে,
আশীর্ব্বাদ সাফল্যমণ্ডিত হবে না ;
তাই, প্রাজ্ঞ গুরুজনের
আশীর্ব্বাদ নেওয়ার প্রথা
সমাজে প্রচলিত ;

আশীর্ব্বাদকে ব্যর্থ ক'রো না,
সাফল্যের জন্য
সব দিক দিয়ে
যখন যেমন যা' করতে হয়,
নির্ব্বিরোধ প্রীতি-উন্মাদনার সহিত
তা' নিষ্পন্ন ক'রে চ'লো,—
আশীর্ব্বাদ তোমাতে
শুভপ্রসূ হ'য়ে উঠবে ;

যা'তে মানুষের ব্যক্তিত্ব
প্রীতি-পরিচর্য্যায়
পারস্পরিক সুশৃঙ্খলায়
বিনায়িত হ'য়ে ওঠে—
তা' না ক'রে
আশীর্ব্বাদের দোহাই
অর্থাৎ ক্লীব পরিচর্য্যা
তোমাকে কৃতিমণ্ডিত

ক'রে তুলবে না কিছুতে ;
তাই বলি—
আশীর্ব্বাদ লও,
ওঠ,
জাগো,
বরেণ্য যিনি,
তাঁতে নিবদ্ধ হও। ৮১০৭।
১৭।৩।১৯৫৭, রাত ৮-২০

যখনই দেখলে
আচার্য্যনিদেশ পরিপালন করতে
পারলে না—
সুষ্ঠু নিষ্পন্নতায়,
কিংবা হৈহল্লার ভিতর-দিয়ে
তা' হ'য়ে উঠল না,
বুঝে নিও—
যেমন ক'রেই হো'ক,
ঐ নিষ্পন্ন না-করার পিছনে আছে
প্রবৃত্তি-পরিপোষণী স্বার্থ-প্রলোভন—
যা' আগ্রহ, চেষ্টা ও উৎসর্গ-প্রবৃত্তিকে
শ্লথ ক'রে তোলে,
এবং তা' যত বেশী হ'তে থাকবে,
বুঝে নিও—
তুমি বা তোমাদের আগ্রহ-নৈপুণ্য,
দক্ষ আচার-ব্যবহার বা চলনও
তেমনি শ্লথ হ'য়ে
বিচ্ছিন্নতায়
একটা আপশোষের হতাশ নিঃশ্বাস নিয়ে
অকৃতকার্য্যতাকে অনিবার্য্য ক'রে তুলবে,
নিজেও নষ্ট হবে,
সঙ্গে সঙ্গে যা'রা এমনতর চলনে

চলতে থাকবে,
তাদের জাহান্নমের পথও
পরিচ্ছন্ন করতে থাকবে ;
যদিও ঠেকেই শিখতে হয়,
কিন্তু অনবধানতা
বা আগ্রহ-শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দিয়ে
কিংবা কর্ম্মপ্রস্তুতি
ও দুর্দ্দান্ত নিষ্পাদনী আগ্রহকে
জলাঞ্জলি দিয়ে চললে
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টেরই উপাসনায়
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে
নিয়োজিত হ'তে বাধ্য হবে ;
তাই বলি—
বাঁচাবাড়াই যদি লক্ষ্য হয়,
স্বস্তি ও শুভ-তৎপরতাই
যদি তোমার কাম্য হয়,
এখনও সাবধান । ৮১০৮ ।
১৭।৩।১৯৫৭, রাত ১০-৫

তুমি সাত্বতধর্ম্মী হও,
সাত্বত ধৃতি
তোমার উপাসনার বস্তু হ'য়ে উঠুক ;
ঐ ধৃতির উপায়,
নীতি, চলন-বলনগুলি
নিত্যকর্ম্ম হ'য়ে উঠুক তোমার—
শ্রদ্ধা-অন্বিত অনুনয়নে ;
প্রতিটি পরিবেশের
জীবন ও আয়ুর আয়ুধই হ'য়ে উঠুক
তোমার যাজন-প্রদীপ,
কথায়, আচারে, ব্যবহারে
শ্রদ্ধা-উৎসারিত অনুনয়নী উৎসারণাই

হ'য়ে উঠুক তোমার যাজন-জীবন ;

কৃতিমুখর তর্পণায়
প্রত্যেককে ক্রিয়া-তৎপর
তর্পিত ক'রে তোল ;

সত্তা-সম্বন্ধীয় যা'-কিছু
তা'ই কিন্তু সাত্বত,
সত্তার অন্তরপুরুষই হ'চ্ছেন
জীবনপুরুষ,
আর, তাঁর ভর্গ-অভিব্যক্তিই হ'চ্ছে
চেতনা, শক্তি, জীবনচলনা,
তিনি স্বীয় আধিপত্যবলে
প্রত্যেক জীবনকে
ধারণ-পালনায়
পরিচালিত ও পরিপোষিত করেন ব'লে
সবাই তাঁকে ঈশ্বর বলে থাকে ;

তাই, সার্থক সুসঙ্গত
সুবিনায়িত সম্যক সাত্বত চলনই হ'চ্ছে
জীবনচর্য্যার চরণপূজা
অর্থাৎ চলনপূজা ;

আর, পূজা মানেই হ'চ্ছে
সুক্রিয় আয়োজনে
সম্বর্দ্ধনাকে বাস্তবায়িত ক'রে তোলা ;

তাই, ধৃতির উপাসনা কর,
অজচ্ছল আয়ুর অধিকারী হ'য়ে
সার্থকতায়
সবাইকে সার্থক ক'রে তোল—
সুনিষ্ঠ, সশ্রদ্ধ, সক্রিয়
প্রীতি-পরিস্রবা শুভ পরিবেষণে ;

তোমাদের জীবন জয়যুক্ত হো'ক—
অসৎকে সুবিনায়িত অনুশাসনে

নিরোধ ক'রে
ও তার উপযুক্ত ব্যবহারে । ৮১০৯ ।
১৮।৩।১৯৫৭, রাত ৭-৫০

তুমি মজুরই হও,
আর বাবুই হও,
নিষ্ঠানীতির সহিত
কৃতিনিপুণ নিষ্পন্নতাকে যদি
পরিহার কর,
ছন্ন বা অলস চলনে যদি
চলতে থাক,
তুমি মানুষের কিস্মতই হারাবে। ৮১১০ ।
১৯।৩।১৯৫৭, সকাল ৯-৩০

আমাদের পিতামাতার
সাত্বত কৃষ্টি ও ঐতিহ্য
যা' আমাদের জৈবী-কোষকে
বিনায়িত ক'রে
তদনুগ সংস্কৃতি ও সংস্কারের
অধিকারী ক'রে তোলে—
নিজেদের ঐ কৃষ্টি-অনুসারী
অনুচলনের ভিতর-দিয়ে,
ব্যক্তিত্বের মুগ্ধ অভিনিবেশে,
সাধন-সিদ্ধান্তের ভিতর-দিয়ে,—
তাইই তো আমাদের
সাত্বত সংস্থিতির জীবন-সংস্থা,
যা' প্রত্যেকের বিধানকে
বিনায়িত ক'রে চলে—
শুভ সৌন্দর্য্যে,
অসৎ নিরোধী-তৎপর অনুচলনের ভিতর-দিয়ে,
—প্রীতিপ্রবল অনুচর্য্যায়

নিষ্ঠাকঠোর অনুনয়নে
প্রবৃত্তির সু বা কু-কে নির্দ্ধারিত ক'রে
জীবনকে উপযুক্ত ক'রে তোলে ;
তাই, কৃষ্টি, ঐতিহ্য
ও ইষ্টানুগ অনুচলনকে
সংস্থিতির শুভ-পরিপোষণী
ক'রে চলতে থাক,—
যা'তে সংবৃদ্ধ হ'তে পার
সব দিক দিয়ে। ৮১১১।
১৯।৩।১৯৫৭, বেলা ১০-৪১

সাত্বতবাদই সাম্যবাদ—
সবারই বাদ—
তা জীবমাত্রেরই,
সত্তা-সাম্যে আগ্রহ সবারই,
সবাই অন্তরাসী তাতে,
সত্তাই জীবনের উৎস,
আর, বাঁচাবাড়াই হ'চ্ছে
তা'র প্রতিপাদ্য বিষয়,
আর, তাই-ই কৃষ্টি,
আবার, এই অস্তিবৃদ্ধির অবস্থা
যেমন বিনায়িত,
তা'র নিয়তিও তেমন,
তাই, নারায়ণীয় অর্থাৎ সম্বর্দ্ধনার ধর্ম্ম তা',
এই সত্তার বিহিত বিদ্যমানতার উপরই
জীবনীয় ধৃতি। ৮১১২।
১৯।৩।১৯৫৭, বিকাল ৪-১৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

আপ্যায়নী অনুচর্য্যা
যাদের সহজস্ফূর্ত্ত নয়,

তিরস্কার যাদের
হৃদ্য প্রীতি-অভিষিক্ত নয়,—
দাম্ভিক ঔদ্ধত্যই
সেখানে বসবাস করে ;
আর, তাদের যা'রা মেনে চলে
মৌতাতী চলন নিয়ে,
খাতির-মৌরত সেখানেই যাদের,—
ওইই পরিচয় তাদের
কেমন তারা। ৮১১৩।
২০।৩।১৯৫৭, বিকাল ৩-৪৭
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

যা'রা কা'রো
বা কোন দেশের প্রসিদ্ধি শুনে
তারই নকল বা অনুকরণ ক'রে
নিজেকে প্রসিদ্ধ ক'রে তুলতে চায়,
নিজের ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে
সুবিনায়িত না ক'রে
ঐ অন্য ছাঁচে সেইরকম ভাবে
নিজেকে মূর্ত্ত ক'রে
সেই চলনে চলার উদগ্র আগ্রহ নিয়ে চলে,
ঠিক বুঝো—
নকল করবার দাম্ভিক আকাঙ্ক্ষা
সেখানে প্রবল,
বোধ-তাৎপর্য্য সেখানে দুর্ব্বল ;
তাই, তা'রা
বড় জোর দাড়ী-মানুষ হ'তে পারে,
মাঝি বা কাণ্ডারী হ'তে পারে না ;
বুঝেসুঝে
নিজেদের স্বতঃস্রোতা কৃষ্টিধারাকে
বদল না ক'রে

বিনায়িত কর—
বিহিত তাৎপর্য্যে,
তাতে তুমিও উন্নতিতে উত্তীর্ণ হবে,
আর, বিদ্যা ও কুশলকৌশলী তৎপরতায়
সমাজ ও দেশকেও
উদ্ভিন্ন ক'রে তুলতে পারবে—
সুবিনায়িত স্বতঃ-সৌন্দর্য্যে ;
নয়তো বিক্ষুব্ধ বিক্ষিপ্ততায়
ছিন্নভিন্ন হ'য়ে
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকে
সংঘাত হানা ছাড়া
পথই থাকবে না,
তুমি হবে কালের কুটিল গ্রাস ;
তাই আবার বলি—
অন্য বৈশিষ্ট্যের ছাঁচে
নিজেকে ঢালতে যেও না,
তাতে নিজের কাঠামোশুদ্ধ হারাবে ;
বরং নিজের বৈশিষ্ট্যকে
বিনায়িত ক'রে
উৎকর্ষ-উদ্দীপ্ত ক'রে তোল—
কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সুবিনায়ন-তৎপরতায়,
পরিবার-পারিপার্শ্বিককে
তেমনি ক'রেই
স্বীয় ঐতিহ্যে উৎকীর্ণ ক'রে তোল,
শক্তির অধিকারী হবে । ৮১১৪ ।
২০।৩।১৯৫৭, বিকাল ৪-২৫

সাত্বত অনুচলনই সাম্যবাদ—
বিশেষতঃ মানুষ
যখন তার সব প্রবৃত্তি নিয়ে
সত্তা-পরিচর্য্যা-নিরত হয়,

নিজেরই মতন ক'রে
অন্যকেও পরিচর্য্যা করে,
ঐ বহু বৈশিষ্ট্যের একায়িত
সাম্য-অনুচলনই
পারস্পরিক নিবন্ধনার ভিতর-দিয়ে
একায়িত পূতস্রোতা হ'য়ে ওঠে,
তাতেই হ'য়ে থাকে
সংঘ-নিবন্ধনী সাম্যের দ্যোতনা ;
তাই, চাই আদর্শনিষ্ঠ একায়িত
সত্তাপোষণী অনুচলন,
সুক্রিয়, তৎপর পারস্পরিক অনুচর্য্যা ;
আরো চাই
আদর্শনিষ্ঠ নিদেশবাহিতা,
বিহিত প্রস্তুতিপ্রবণ অনুচলন,
পারস্পরিক অনুবেদনশীল আত্মমর্য্যাদা,
ও বিধিবিনায়িত বৈশিষ্ট্যপোষণী বিবাহ ও সুপ্রজনন,—
এর ভিতর দিয়েই
উন্নতির অভ্যুত্থান হ'য়ে থাকে ;
জনগণ যেখানে
নিষ্ঠাতৎপর অনুরঞ্জনায়
সক্রিয় অনুচলনে চলে—
আদর্শ-নিদেশবাহী হ'য়ে
পারস্পরিক অনুবন্ধনে,—
তা'কে দেশ বলে ;
সমাজতন্ত্র সেখানে স্বতঃই
অভ্যুদয়প্রবণ হ'য়ে ওঠে,
নানা বাদ সেখানে কোন
বিবাদের সৃষ্টি করতে পারে না। ৮১১৫।
২০।৩।১৯৫৭, বিকাল ৪-৪০

দেশে শাস্তি বা দণ্ড-কেন্দ্র
সৃষ্টি করতে যেও না,
বরং যা'রা শিক্ষিত নয়,
যাদের আত্মনিয়মনী প্রবোধনা নেই,
তাদের জন্য
দান্তির শিক্ষাকেন্দ্র সৃষ্টি কর। ৮১১৬।
২০।৩।১৯৫৭, বিকাল ৪-৪৫

সাত্বতই হো'ক আর যাই হো'ক,
যে চাহিদার আকাঙ্ক্ষায়
বা উপাসনায়
যা' করবে উদাত্ত আগ্রহে
সার্থক সঙ্গীত নিয়ে,
তাই তা'র কৃষ্টি,
আর, তা' যেমন যত
জীবন বা সত্তায় বিনায়িত হ'য়ে
বিধানকে সংহত বা সজ্জিত ক'রে তুলবে—
অভ্যাসের মারফতে,—
তাই হবে সংস্কার,
ক্রম-নিয়মনে যা' সন্তান-সন্ততিতেও
ফুটে উঠতে থাকবে
উপযুক্ত উপগতির ভিতর-দিয়ে ;
আর, এই সংস্কার-বোধনার ভিতর-দিয়েই
পূর্ব্বজীবন-তথ্য উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে থাকে। ৮১১৭।
২১।৩।১৯৫৭, বিকাল ৩-৪০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

কেউ যদি নিজের স্বার্থচাহিদায়
বা পাওয়ার প্রলোভনে
তোমাকে ভালবাসা
বা আপ্যায়ন-সৌজন্য দেখিয়ে চলে,

তাতে আস্থা রেখো না,
বিশ্বাস স্থাপন করো না,
কারণ, তা'র স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে
সে যে-কোন মুহূর্ত্তে
তোমাকে ত্যাগ করতে পারে,
তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারে ;
কিন্তু না-পাওয়া, না-দেওয়া সত্ত্বেও
অন্তরাগ্রহের সহিত
যে তোমাকে দেয়,
তোমার স্বস্তির জন্য করে,
তোমার মঙ্গলই যা'র স্বার্থ,—
এমনতর ব্যক্তি আস্থাস্থল কিনা
বিনিয়ে দেখতে পার,
সার্থকতা মিলতেও পারে হয়তো। ৮১১৮।
২১।৩।১৯৫৭, রাত ৮-২১

যা'রা নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য,
নেওয়া বা পাওয়ার জন্য
প্রীতির বাহানা করে—
তাদের প্রীতি ঐ প্রলোভনেই,
যা' থেকে পায় তাতে নয় কিন্তু,
তাই, তা'রা তা'র অবস্থা
ও প্রয়োজন বা চাহিদা
বুঝতেও পারে না,
বুঝবার আকাঙ্ক্ষাও কম,
তাই সন্ধিৎসাও স্বার্থক্লিষ্ট ;
তাদের যতটুকু পার সাহায্য ক'রো,
কিন্তু বেশ সাবধানে,
নির্ভর, আস্থা বা বিশ্বাস রেখো না। ৮১১৯।
২২।৩।১৯৫৭, বিকাল ৩-২৬
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

তুমি মানুষের তৃপ্তিপ্রদ হও,
শুভপ্রদ হ'য়ে ওঠ—
ইষ্টানুগ কল্যাণস্রোতা অনুচলনে,
তোমার বাক্য, ব্যবহার, অনুচর্য্যা
যেন সবাইকে নন্দিত ক'রে চলে,
কারও অশুভ বা অতৃপ্তিজনক
বাক্য, ব্যবহার
বা অবজ্ঞাসূচক যথাসম্ভব কিছুই
করতে যেও না,
তোমার সান্নিধ্য পেয়ে
উৎফুল্ল হ'য়ে উঠুক সবাই,
তোমার সাত্বতবার্ত্তায়
মুগ্ধ হ'য়ে উঠুক,
আর, সক্রিয় মুগ্ধ আমোদে
এমনতর অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে উঠুক
যাতে তা'রা নিজেরাও ভাল থাকে—
আবার, অন্যকেও স্বস্তি-সম্পন্ন
ক'রে তুলতে পারে ;
নিজের দম্ভ, অভিমান ও আত্মগৌরবের
প্রশ্রয় দিও না,
সবার কাছে ছোট হ'য়েই থেকো,
আর, আচরণে গৌরবমণ্ডিত হ'য়ো ;
এই সিদ্ধান্ত
অন্তঃকরণে অটুটভাবে এঁটে নাও,
আর, তেমনি ক'রে চল—
ভেবেচিন্তে ;
বিহিত অনুকম্পার সহিত
তোমার বাক্য, ব্যবহার
ও অনুচর্য্যী আচরণগুলিকে
অমনি ক'রে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল ;
অন্ততঃ এতটুকুতেও অভ্যস্ত হও,

তুমিও সুখী হবে,
অন্যেও সুখী হ'য়ে উঠবে
তোমার সান্নিধ্য পেয়ে । ৮১২০ ।
২৩।৩।১৯৫৭, বেলা ১১-১০

সবার সাথেই
শুভপ্রসূ তৃপ্তিপ্রদ বাক্য ও ব্যবহার করতে
ভুলো না—
এমন-কি, অসৎ-নিরোধের বেলাতেও ;
ঘৃণা যদি কিছু থাকে,
তা' পাপে—
পাপীতে নয় কিন্তু ;
সত্তাকে সুস্থ রাখ, সম্বৃদ্ধ কর,
অসুস্থকর যা' সেগুলিকে চিনে রেখ,
আর, সুস্থির ব্যাপারে
কখন কেমন ক'রে তা' খাটাতে হয়,
তা'র কায়দা-কসরতও ঠিক ক'রে রেখো । ৮১২১ ।
২৩।৩।১৯৫৭, বিকাল ৪-৪৮
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

ইষ্টনিষ্ঠ হও—
কল্যাণস্রোতা হ'য়ে,
আপ্রাণ প্রাণন-প্রস্রবণে
নিরলস আত্মানুশাসনে,
শুভ-সম্বর্দ্ধনী সাত্বত আচরণই
তোমার দৈনন্দিন তপশ্চলন হো'ক,
তোমার সৎ-সাহচর্য্যে
সবাই সক্রিয় ও ফুল্ল হ'য়ে চলুক,
পাপে আঘাত হান,
পাপাক্রান্তকে সুস্থ ক'রে তোল,
লোক-রাখাল হও,

সন্ধিৎসু হ'য়ে দেখ ও কর—
কেউ যেন নষ্ট না পায়। ৮১২২।
২৪।৩।১৯৫৭, বিকাল ৪-১৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

সমাজ মানেই একসঙ্গে চলা—
ইষ্টানুগ অনুচলনে
অর্থাৎ আদর্শ-অনুগ অনুচলনে,
কল্যাণকর্ম্মে,
সম্বর্দ্ধনার পথে;
তা'র মানেই হ'চ্ছে কৃষ্টিচর্য্যায়
নিজেকে বা নিজদিগকে
নিয়োজিত ক'রে চলা—
বৈশিষ্ট্যানুগ বর্ণ ও বর্গের
পর্য্যায়ী ক্রমে,
যা'তে প্রত্যেকটি বিশেষ
কৃষ্টির পথে
সব কিছুর বিধায়নী সংহতি নিয়ে
চলতে পারে—
পারস্পরিক আদর্শানুগ প্রীতিবন্ধনে,
পরস্পরের পোষণ-বর্দ্ধনার
অনুক্রমণী তৎপরতায়;
আর, কৃষ্টি হ'চ্ছে
বৈশিষ্ট্যানুগ সাত্বততপা অনুচলনে চলা,—
ঐ চলন আয়ত্ত ক'রে
ও তাতে অভ্যস্ত হ'য়ে
নিজেদের সাত্বত সম্বর্দ্ধনায়
অর্থাৎ সত্তা-সম্বর্দ্ধনায়
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলা,
যা'র ফলে, বিশেষের
বিশেষ অভিব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও

ইষ্টীভূত নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
কৃষ্টি-অনুচর্য্যায়
সহজ সাম্যের অভ্যুত্থান হ'য়ে ওঠে ;
আর, সাম্য মানেই হ'চ্ছে—
যার যেমনতর বৈশিষ্ট্য
বা যে-গুচ্ছের যেমনতর বৈশিষ্ট্য
তদনুপাতিক অনুচর্য্যায়
তাকে সম্বৃদ্ধ করে চলা,
—সর্ব্বতোভাবে একজনের মত
আর একজন হওয়া নয়কো,
একের বর্দ্ধনাকে অনুসরণ ক'রে
অন্যের বৈশিষ্ট্যমাফিক তাকেও
সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলা ;
কৃষ্টি মানেই করা,
ক'রে চলা,
ক'রে হওয়া,
ক'রে পাওয়া—
প্রত্যেকের মত প্রত্যেকে,
একায়িত অনুবেদনা নিয়ে ;—
বহু রকমারি ফুলের
যেন একটি মালা,
যা' জীবন ও বর্দ্ধনার ভিতর-দিয়ে
আমরা অঞ্জলি দিয়ে সার্থক হই
ঐ ইষ্টে বা আদর্শে ;—
যার ফলে
প্রত্যেকটি বিশেষ বিশেষ হ'য়েও
ঐ ইষ্ট বা আদর্শানুবন্ধনে
অনুবন্ধ হ'য়ে
পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে উঠে থাকে—
প্রত্যেকের অন্তর-ঐশ্বর্য্যকে
তা'র বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী

বর্দ্ধনী অনুচর্য্যায় নিয়োজিত ক'রে ;
আর, এই বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়ে
সাত্বত অনুচর্য্যা করবে কি ক'রে ?
—তা' প্রকৃতিবিরুদ্ধ ;
তাই, আমি যা' বুঝি—
এই বৈশিষ্ট্যসমন্বিত সাত্বত বিধানকেই বলে
সমাজতন্ত্র,
আর, সাত্বত কথার মানেই হ'চ্ছে
সত্তা-সম্বন্ধীয় ;
যতক্ষণ পর্য্যন্ত আদর্শনিষ্ঠার ভিতর-দিয়ে
প্রত্যেকের স্বার্থকে প্রত্যেকে
সম্বৃদ্ধ ক'রে না তুলতে পারছ—
বৈধী নিয়মনের ভিতর-দিয়ে
সাত্বিক সংস্থিতি ও সুপ্রজননকে
সুষ্ঠুতর ক'রে,—
সমাজতন্ত্র তখনও
তান্ত্রিক ঐশ্বর্য্যে
উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে নি ;
আর, এই অনুচলনে
যেখানে যেমন ক'রে যা' করতে হয়,
সাত্বত সম্বর্দ্ধনার জন্য
তা'ই ক'রে চলা,—
এইতো আমি বুঝি—
সমাজতন্ত্রের চুম্বক কাঠামোর অভিব্যক্তি ;
আর, এই হ'ল
আর্য্য গণ-সাম্য
বা সমাজতান্ত্রিক সংসদের রূপ । ৮১২৩ ।
২৪।৩।১৯৫৭, রাত ৮-৪০

যা'রা
সাত্বত সেবানুচর্য্যা-বিরত হ'য়েও

অর্থাৎ পারিবেশিক শুভ পরিচর্য্যায় স্বার্থ ত্যাগ
ও বিহিত প্রচেষ্টা-বিহীন হ'য়েও
অন্যকে প্রলুব্ধ ক'রে দল ভারী করতে
নানাপ্রকার ভেক গ্রহণ ক'রে
অলস অপকৃষ্ট উন্মাদনা নিয়ে
বেকুব ঠগবাজির মাধ্যমে
ভাঁওতাবাজ উপদেষ্টা
বা সজ্জনের সুরে বলে—
'বেশ শান্তিতে আছি,
আনন্দেই দিন কাটছে'—
যদিও শান্তি বা আনন্দের তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে
সুকেন্দ্রিক প্রস্বস্তিমাখা
সার্থক অন্বিত সঙ্গতির
পূর্ণ তর্‌তরে চলন—
যা' তাদের আদৌ নেইকো ;—
—তা'রা পাপী তো বটেই,
শাতনের নারকীয় দূত । ৮১২৪ ।
২৫।৩।১৯৫৭, রাত ১১-৫৩

ধৃতিপরিচর্য্যার ক্ষমতাই
যদি না থাকল,
তবে ধর্ম্ম কোথায় ? ৮১২৫ ।
২৬।৩।১৯৫৭, সকাল ৯-৫

তুমি এড়াতে পার না
তাকে ততখানি
তেমনতর,
যাতে তুমি যতখানি
ব্যাপৃত
যেমনতরভাবে। ৮১২৬ ।
২৬।৩।১৯৫৭, বিকাল ৩-৪৪
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

কথা, কার্য্য ও ব্যবহারের সাথে
যেখানে যত গরমিল,
নির্ভরযোগ্যও তা' তত কম। ৮১২৭।
২৬।৩।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৫-৪০

তোমার শোনা, বোঝা ও করা যেগুলি
সেগুলিকে করার ভিতর দিয়ে
বাস্তবভাবে যতক্ষণ না জানছ—
সাত্বত সঙ্গীতির শুভ-পরিপ্রেক্ষায়,
ততক্ষণ কিন্তু তোমার জানা
নিষ্পন্ন হ'য়ে ওঠে নি,
ততক্ষণ তুমি জান না ;
ঐ অমনতরভাবে জানাকেই বলে
জ্ঞান। ৮১২৮।
২৬।৩।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-৩৩

যেখানে তোমার বাঁচাই
ব্যাহত হ'য়ে উঠছে,
জীবনচলনাই দুরূহ হ'য়ে উঠছে,
অমনতর স্থলে
অপকৃষ্ট হ'লেও
তখনকার মত সত্তাপোষণী যা'
তা' করাই শ্রেয় ;
কারণ, বাঁচাই হ'ল
প্রথম ও প্রধান ধর্ম্ম ;
কিন্তু ওটা আপদ-নীতি,
বেশীদিন অমনতর চালালে
ব্যতিক্রম হওয়াই অতিসম্ভব,
তাই, ওটা ততক্ষণ পর্য্যন্ত চলতে পারে—
যতক্ষণ
বাঁচা বা জীবনচলনার পক্ষে

সুসত্তাপোষণী কিছু
ক'রে না উঠতে পারছ ;
কিন্তু সে-সুযোগ জোটা মাত্র
তাইই করবে—
ঐ আপদনীতির আশ্রয় গ্রহণ-জনিত
অপচয় ও অপকর্ষকে
শোধিত ক'রে ;
তাই বলি—
গোঁড়া হও—
কিন্তু সমীচীন হ'য়ো—
বিহিতভাবে। ৮১২৯।
২৬।৩।১৯৫৭, রাত ৮টা

তুমি যে-কেন বিষয়েই
বিশেষজ্ঞ হও না কেন,
তা' যেন সর্ব্ব বিষয়ের
অর্থাৎ সর্ব্ব শাস্ত্রের
সঙ্গতিশীল অন্বিত অর্থনার ভিতর-দিয়ে
উদ্ভূত হয়—
তোমার অন্তর্নিহিত সংস্কার
ও বৈশিষ্ট্যমাফিক বিনায়নায়,
নইলে, কোন বিষয়ের
বিশেষ জ্ঞানে উপনীত হওয়া
দূরূহই হ'য়ে উঠবে,
আর, তা'তে
সম্যক বোধহারা একটা যান্ত্রিকতাতেই
নিবদ্ধ থাকতে হবে,
পরিবর্ত্তনী বা পরাবর্ত্তনী কিছু—
তা' শুভই হো'ক বা অশুভই হো'ক,
কেন কিসে হয়,
তা' বুঝতেই পারবে না ;

তাই সঙ্গতিশীল অর্থনা নিয়ে
ধীর হও—
প্রত্যেক বিষয়ের সাথে প্রত্যেক বিষয়ের
সম্বন্ধ ও ক্রিয়া-নির্ণয়ের ভিতর-দিয়ে,—
তবে তো বিশেষজ্ঞ হওয়া ?
ব্যর্থ বিশেষজ্ঞতার
একটা বিদ্রূপ সৃষ্টি করতে যেও না। ৮১৩০।
২৭।৩।১৯৫৭, সকাল ৯-৪৬

যে
যেমনতরই প্রলোভন দেখাক না কেন,
কারো কথায়
বা কোন বাদে
একপেশে হ'য়ে যেও না,
সব দিকের সামঞ্জস্য নিয়ে
কিন্তু তোমার সত্তা-সংস্থিতি ;
যা' তোমার ঐ সাত্বত
বা সত্তার সংস্থিতিকে
সংস্থ ও সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে,
তা'ই কিন্তু তোমার সাত্বত নীতি,
আর, সঙ্গতিশীল সাত্বত বাদই
তোমার শুভ বাদ,
ও যে-বাদ যতটুকু সত্তাপোষণী
তা'ই তোমার ততটুকু গ্রহণীয় ;
আর কেউ কিছু ক'রে দিল বা দেবে,
তা'ই কিন্তু তোমার সত্তার পক্ষে যথেষ্ট নয়,
তোমার বোধ-বিনায়নী তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
শুভ-অনুশীলনায়
যা' করতে পার,
তাই তোমার নিজস্ব,
আর, সত্তার অনুপোষক তাইই,

আর তা'তে যদি কেউ
তোমার সহায় হয়,
সাহায্য করে,
বান্ধব ব'লে তাকে গ্রহণ ক'রো ;
প্রলোভনে যদি বিপর্য্যস্ত হও
বা নিষ্ঠার ব্যতিক্রম হয়,
লাখ দেওয়ায় তুমি যদি লাখ পাও,
তোমার সত্তার কাছে
তা' সবই কিন্তু বাতিল হ'য়ে যাবে,
কারণ, ক'রে, চ'রে
নিরতি নিয়ে যা' পাও নি,
তা' কিন্তু তোমার
সাত্বত হ'য়ে ওঠে নি,
পেয়েও পাও নাই তা',
তা'তে নিজে তো ঠকবেই—
অন্যকেও ঠকাবে ;
তাই বলি—
ঠগীর দলে মিশে
ঠগ্‌বাজির অনুচর্য্যায়
নিজেকে নষ্ট করতে যেও না,
প্রলোভন-পরামৃষ্ট হ'য়ে
তোমার সাত্ত্বিক নিজত্বকে
বিসর্জ্জন দিও না,—
ওঠ
জাগ্রত থাক,
বরেণ্য যিনি
তাঁরই অনুসরণ কর—
সেবানিরতি নিয়ে
নিদেশ পালনে,
স্বস্তি তোমাতে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠুক। ৮১৩১।
২৭।৩।১৯৫৭, সকাল ১০-২১

যাতে হয়, তা'ই কর—
আচারে, ব্যবহারে, বাক্যে,
নিপুণ কর্ম্ম-সংশ্রয়ে,
বিহিতভাবে,
অন্বিত অর্থ-সঙ্গতিতে ;
সৌকর্য্য-সম্পাদনার
সহজ তুক এই তো । ৮১৩২ ।
২৭।৩।১৯৫৭, বিকাল ৩-২৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

দশের উন্নতি না হ'লে
দেশ উন্নত হবার কোন মানে নাই,
আর, উন্নতি একদিনেও হয় না,
বিহিত অনুচর্য্যায়
কৃষ্টি-অনুগ কৃতি-অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
তা' ক্রমে-ক্রমেই হ'য়ে থাকে ;
নজর রাখতে হবে—
ঐ ক্রম-অনুচলন
প্রত্যেকের সাত্বত জীবনকে
উন্নত ক'রে তুলছে কিনা—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
সর্ব্বতোভাবে ;
তাই, বিধানগুলিকেও
লোকসত্তানুচর্য্যী ক'রে তোলাই
বাঞ্ছনীয়,
যদি বা যতটুকু তা' না হয়,
ততটুকুই সবাই ক্ষোভদুষ্ট
হ'য়ে উঠবেই কি উঠবে ;
তাই, তোমার প্রতিভূ-নির্ব্বাচন
অবিবেকী অনুচলন সৃষ্টি ক'রে
সবাইকে যদি

দুষ্ট প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট ক'রে চলে,
তবে উন্নতির প্রত্যাশা কোথায় ?

এমনতর লোকায়ত্ত শাসনে
তুমি দোষী করবে কাকে
বা দায়ী করবে কাকে ?
কৈফিয়ত দেবে কে ?

তাই বলি—
সব সময়ই দেখো—

প্রতিপ্রত্যেকের সাত্বত ধৃতি
ক্রমপুষ্টি ও ক্রমবর্দ্ধনার দিকে চলছে কিনা—
যা'র উপর দাঁড়িয়ে আছে
তোমার যা'-কিছু উন্নতি ;

যে-বাদ
বিবাদ ও ব্যত্যয় সৃষ্টি করে—
পুরুষ-পরম্পরাগত কৃষ্টি ও ঐতিহ্য-প্রবাহকে
ব্যাহত ক'রে,—
তা' কিন্তু ভাল নয় কিছুতেই,
তাতে অবনতি অতি নিশ্চয় ;

তাই আবার বলি—
সাত্বত সম্বর্দ্ধনা যাতে বিক্ষুব্ধ না হয়,
বিদ্বেষ ও বিচ্ছিন্নতা যা'তে
প্রশ্রয় না পায়,
এমনতর বিধানে বিধায়িত হ'য়ে
চলাই কি শ্রেয় নয় ?

তাই, সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়চর্য্যী হ'য়ে
সাত্বত অনুচলনকে
সুদৃঢ় ক'রে তুলতে যাতে পার—
দুর্বিপাককে নিরোধ ক'রে,
কৃষ্টিতপতৎপর হ'য়ে,—

তোমার প্রতিভূ নির্ণয় ব্যাপারে

তেমনি দক্ষনজর নিয়ে চলাই
শ্রেয় কিন্তু। ৮১৩৩।
২৭।৩।১৯৫৭, রাত ৮-১০

যে তোমার সাত্ত্বিক স্বার্থে
সব দিক দিয়ে
স্বার্থবান নয়কো,
সে কি তোমার প্রতিভূ হ'তে পারে ? ৮১৩৪।
২৭।৩।১৯৫৭, রাত ৯টা
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

বাদ-বিড়ম্বনায়
এদিক সেদিক ছিটকে চলায়
লাভ কী ?
বেশ ক'রে খুঁটিয়ে দেখ—
কোথায় সত্তান্‌চর্য্যী তাৎপর্য্য
কতখানি কেমন সক্রিয়—
সবারই সব দিক দিয়ে,
কেন্দ্রায়িত সঙ্গতিশীল অর্থনায় ;
বিবেচনা ক'রো তখন। ৮১৩৫।
২৮।৩।১৯৫৭, বিকাল ৩-৩৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

অন্যায়কারীর প্রতি
নিয়ত নিন্দাবাদ
ও প্রীতিচর্য্যাহারা ব্যবহার
তা'কে উস্‌কিয়ে দিয়ে থাকে,
মরিয়াই ক'রে তোলে,
ফল কথা,
পরোক্ষে প্রশ্রয়ই দিয়ে থাকে। ৮১৩৬।
২৮।৩।১৯৫৭, রাত ১১-৪৫

তুমি যখন
ইষ্টায়িত সুকেন্দ্রিকতা নিয়ে চল
শ্রদ্ধানতি নিয়ে,
আনন্দ-রণনে,
শুভ-প্রবোধনায়,
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী তৎপরতা নিয়ে,—
তখনই বুঝো—
তা' কিন্তু তোমার
অন্তঃস্থ ঈশিত্বেরই সাড়া,
যা' তোমার ভিতর-দিয়ে
উঁকি মারছে—
জ্যোত-নিক্বণে,
আর, তোমায় সত্তায় ছড়িয়ে প'ড়ে
বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে ;
আনন্দই ঈশ্বরের উচ্ছল আবেগ,
আর, তাই-ই নন্দন-দ্যোতনা । ৮১৩৭ ।
২৯।৩।১৯৫৭, সকাল ৬-৩০

তুমি যেমন চাও
তা' পেতে
তোমার চলা, বলা ও করা
যদি সুশাসন-সঙ্গতি নিয়ে না চলে,
তুমি কি আশীর্ব্বাদকে
অর্থাৎ ক'রে পাওয়ার নীতি
বা অনুশাসনবাদকে
ব্যর্থ করতে চল নি ? ৮১৩৮ ।
২৯।৩।১৯৫৭, বিকাল ৩-১৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

তোমাদের প্রত্যেকটি পরিবার যেন
আকস্মিক যে কোন

অশুভ-নিরাকরণের জন্য প্রস্তুত থাকে,
মুহূর্ত্তেই তা'কে নিরাকরণ ক'রে
শুভ-বিনায়নে সংস্থ করতে পারে ;
শাসন-সংস্থাকেও
অমনি ক'রেই প্রস্তুত ক'রে রেখো,
আবার, একমাত্র শাসন-সংস্থার ঘাড়ে
দায়িত্ব চাপিয়ে
নিজেরা ঐ অভ্যাস থেকে
দূরে স'রে যেও না,
একটা অলস বিলাসিতায়
পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে
নিজদিগকে বিব্রতির ইন্ধন
ক'রে রেখো না ;
বুঝে-সুঝে
কখন কোথায় কী কী হ'তে পারে
এবং কী কী প্রস্তুতি নিয়ে বসবাস করলে
ঐ অশুভ নিরাকরণ করতে পার,
সন্ধিৎসু সুদক্ষ চলনে
তা'র ব্যবস্থা ক'রো—
তা' সব দিক দিয়ে
সব রকমে ;
যা' পরিবার ও শাসন-সংস্থার দিক দিয়ে
সম্যক উপযোগী হয়
তা' করবেই কি করবে,
তাতে প্রস্তুত থেকে
তোমার জীবনীয় পরিচর্য্যা
যা'তে অক্ষুণ্ণ হ'য়ে চলে,
তার পথ প্রশস্তই ক'রে রেখো—
প্রীতিমুখর সুবীক্ষণী
অনুনয়নশীল তৎপরতায় । ৮১৩৯ ।
৩০।৩।১৯৫৭, সকাল ৮-৪০

স্মরণ রেখো—
যে মণ্ডলী তোমাকে
তাদের প্রতিভূ নির্ব্বাচন করেছে,
তুমি যেখানে যে-কাজেই থাক না কেন,
যে পদ বা আসনে দায়িত্বশীল
তুমি হও না কেন,
তোমার নির্ব্বাচকমণ্ডলীর
শুভ-সম্বর্দ্ধনা
ও অশুভ নিরাকরণের দায়িত্ব হ'তে
তোমার নৈতিক জীবন কিন্তু
মুক্তি পেতেই পারে না—
অন্ততঃ তুমি যতদিন তাদের প্রতিভূ আছ ;
আগে তুমি তাদের
শুভ-সম্বর্দ্ধনার যা'-কিছু করবার
ও মন্দ যা'-কিছু নিরাকরণ করার দায়িত্বে
দায়িত্বশীল,
পরে অন্য যা'-কিছু
যেখানে যেমনতর সম্ভব,
তা' করণীয় ;
আর, একে যতই তুমি
অবজ্ঞা করবে,
ঐ অবজ্ঞা
তোমার দায়িত্বশীল ধী
ও কর্ম্মানুরতিকেও
অবজ্ঞা ক'রে চলতে থাকবে,
প্রতিষ্ঠা
তোমাতে অতিষ্ঠ হ'য়েই চলবে,
তুমি কৃতী ও সার্থক
হ'য়ে উঠতে পারবে না ;
তাই বলি—
ভুলে যেও না,

গৌরব ও পদ-আকাঙ্ক্ষা
তোমাকে যেন মুহ্যমান ক'রে না তোলে,
মূঢ়ত্ব-পরামৃষ্ট হ'য়ে
নিজের উদয়ন-গতিকে
তমসাচ্ছন্ন ক'রে তুলো না,
লোকের বিশ্বস্তিহারা হ'য়ো না,
বান্ধবতাকে অগ্রাহ্য ক'রো না,
অবজ্ঞা ক'রো না,
বরং তোমার সক্রিয় পরিচর্য্যা
ও বান্ধব-অভিভাবকত্ব
তাদের নিকট হ'তে নিকটতর ক'রে তুলুক। ৪১৪০।
৩০।৩।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-৪৫

হঠকারিতার ক্রীড়নক হ'তে যেও না,
পরমত বা বাদ-সহিষ্ণুতাকে
জলাঞ্জলি দিও না,
বিহিত শ্রদ্ধার সহিত
সব কিছু শুনো বা ব'লো,
আর, সাত্বত সন্দীপনা
যে বাদ বা মতের মধ্যে যতটুকু পাও,
তা' গ্রহণ ক'রো ;
সব সময় যেন নজর থাকে—
যা'-কিছু সাত্বত
তারই উপাসক তুমি,
আর, সাত্বত যা'—
ঠিক জেনো—
তা'র সাথে কা'রও গরমিল থাকতে পারে না,
যেখানে গরমিল দেখবে
গলদও সেখানে ;
তোমার ব্যক্তিত্ব যেন
এতটুকুও সুবিন্যস্ত হয়

যা'তে সব যা'-কিছুর ভিতর থেকে
তোমার সাত্বত যতটুকু—
সার্থক সঙ্গতির সহিত
তা' ধরতে পার,
বলতে পার
ও করতে পার—
বিহিত বিনায়নায় ;
তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ যেন
কল্যাণ-উৎসৃজী অনুনয়নে
অনুসৃত হ'য়ে চলে ;
তুমি প্রত্যেকটি মানুষের
মর্ম্ম-সেবক হ'য়ে ওঠ,
জীবনবৃদ্ধি যেন তোমার
অধিগম্য হ'য়ে ওঠে—
সব যা'-কিছুর
সমীচীন অধ্যয়নায়,
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য-সহকারে ;
তোমার হৃদয়দেবতা—সেই সাত্বত পুরুষকে
সমীচীন নতি-সহকারে
সবাই যেন নতি জানায় ;
আর মনে রেখো—
ঐ সাত্বত পুরুষের মূর্ত্তন-অভিব্যক্তিই হ'চ্ছেন—
তোমারই প্রিয়পরম যিনি, তিনি,
যাঁর বিকীরণাই হ'চ্ছে সাত্বত বিধি,
বিনায়িত পারস্পরিকতার ভিতর-দিয়ে
প্রীতিপরিচর্য্যার আসনে
তিনিই তোমাদের সঙ্ঘদেবতা। ৮১৪১।
৩১।৩।১৯৫৭, সকাল ৯-৪৫

যা'তে যেমন সাত্বতপ্রীতি প্রতিষ্ঠিত—
সক্রিয় তৎপরতায়,

অনুচর্য্যী অভিনিবেশের সাথে,
সাত্বতপুরুষে শ্রদ্ধানিবদ্ধ
উপাসনা-নিরতি নিয়ে,
প্রত্যেকটি কর্ম্মের অনুনয়নে,—
তা'র চরিত্রও তদনুগ,
ব্যক্তিত্বের প্রভাবও তেমনি । ৮১৪২ ।
৩১।৩।১৯৫৭, সকাল ১০-২০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

বিবদমান কাউকে দেখলেই
বা বুঝলেই
তা' দুইজনই হো'ক বা বহুই হো'ক,
তাদের পরস্পরকে প্রীতি-সংস্থ করতে
যত্নবান থেকো,
বিবাদকে
বিসম্বাদে ফুটন্ত হ'তে দিও না,
যদি তাতেও না হয়,
শাসন-সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে
তাদের সহিত
স্থানীয় প্রধানদের রেখে
প্রত্যেকটি দলকে বা প্রত্যেকটি লোককে
তাদের তত্ত্বাবধানে
নজরে রেখে দিও ;
আর যাদের তত্ত্বাবধানে রেখে দিলে—
তা'রা প্রত্যেকেই যা'তে
সমীচীন চেষ্টায়
ঐ দল বা দলগুলির ভিতরে
প্রীতি-সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারে
তাই ক'রো,
যদিও প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য
তাদের তাই—

বিশেষতঃ শাসন-সংস্থার ;
যা'তে বিবাদ, বিসম্বাদ, দুর্দ্দান্ত দুর্বিপাক
কিছুতেই না ঘটতে পারে,
কোনরকম অনাসৃষ্টির উদ্ভব
না হ'তে পারে,
জীবনক্ষয়কারী কোন উদ্গমের
সৃষ্টি না হ'তে পারে,
সবাই যেন তা'ই করাই
নেহাৎ কর্ত্তব্য বলে বিবেচনা করে ;
এমনতর তৎপরতা হ'তে
কেউ যাতে বিরত না হয়,
সে-দিকে বিশেষ তৎপর হ'য়ে থেকো,
তোমার সন্ধিৎসু চক্ষু
প্রীতি ও ধী-সহকারে
অবলোকন ক'রে
বিপর্য্যয় নিরাকরণে
অকাট্য হ'য়ে উঠুক ;
বিরোধকে নিরোধ করেন যাঁরাই—
তাঁরাই কিন্তু কল্যাণের পূজারী। ৮১৪৩।
৩১।৩।১৯৫৭, বেলা ১০-৪০

দণ্ড তখনই দুষ্কৃতি-পরিচর্য্যী,
যখনই তা' বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করে—
তা' ব্যষ্টিগতভাবেই হো'ক
আর সমষ্টিগতভাবেই হো'ক। ৮১৪৪।
৩১।৩।১৯৫৭, বেলা ১০-৫৫

আত্মিক বিকীরণা
যা' বিশ্ব ও ব্যষ্টিকে
চেতন ক'রে রেখেছে—
ভর্গ-আপূরণায়,

প্রতিপ্রত্যেককে ধারণ-পালন-পোষণ-পরায়ণ ক'রে
ধৃতিপূরণী তৎপরতায়,
প্রত্যেকের অধিপতি হ'য়ে
আধিপত্য বিস্তার ক'রে,—
তিনিই তো ঈশ্বর—
পরম ঐশ্বর্য্যশালী,
মূর্ত্ত পুরুষোত্তম যিনি
তিনিই তাঁর পরম প্রকাশ,
অব্যক্তের ব্যক্ত মূর্ত্তি তিনিই,
তিনিই সত্তা-সম্বর্দ্ধনার জীবন্ত স্তম্ভ ;
আর, প্রবৃত্তিপরামৃষ্ট অহং যতই
তাঁর সেবাবিমুখ হ'য়ে চলে,
এই ধৃতিপোষণা ক্ষুণ্ণ হ'য়ে চলে ততই—
জীবন-প্রকৃতিকে ব্যাহত ক'রে । ৮১৪৫ ।
৩১।৩।১৯৫৭, বেলা ১১-৩০

যে কখনও
প্রিয়পরম বা ইষ্টের অভিপ্রায়-অনুসারে
কোন প্রবৃত্তিচাহিদাকে
ত্যাগই করতে পারে নি,
কিংবা তাঁর প্রীতির উদ্দেশ্যে
তা' উৎসর্গ করতে পারে নি,
যতই বলুক,
আর যাই করুক,
ইষ্টার্থপরায়ণতা তা'র তখনও
প্রবৃত্তিপরায়ণতার সহিত
আপোষ ক'রেই চলেছে,
ইষ্টার্থপরায়ণতায় সে নিজের চাহিদাকে
উৎসর্গ ক'রে
এক-পাও এগুতে পারে নি ;
তবু ভাল যে যতটুকু করে—

তা' কোন উপরোধ, অনুরোধ
বা স্বার্থপ্রচেষ্টায়ই হো'ক
তাও ভাল,
অর্থাৎ খোস খবরের ঝুটও ভাল,
যদিও তা' বিশ্বস্তির পরিচায়ক নয়। ৮১৪৬।
৩১।৩।১৯৫৭, বিকাল ৪-১৫

যদি সাহস থাকে,
আর পারও যদি,
তোমার স্বার্থ-সম্পদ যা'-কিছু আছে,
সব বিলিয়ে দাও,
তাঁকেই জীবনের সর্ব্বস্ব ক'রে নাও,
অন্তরে-বাহিরে
তদনুগ চলনেই চল—
তাঁরই অভিপ্রায়-আপূরণী চলনা নিয়ে;
তোমার ঐ প্রীতি-অনুচলন
সব যা'-কিছু বিনায়িত ক'রে
তোমাতে ঐশী বিকীরণার
সৃষ্টি ক'রেই চলবে,
তাই, এই চলন হ'তে
একটুও চ্যুতিলাভ ক'রো না;
মানুষের আদর্শ তিনিই
যিনি প্রিয়পরম। ৮১৪৭।
৩১।৩।১৯৫৭, বিকাল ৪-২০

বৈধী সাত্বত সুযোগের পথ
সবার কাছে এন্তার উন্মুক্ত রাখতে হবে—
বৈশিষ্ট্যের শিষ্ট অনুচর্য্যায়,
ব্যত্যয়ী যা'-কিছুর
বিহিত নিরোধে। ৮১৪৮।
৩১।৩।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৫-৪৫

সুকেন্দ্রিক প্রাণন-বোধনা
সত্তার সেই আদিম শুভ শক্তিকে
বোধ করতে পারে,
বোধদৃষ্টির ভিতর-দিয়েই
তাঁকে অনুভব করতে পারে,
তিনিই প্রতিটি সত্তায় প্রিয়পরম—
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে,
আরোতে অধিষ্ঠিত থেকেও ;
আর, তাঁর ব্যক্তপ্রতীক পুরুষোত্তম যিনি—
যাঁ'র ভিতর দিয়ে
যোগ-চেতনায়
তাঁকে অনুভব করা যায়—
পরিচর্য্যা-নিরতি নিয়ে,
তিনিই মূর্ত্ত লোক-আদর্শ,
তাঁরই পরম প্রতীক—
সীমায়িত অসীম। ৮১৪৯।
১।৪।১৯৫৭, রাত ৮-৫

মানুষকে ভালবাস,
তাদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির পরিচর্য্যায়
সাত্বত বিভায়
অঢেল হ'য়ে ওঠার প্রলোভন
তোমাকে পেয়ে বসুক,
তাই ব'লে
সত্তাসম্বর্দ্ধনী অনুশীলন-ব্যাপারে
কা'রও তাচ্ছীল্যকে
প্রশ্রয় দিতে যেও না,
তোমার প্রীতি তাদের উদ্দীপ্ত করুক
উদাত্ত উদ্যমে—
অবশ ক'রে না তুলে। ৮১৫০।
২।৪।১৯৫৭, সকাল ৯-৩০

যা'রা
কা'রো প্রীতির সুযোগ নিয়ে
আত্মস্বার্থসিদ্ধির সুযোগ খুঁজে বেড়ায়,
কিংবা প্রীতিতে মোচড় দিয়ে
স্বার্থসিদ্ধি করে,
বা তাঁকে মোচড় দিয়েও
পরস্বার্থপুষ্টিতেই আগ্রহশীল—
আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য,
অথচ প্রীতির উৎসকে
স্বতঃ-সক্রিয়ভাবে অনুচর্য্যা করে না,
আর, তাঁর তুষ্টি-পুষ্টিই যে
নিজের তুষ্টি-পুষ্টি—
এমনতর ভাবেরই উন্মেষ
যাদের ভেতর
সক্রিয়ভাবে জেগে ওঠে না—
কেবল মুখের কথায় ছাড়া,—
তা'রা যেমনই আর যত বড়ই হোক না কেন,
অকৃতজ্ঞ অতিনিশ্চয়,
বাঁচার পথই তাদের অকৃতজ্ঞতা। ৮১৫১।
২।৪।১৯৫৭, বিকাল ৪টা

আদর্শপরায়ণ হও,
শুভ-কর্ম্মপরায়ণ হও,
আর, প্রত্যেককে তাই ক'রে তোল—
পারস্পরিক অনুচর্য্যতা নিয়ে,—
স্বর্গ
সুষমাধারায় ফুটন্ত হ'য়ে উঠুক—
জীবনীয় ক'রে,
আয়ুষ্মান ক'রে সবাইকে। ৮১৫২।
৩।৪।১৯৫৭, বিকাল ৩-৩৭
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

যে-কোন বাদী হও
আর নাই হও,
সাত্বত-ধর্ম্মী হও,
যাতে সত্তা সর্ব্বতঃ-সম্বর্দ্ধনায় চলতে থাকে—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরণায়
সব দিক দিয়ে
ধৃতি-মুখর তপ-তর্পণায়,
প্রীতি-প্রদীপ্ত অনুচর্য্যা নিয়ে,
পারস্পরিকতার অনুবন্ধনায়,—
তবেই তোমার তপ তোমাকে
কল্যাণ-প্রতিভূ ক'রে তুলবে। ৮১৫৩।
৪।৪।১৯৫৭, বিকাল ৩-৫৪
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

দৃঢ়-সংকল্প হও—
তোমার সমস্তটি অন্তর নিঙ্‌ড়িয়ে
অটুট অচ্ছেদ্য নিরন্তরতা নিয়ে
অচ্যুত অভিনিবেশ-সহকারে ;
ইষ্টার্থই তোমার ধর্ম্ম,
ইষ্টার্থই তোমার উপাসনা,
বিহিতভাবে
উপযুক্ত সময়ে
প্রয়োজনের পূর্ব্বেই
ধী ও কর্ম্মের সমঞ্জসা চলনে
ইষ্টার্থ নিষ্পন্ন করাই
তোমার মোক্ষ ;
তোমার পরিবার-পরিজনের
প্রয়োজন যদি কিছু থাকে,
ইষ্টার্থ-নিষ্পাদনার অবকাশে ছাড়া
নির্ম্মমভাবে তা'কে এড়িয়ে চলবে ;

আর, ইষ্টার্থের জন্য যা'-কিছু করণীয়
তা'ই তোমার প্রথম ও প্রধান,
তা'ই তোমার ক্ষীরোদশয়ন ;
এতে যদি নিজেকে সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হয়,
তা'ও তোমার হৃদয়
স্পর্শও করবে না ;
যদি পার, চ'লে এস,
দুঃখকষ্ট যা'-কিছুর শুভ-বিনায়নে
ইষ্টার্থ-করণীয়গুলিকে নিষ্পন্ন কর—
উদ্যম বিকিরণা নিয়ে
উদাত্ত আগ্রহে ;
আমি বলি—
যদি পার,
তোমার সমস্ত প্রবৃত্তির ঘূর্ণিগুলিকে
ঐ ইষ্টার্থ-উপাসনায় নিয়োজিত ক'রে
এখনই চ'লে এস,
লোকবর্দ্ধন-যজ্ঞের আহুতি হও,
লোকসেবায়
তাদের সাত্বত সম্বর্দ্ধনার হবিঃ হ'য়ে ওঠ,
সবাইকে সুখী ক'রে
নিজে সুখী হও,
বাস্তব জগতে স্বর্গীয় সুষমা ফোটাও,
সার্থক হও,
সার্থক কর । ৮১৫৪ ।
৪।৪।১৯৫৭, রাত ৭-২৫

আচারে, ব্যবহারে,
কথায়, কাজে,
অন্তর-অনুবেদনায়
যেমনতর অভিব্যক্তি নিয়ে

সক্রিয়ভাবে চল তুমি,
সেইগুলিই তোমার নীতি ;
তা' যদি সৎ হয় তো সৎনীতি,
আর, কু যদি হয় তো কুনীতি ;
নৈতিকতা মানসিক কল্পনা নয়কো,
মানসিক ভাবের সাথে
চলনচরিত্রের রকমের
যেখানে যত ব্যতিক্রম,
তা' কিন্তু বিকৃতিরই ব্যঙ্গ ছাড়া
কিছুই নয়কো ;
মানসিক ভাব যখন
কর্ম্মে অভিব্যক্তি লাভ করে,
তা'ই তোমার আসল সম্পদ—
চারিত্রিক অভিব্যক্তি । ৮১৫৫ ।
৫।৪।১৯৫৭, সকাল ৭-২০

নব-বর্ষের আশীর্ব্বাণী

জীবনের রণন-ঝঙকার
তাথৈ তালে নেচে উঠ্ক—
উদাত্ত উচ্ছল হ'য়ে
বোধনার পরম আনন্দে,
—মেতে উঠ্ক সাত্বত ব্রতের
আনন্দ-অনুশীলন-তৎপরতায় ;

জেগে উঠ্ক,
ওরে জেগে উঠ্ক,
মেতে উঠ্ক—
উচ্ছল ঠমক ঠামে ;
ঝনক দীপালীর দীপন বিভা নিয়ে
প্রতিটি হৃদয়ে
তার দীপ্তি বিস্তার কর্ক—
বোধনের পরম আনন্দে
উদ্বুদ্ধ, উদ্দাম হ'য়ে,
আদর্শের আনতিমন্ত্রে
তৃপ্ত ক'রে সবাইকে ;

পারগতার মহা-অভিযান
সঙ্গীতির সার্থক অন্বয়ে
তাথৈ তালে
ঝঙকার-মুখর হ'য়ে
পারিজাত আহরণ কর্ক—

যা' উল্লোল উচ্ছ্রাবী
ডিমিকী বোধনায়
সঞ্জাত হ'য়ে
ঐশ্বর্য্যকে অঢেল ক'রে দেয় ;

নন্দনের আনন্দমুখর
সাবলীল স্বস্তি-দীপনা

ঋক্‌মন্ত্রপূত হ'য়ে
প্রত্যেককে পূত ক'রে তুলুক ;
জাগার পথে ঘুমিয়ে থেকো না,
জাগ,
কর,
অনুশীলন-তৎপর হও,
স্বর্গকে এই ধরাধামে
আহ্বান কর,
প্রতিষ্ঠা কর,
আর, ছত্রিশ কোটি দেবতার
নন্দনার হোমযজ্ঞে
সমস্ত বিশ্বখানা
জ্বল্-জ্বলে হ'য়ে উঠুক,—
জ্বলন্ত প্রীতি আকূতি নিয়ে
পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে
প্রত্যেককে
স্মিত সন্দীপনায়
ত্রস্ত মুগ্ধ ক'রে
সার্থক ক'রে তুলুক ;
অঢেল হও,
উচ্ছল হ'য়ে চল—
তীক্ষ্ন তরতরে
সুসন্ধিৎসু বোধনা নিয়ে
শুভ আবাহনে
জীবনের গায়ত্রী-মন্ত্রে,
বৈশিষ্ট্যকে অব্যাহত রাখ,
বৈশিষ্ট্য-অনুক্রমী শ্রেণীকে অব্যাহত রাখ,
তদনুগ কর্ম্মে
বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীগুলিকে
বিন্যাস ক'রে
বিনায়িত ক'রে তোল—

কৃতিতৎপর বিশেষের
বিশেষ আমন্ত্রণে—
পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে,
দুনিয়াকে ভরপুর ক'রে
সঙ্গতির সার্থক সমন্বয়ে ;

অন্তরের দীপ্তমুখর
ধ্বনন-আরতি নিয়ে
দুনিয়ার প্রতিটি কণাকে
ধন্য ক'রে তোল ;

তুমি ধন্য হ'য়ে ওঠ,
তোমার পরিবার-পরিবেশ
ধন্য হ'য়ে উঠুক,
পরিস্থিতির প্রতি অণুরেণু যেন
ধন্যস্রোতা অঢেল হ'য়ে চলে—
জীবনকে অঢেল ক'রে,
অনুশীলনায় তৎপর ক'রে,
সম্বর্দ্ধনায় সন্দীপ্ত ক'রে,
অযুত আয়ুর অধিকারী ক'রে ;

তোমরা অযুত-আয়ু হও,
যাতে হও তাই কর,
সম্বর্দ্ধিত হও,
প্রতিটি কর্ম্মে,
প্রতিটি চলনে
যা'তে সম্বর্দ্ধিত হও,
তাই কর—
আদর্শে সুবিনায়িত হ'য়ে
অন্তরের তর্পণমুখর তাৎপর্য্যে,
তাঁরই পূজার
হোম-আরতি নিয়ে ;

সুনিষ্ঠ থাক,
সুস্থ থাক,

সন্দীপ্ত থাক—
সন্ধিৎসার তীক্ষ্নদর্শী
বোধন-পরিচর্য্যা নিয়ে,
সবের ভিতর
সব যা'-কিছুর সার্থকতা
খুঁজেপেতে বের ক'রে ;
মুগ্ধ হও,
বুদ্ধ হও,
প্রীতি-পরিস্রবা হও,
বাস্তব অনুচর্য্যাশীল হও ;—
কেউ যেন কারও পর থাকে না,
কেউ যেন কারও কাছে
ব্যর্থ না হয়—
বৈশিষ্ট্যের সুষ্ঠু ব্যঞ্জনায় ;
ক্ষয়িষ্ণু যা' তা'কে নিরোধ কর,
সাত্বত সম্বর্দ্ধনী যা'
তা'কে আলিঙ্গন কর,
অনুশীলন কর,
সম্মান-বিভূষিত ক'রে তোল—
শ্রদ্ধাঞ্জলিপূত ক'রে ;
ওঠ,
ধর,
কর,
চল,
জাগ্রত অনন্ত চলায়
নিজেকে চলস্রোতা ক'রে তোল ;
আমার বিভু যিনি,
পরমপুরুষ যিনি,
পরমপাতা—
পরমপিতা যিনি—
তাঁর কাছে এই আমার

একান্ত প্রার্থনা—

প্রত্যেককে
প্রার্থনীয় যা'-কিছুর অনুশীলনে
উদ্দাম ক'রে তোল প্রভু !
আর, এই অনুশীলন যেন সবারই
শীলধর্ম্মী হ'য়ে ওঠে ;
এই নববর্ষে
ধাতার ধৃতিযজ্ঞের আহুতি হ'য়ে
তোমরা নবীন হ'য়ে ওঠ,
নবায়িত হ'য়ে ওঠ,
প্রাচীনের পরম বেদীতে
উদ্‌গতি লাভ কর ;
সার্থকতায় বিভূষিত হ'য়ে
অর্থান্বিত অনুনয়নে
উদাত্ত হ'য়ে ওঠ তোমরা ;
সত্তার ভর্গতেজ
বিশেষ ও নির্ব্বিশেষকে ছাপিয়ে
ধাতা-বিধৃতির অনুশীলনায়
তোমাদিগকে পূর্ণ ক'রে তুলুন—
এই আমার আকুল প্রার্থনা । ৮১৫৬ ।
৬।৪।১৯৫৭, রাত ৯টা

তোমার পারগতা যখন
শুভ-সুন্দরে বিনায়িত হ'য়ে
করণীয় যা'
তা' নিষ্পন্ন করতে পারে—
সব দিক দিয়ে,
সমীচীনভাবে,—
তা হ'তে যে আনন্দ বা আত্মতুষ্টি
তা'ই তো তোমার স্বর্গ-পারিজাত ;

পারগতা হ'তে জাত কিনা
তাই পারিজাত । ৮১৫৭ ।
৬।৪।১৯৫৭, বিকাল ৪টা
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

যাঁর প্রতি তোমার
যত আনুগত্য থাক্ না কেন,
এবং তিনি যত বড়
মহাপুরুষই হো'ন না কেন,

যদি সে আনুগত্য
পুরুষোত্তমে উদ্ভিন্ন হ'য়ে না ওঠে—
অন্বিতি-উপাসনার ভিতর-দিয়ে,—
তা' বন্ধ্যা কিন্তু । ৮১৫৮ ।
৭।৪।১৯৫৭, বেলা ১০-৫৫

প্রিয়পরম যিনি,
যিনি পুরুষোত্তম,
যিনি কল্যাণের ব্যক্তপ্রতীক,
সব দিক দিয়ে
সব রকমে
উচ্ছ্বসিত কৃতী-কর্ম্মা হ'য়ে
তোমার ব্যক্তিত্বে
তাঁকে ভরপুর ক'রে রাখ—
উৎসর্গ-নন্দনার
একতারার একই তারে
তাল-মান-লয়ের
মঞ্জুল নর্ত্তনায় ;
তোমার চরিত্র,
এমন-কি, প্রতিটি পদক্ষেপ,
একটি অঙ্গুলি-হেলনও
যেন তাঁরই বিকাশ সূচনা করে ;

তোমাকে দেখে
তাঁকেই যেন মনে পড়ে সবারই—
যে দেখে তা'রই ;
আর এটা দাবী-দাওয়ার নয়,
হৃদয়-উৎসারণী অনুবেদনায়,
সশ্রদ্ধ মন্ত্রপূত প্রীতিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
অর্থাৎ অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে—
সন্ধিৎসু সহজ বোধন-পরিচর্য্যায় ;
তা' যদি হয়,
তবেই তুমি লোকচর্য্যা-সারথী,
তবেই তুমি কুরুক্ষেত্রের পূতক্ষেত্র—
সাত্বত কর্ম্মের যাগতীর্থ,
তবেই প্রতিভু তুমি তাঁর,
ধরিত্রীর বুকে
স্বর্গনির্ঝর তবেই তো তুমি !
তাই বলি—
যদি ভাল চাও,
তা'ই কর,
তোমার জীবনে
ভাতিবিভোর উদ্ভাসনাকে অবলম্বন ক'রে
মূর্ত্ত কল্যাণকে আলিঙ্গন কর—
কল্যাণকলস্রোতা হ'য়ে । ৮১৫৯ ।
৭।৪।১৯৫৭, বেলা ১১-১০

তোমার আওতায়
শিক্ষার্থী যদি কেউ থাকে,
আর, অনুরতিপরায়ণ যদি সে হয়,—
তা'র শিক্ষাসন্দীপী যা'-কিছু
তা' তো বলবে ও করবেই,
তা ছাড়া, সেগুলি তা'র ভিতর
অর্থান্বিত সঙ্গতিশীল কতখানি হ'চ্ছে,

তার বোধবৃত্তি ক্রমশঃ কতখানি পুষ্ট হ'চ্ছে
দেখেশুনে
কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে
তা' পরখ করবে,
আর তুমি যা' বল
তা'র অনুশীলন
কেমন কত স্থারিত্বে করতে পারে—
নিষ্পাদনী সুন্দর সন্নিবেশের সহিত,—
সন্ধিৎসু দৃষ্টিতে সেগুলি দেখবে,
আর, করবার তুক যেগুলি আছে
তা'ও তা'কে বিদিত করাবে ;
কিন্তু এর ভিতরই মাঝে মাঝে
তা'র পক্ষে কণ্টকর হয়,
এমনতর নিদেশও দেবে—
উদ্দীপনী প্রেরণার সহিত,
অবশ্য নজর রেখো—
তা'র স্বাস্থ্য ভেঙ্গে না পড়ে,
জীবন বিপন্ন না হয় ;
মাঝে মাঝে হৃদ্যভাবে তাড়না করতেও
কসুর ক'রো না,
লক্ষ্য ক'রো তা'তেও সে
স্ফূর্ত্তিযুক্ত থাকে কিনা,
কাউকে দিয়ে উৎফুল্ল হয় কিনা
তা'ও নজরে রেখো,
আবার, নিয়ে কৃতজ্ঞতা-উচ্ছল হয় কিনা
তা'ও দেখো,
আর, তা'র ভিতর
দিয়ে ধন্য হবার প্রবৃত্তি
সক্রিয়ভাবে ফুটে ওঠে
না নেবার আগ্রহই বেড়ে চলে,
তা'ও লক্ষ্য ক'রো ;

আবার, এসব ব্যাপারে
আশাপ্রদ দেখলেই
তা'র পক্ষে সমীচীন হ'লেও
যে-সব কাজ অসম্ভব ভেবে
সে হৃপকে যায়,
তা'ও তা'কে করতে দেবে—
কিন্তু বিশেষ জোর দিয়ে
উদ্দীপনী উৎসাহে প্রবুদ্ধ ক'রে ;
আবার, সে তা' না পারলে
দুঃখিত হ'য়ো না,
তা'র চাইতে নরম তাকের কিছু করিও,
মাঝে মাঝে এমন করানই চাই ;
এমনতর করার ফলে দেখতে পাবে—
তা'র সাহস, উৎসাহ,
বীর্য্যবত্তা, সঙ্কল্পও
শক্ত হ'য়ে উঠছে,
সে পারবে,
সে আশা পোষণ করবে,
এবং করারও ফন্দী মাথায় গজিয়ে উঠবে,
কিন্তু নজর রেখো—
তার চলনা ও বলনা যেন
সঙ্গতিশীল হয় ;
আর যেখানে
যেমন যেমন অবস্থায়
যা' যা' করতে
যা' যা' লাগে
দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গতি বজায় রেখে
তৎপর বীক্ষণায়
সেগুলি করবেই কি করবে,
আর, সেগুলি তোমাতে
ও আদর্শে অর্থান্বিত হ'য়ে

তা'কে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে যা'তে
বেশ ক'রে নজর দিয়ে
তা'র ব্যবস্থা ক'রো—
তার ধাতু ও অবস্থা-মাফিক ;
তুমিও শুভ-প্রসাদ-নন্দিত হ'য়ে উঠবে,
শিক্ষার্থীও শুভ-প্রসাদ-নন্দনায়
নিজেকে ধন্য মনে করবে । ৮১৬০ ।
৭।৪।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-১৫

অদৃষ্টের পরিহাস মানেই
সমীচীনভাবে না দেখা,
সমীচীনভাবে না শোনা,
সমীচীনভাবে না বোঝা,
সমীচীনভাবে না করা ;
সমীচীন ব্যবস্থিতির অভাব
যত পুঞ্জীভূত হ'য়ে থাকে—
অজ্ঞতায় মজুত হ'য়ে,—
না-দেখার পরিহাস
মানুষকে ততই বিদ্রূপ করতে থাকে,
আর, এই বিদ্রূপ
ব্যতিক্রম সৃষ্টি ক'রে
মানুষকে বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত করতে
ত্রুটি করে না,
এ করা কিন্তু
মানুষেরই অজ্ঞতার সৃষ্টি,
অমনোযোগিতার সৃষ্টি,
তার বিকৃতির ব্যঙ্গ-কটাক্ষ ;
তাই, সমীচীন সতর্কতা নিয়ে
সমীচীনভাবে
দেখ, শোন, বোঝ, কর,

আর, সব দেখা
সব শোনা
সব বোঝা
সব করা
সার্থক সঙ্গতিশীল সুব্যবস্থ বিনায়নে
তোমার বোধদৃষ্টিতে
সুসজ্জিত ক'রে রাখ,
যাতে প্রয়োজনের সময়
বিপাক-বিধ্বস্ত না হ'তে হয় ;
অদৃষ্টও পরিহাস করবে কমই। ৮১৬১।
৮।৪।১৯৫৭, সকাল ৭-২৫

কী করছ,
কী করতে যাচ্ছ,
আর, কী ক'রেই বা কী হ'ল,
কী করা উচিত ছিল,—
বাস্তব পরিচর্য্যায়
কল্যাণ-অনুপ্রাণনী আকূতি নিয়ে
নিষ্ঠানন্দিত আপ্রাণতার সহিত
তা'র সমাধান যদি না কর,
নিজের অন্তরে বিকশিত হ'য়ে
ঐ সিদ্ধান্তগুলি যদি কাজে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে না ওঠে,
তোমার জীবনের অগ্রগতি
কি বিপর্য্যস্ত হয় না ? ৮১৬২।
১০।৪।১৯৫৭, বিকাল ৪-৫০

ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের
অন্বিত গুচ্ছ নিয়ে
হয় পারিবারিক বৈশিষ্ট্য,
আবার, এইরকম পারিবারিক বৈশিষ্ট্যের

সংসৃষ্ট বৈশিষ্ট্যের ভিতর-দিয়ে
আদর্শ-অনুগ সাত্বত চলনে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে
সামাজিক বৈশিষ্ট্য,
আবার, এই সমাজগত বৈশিষ্ট্যের
বিনায়িত ও সংগুচ্ছিত
বৈশিষ্ট্যের ভিতর-দিয়ে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে
রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য ;
—যে-বিশেষত্বের ব্যাপক
অন্বিত চলন
কৃষ্টির কেন্দ্র-স্বরূপ হ'য়ে
তৎ-তাৎপর্য্যে
প্রতিটি ব্যষ্টি ও সমষ্টির বিনায়নে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শের অনুদীপনায়
সংগ্রথিত হ'য়ে
সাত্বত কৃষ্টি-সৌকর্য্যে
অলংকৃত হ'য়ে ওঠে ;
আর, সেই কৃষ্টিই সবাইকে
কৃতকৃতার্থ ক'রে
উন্নতিতে উদ্দীপিত
ও উচ্ছল ক'রে তুলতে পারে,
যা' মানুষের বাঁচাবাড়াকে
বিনায়িত ক'রে,
কেমন ক'রে
বাঁচতে হয়,
বাড়তে হয়,
তারই সৌকর্য্য-অভিদীপনায়
সংহত মূর্ত্তনার
সৃষ্টি করতে পারে ;
তাই, স্বকীয় সাত্বত কৃষ্টিকে পরিহার ক'রে

অন্যেরটা নকল করতে যেও না,
তাতে ঠকবে,
নিজের যা' তা'ও হারাবে,
অন্যের ভাল যা'—
তা'ও আত্মীকৃত করতে পারবে না,
এবং দুনিয়াও বঞ্চিত হবে
তোমাদের অবদান থেকে ;
তাই, তোমাদের শিক্ষাকে
এই কৃষ্টির ভিত্তির উপর
সুপ্রতিষ্ঠিত কর,
সেই শিক্ষাই তবে
সবাইকে দীক্ষিত ক'রে
তদনুগ তৃপণায়
উত্তারণ-সৌকর্য্যে
মানুষের জীবনীয় হ'য়ে উঠবে ;
নকলবাজী পেশা
দুনিয়ার কী করতে পারে ?—
একটা দুর্ব্বল পরপদলেহী বিশেষত্বের
অভিনয় করা ছাড়া ? ৮১৬৩ ।
১১।৪।১৯৫৭, বিকাল ৪-২০

তোমার প্রিয়পরম যিনি,
পরম আচার্য্য যিনি,
সর্ব্বতঃ-কৃষ্টিকেন্দ্র যিনি তোমার,
তিনিই তোমার সর্ব্বস্ব,
তাঁর প্রয়োজন যখন
তখন তোমার অন্য বিবেচনার
কোন অবসরই নেইকো,
তাঁর সম্বন্ধে করণীয়
তোমার প্রথম ও প্রধান করণীয়,
সে-জায়গায় যদি তুমি

অন্যকিছুকে প্রধান কর,
আর তা' যদি তোমাকে
অবাধ্যভাবে আটকিয়ে ফেলে,
তুমি তখনই
ঐ অনুরতি হ'তে বিচ্যুতিলাভ করবে,
এবং যতক্ষণ বা যতদিন
ঐ অমনতর করবে,
অর্থাৎ তিনি তোমার কাছে
প্রথম ও প্রধান না হ'য়ে উঠবেন
বাস্তবে,
ততক্ষণ বা ততদিন
ঐ বিচ্যুত অবস্থাই চলতে থাকবে ;
—অর্থান্বিত সঙ্গতিশীল
হ'য়ে উঠতে পারবে না,
তোমার জীবনের করণীয়গুলিকে
শুভ বিনায়নে বিনায়িত করা
মুশকিলই হ'য়ে উঠবে তোমার পক্ষে ;
তাই, তঁদনুগ চলনই
তোমার চলন হো'ক,
তাঁর সেবাই
সব সেবাকে নিয়ন্ত্রিত করুক,
আর, তাঁর জীবনে
তুমি জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠ—
সব সঙ্গতির সার্থক সমাহারে । ৮১৬৪ ।
১২।৪।১৯৫৭, সকাল ৯-৪০

পেটের জন্য জীবন নয়কো,
জীবনের জন্য পেট,
তাই, জীবন
পেটকে জীয়ন্ত ক'রে রাখে । ৮১৬৫ ।
১২।৪।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-৩৫

যেখানেই তোমার জন্ম হো'ক না কেন,
তা' যে দেশেই হো'ক,
আর যে ঘরেই হো'ক,
বৈধী বিনায়নার ভিতর-দিয়েই হো'ক
আর বিকৃতির ভিতর-দিয়েই হো'ক,
তুমি সেই পাতা বা সত্তারই সন্ততি,
তফাৎ বা তারতম্য শুধু
জৈবী-সংস্থিতি ও সহজাত সংস্কারের
সৌষ্ঠবে বা ব্যতিক্রমে। ৮১৬৬।
১৪।৪।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-৪৮

জাতীয় ধৃতি—
যা' প্রাচীন পরাবর্ত্তনী কৃষ্টির ভিতর-দিয়ে
ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে করতে
আমাদের সত্তাকে
এখনও ধ'রে রেখেছে,

যা'র উপর দাঁড়িয়ে
তোমার অন্তর-বাহিরের বিনায়ন
বিধায়নী তৎপরতায়
অসৎকে নিরোধ ক'রে
সত্তা-মুখর হ'য়ে চলেছে,—
যেমন ক'রেই পার,
তাতে দাঁড়িয়ে থেকে
উচ্ছল হ'য়ে
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী যা' কিছু তোমার,
তা' যদি গ্রহণ কর—
তা' ভালই,
কিন্তু ঐ জীবনদাঁড়া
ও সাত্বত কৃষ্টি হ'তে
এক পা-ও ন'ড়ো না ;

ধৃতিচলনই ধর্ম্ম,
ধৃতিচলন যেখানে যত
সুনিষ্ঠ ও সুনিয়ন্ত্রিত—
জয়ও সেখানে তত জীয়ন্ত তাৎপর্য্যশীল ;
—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ
পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"। ৮১৬৭।
১৫।৪।১৯৫৭, বিকাল ৪-২০

নাম করা মানেই
নিজেকে আনত বা নমিত করা,
যখনই নাম করবে—
ঠিক যেন স্মরণ থাকে—
নামীতে আনত হ'য়ে তা' করবে,
আনতি নিয়ে তা' করবে,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
নামীর চিন্তা ও ভাবভঙ্গী
ও চর্য্যা-চলন ইত্যাদিকে
সঙ্গে-সঙ্গে মনন করতে
কসুর করবে না
এবং নিজের অন্তঃকরণের ভিতর-দিয়ে
সেগুলি চরিত্রে যা'তে প্রতিফলিত হয়,
তেমনতর সক্রিয়তা নিয়ে
করতে থাকবে,
তেমনতর নাম করা
তোমার জীবনস্রোতকে ছন্দায়িত ক'রে
তোমার বৈশিষ্ট্যের
বিশেষ বিনায়নে
জীবনকে প্লবমান ক'রে তুলবে—
ঐ-অনুপাতিক চলনে
নিয়ন্ত্রিত করতে করতে ;

নামীকে বাদ দিয়ে
নামে আনতি থাকলে
সেটা কিন্তু তদ্‌গুণ-উচ্ছলতায়
তোমাকে প্লাবিত ক'রে তুলতে
নাও পারে ;
নাম করার মরকোচই হ'চ্ছে এই ;
তাই, যখন নাম করবে--
তখন যদি কেউ
কোন কটু কথা কয়
বা পরিবেশ থেকে
কোন কটু ব্যবহার আসে,—
তুমি শিষ্ট ও সুষ্ঠুভাবে
তার উত্তর দিও ;
আর, যদি কেউ
শিষ্ট ও সুষ্ঠুভাবাপন্ন হ'য়ে কথা কয়,—
আচার-ব্যবহার সব নিয়ে
তুমি সৌজন্যপূর্ণ শিষ্ট ব্যবহার
তো করবেই,
আর দেখবে—
তার
কিংবা তার সম্বন্ধে কোন কিছুর
পরিচর্য্যা করতে পার কিনা !
অবশ্য, সব সময়ে
বিহিত রকমে
সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করতে পারাই তো
তোমার পক্ষে সব চেয়ে ভাল। ৮১৬৮ ।
১৫।৪।১৯৫৭, রাত ১০টা

সাত্ত্বিক চর্য্যাকে কুয়াশাচ্ছন্ন রেখে
যে-কোন বাদ, শাসন
বা তন্ত্রই হো'ক না কেন,

সবগুলি যে ভুয়ো,
একথা কিন্তু ঠিক—
মনে রেখো ;
সাত্ত্বিক চর্য্যা বাদ দিয়ে
যে ভোগ-আড়ম্বর
তা' ঐশ্বর্য্যের হামলা নিয়ে
দাম্ভিক গৌরবের
রাহাজানি বা মহাজনী চলন,
—তা' কিন্তু সর্ব্বনাশের,
তাই সাবধান ! ৮১৬৯ ।
১৫।৪।১৯৫৭, রাত ১০-১৫

কোথায় কখন কেমনভাবে
কী বিপদ হ'তে পারে—
তা' এঁচে নিয়ে
যিনি আগে থেকেই
তা'র নির্ব্বিরোধ নিরোধ
অথবা অবস্থানুযায়ী উপযুক্ত নিরোধ
সৃষ্টি ক'রে
তাকে অসম্ভব ক'রে তুলতে পারেন—
সাত্বত চলনকে অব্যাহত রেখে,—
তিনিই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ধীমান। ৮১৭০ ।
১৭।৪।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-৪৫

কার উপলক্ষে
বা কোন্ উপলক্ষে
কী কথা কেমন ক'রে বলা উচিত,
কোন্ কোন্ জিনিসপত্র
কেমনতর ত্বারিত্য নিয়ে
সুবিন্যস্ত ক'রে

উপযুক্ত স্থলে
অর্থাৎ যেখানে রাখলে
যা'র দরুন রাখছ
তার সুবিধা হয়,
সঙ্গে সঙ্গে সবারই সুবিধা হয়—
এমনতর বিবেচনার সহিত
যদি না রাখ
এবং তৎ-সম্পর্কে যা' করণীয়
সেগুলি যদি নিষ্পন্ন না কর,
তোমার ধী
সক্রিয় বিন্যাসে
সমীচীনতায়
সাম্য লাভ করবে না কখনও,
তোমার জানাশুনা যতই থাক্ না কেন,
সক্রিয় বাস্তবতায়
তুমি কিন্তু বেকুব ;
তাই, সৌষ্ঠব ও ত্বারিত্যের
সুবিনায়িত অনুশীলনে
অবস্থা ও প্রয়োজন বোধে
কোথায় কেমন ক'রে
কী করতে হবে,
মাথায় নিয়ে বোঝ ও কর,
এই অনুশীলনাই তোমাকে
দক্ষ ধী-সম্পন্ন ক'রে তুলবে। ৮১৭১।
১৭।৪।১৯৫৭, রাত ৭টা

বস্তু, বিষয় বা ব্যাপারের
সন্তুতি,
সংস্থিতি
ও তা'র পরাবর্ত্তন বা পর্য্যাবর্ত্তন

দেশ-কাল-পাত্রের পরিপ্রেক্ষায়
বুঝে, জেনে
তা'কে তেমনতরভাবে
সার্থক সঙ্গতির সহিত
নিদ্দেশিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন
যিনি যতখানি—
তিনি ত্রিকালজ্ঞও ততটুকু ;
আর, এ যা'র যত সুদূরপ্রসারী
ও সুবিনায়িত,
ত্রিকালদর্শিতাও তা'র তত
সম্যক ব্যবস্থিতি-সম্পন্ন । ৮১৭২ ।
১৮।৪।১৯৫৭, বেলা ১১-৩০

কুলকৃষ্টিতে
বিপর্য্যয়, বিকৃতি
বা সুষ্ঠু সামঞ্জস্য
কোথায় কতখানি
তার নিদর্শন হ'চ্ছে—
চারিত্রিক লেখার ভিতর
কার কতখানি
নমনীয়তা বা অনমনীয়তা,
সুষ্ঠু সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্য
বিদ্যমান । ৮১৭৩ ।
২০।৪।১৯৫৭, সকাল ৮-৪০

বিশ্বসত্তার ভর্গতেজ—
যিনি অস্তিত্বের মর্ম্মস্থলে অবস্থিত হ'য়ে
অবস্থানুক্রমিক চেতনায়
সন্দীপ্ত ক'রে
ব্যষ্টিসত্তাকে ধারণ-পালনায় সম্বৃদ্ধ ক'রে
জীবনে আধিপত্য ক'রে

তা'র অধিপতি হ'য়ে রয়েছেন,
তিনিই তোমার জীবন-প্রভু,
কারণ, তোমার এই হওয়াতে
প্রকৃষ্টভাবে হ'য়ে আছেন তিনি,
তাই, তিনি যেমন বিশ্বের অধিপতি,
তোমার সত্তারও অধিপতি তেমনি,
সাত্বত দেবতা তিনি তোমার ;
তাঁকে অনুধাবন কর
সবার ভিতরে,
সাত্ত্বিক বেদীতে তাঁকে নমস্কার কর। ৮১৭৪।
২০।৪।১৯৫৭, বিকাল ৪-২০

ব্যক্তি যদি
ইষ্টনিষ্ঠ বর্দ্ধন-পরিচর্য্যায়
উন্নতিতে অবাধ হ'য়ে না উঠল,
তোমার সামাজিক পরিচর্য্যার অর্থ কী
তা' কি বোঝা যায় ?
ব্যক্তি নিয়ে সমাজ,
আর, সমাজ সংহত হয়
ইষ্টনিষ্ঠার ভিতর-দিয়ে,
আর, ইষ্টনিষ্ঠাই কল্যাণ-নিষ্ঠা—
কল্যাণ-পরিচর্য্যা,
তা' থেকেই আসে কৃষ্টি,
যা'র পরিচর্য্যা
সত্তাকে বিনায়িত ক'রে
পোষণপুষ্ট ক'রে তুলতে পারে ;
নয়তো ঐ সেবা
ধোঁয়ার গুলতানি মাত্র,
স্বার্থ-সন্ধিৎসুতার ধাপ্পাবাজি ছাড়া
তা'র সার্থকতা কোথায়
খুঁজে পাওয়া কঠিন ;

আবার, আত্মসংস্কার-বিহীন সমাজসেবা
সাত্বত পন্থা হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে
প্রতিক্রিয়াশীল একদেশদর্শিতায়
বিশৃঙ্খলা ও বিকৃতিকে ডেকে আনা ছাড়া
আর কী করতে পারে
তা'ও ঠাওর পাওয়া যায় না। ৮১৭৫।
২০।৪।১৯৫৭, রাত ৮টা

মানুষের কুলকৃষ্টির
সৌষ্ঠব-অন্বিত চলন
বা বিকৃতি-বিড়ম্বিত অনাসৃষ্টির
ব্যত্যয়ী বিকাশ,
যা'র ভিতর-দিয়ে
জৈবী-সংস্থিতি
জীবনে সংস্থিত হ'য়ে
জীবন-বিকীরণার ভিতর-দিয়ে
পুরুষানুক্রমিক
বা ঐ বিকৃতি-অনুক্রমিক
যে-রেখাগুলির সৃষ্টি ক'রে থাকে,
বাহিরের সংঘাত-অনুপাতিক
সে তেমনতর
উদ্বেলিত বা উত্তেজিত হ'য়ে থাকে,
বা সাম্য সন্দীপনায়
সেগুলিকে সহ্য ক'রে
বিনায়িত ক'রে চলে,
স্বাভাবিক যোগ্যতাও
তেমনতর হ'য়ে থাকে তা'র ;
সমীচীন সঙ্গতিশীল কুলকৃষ্টি হ'তে
যে জৈবী-সংস্থিতির উদ্ভব হ'য়ে থাকে
তা' সবগুলির সামঞ্জস্য নিয়ে
অচ্ছেদ্য শ্রদ্ধার সৃষ্টি ক'রে

জীবনকে
তেমনতর উপঢৌকনে বিভূষিত ক'রে তোলে—
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী সাম্যচলন নিয়ে,
তা' সে যে-কোন অবস্থায় পড়ুক না কেন ;
আবার, অশুদ্ধ বা বিকৃত কুলাচার যা'র—
সে
দুঃখ, সংঘাত বা প্রলোভনের ভিতর প'ড়ে
ভয়, লোভ, অসহিষ্ণুতা
বা অকৃতজ্ঞতা ইত্যাদি
তমোরেখার প্রাধান্যে
শ্রেয়-শ্রদ্ধা হ'তে চ্যুত হ'য়ে
নিজেকে দুষ্কৃতির ইন্ধন ক'রে তোলে ;
তা'র গুণগুলিকে সে
সঙ্গতিশীল অর্থনায়
বিনায়িত করতে পারে না,
হয়তো সে পণ্ডিত হ'য়েও
চৌর্য্যস্বভাব-সম্পন্ন,
কিংবা বিচারপতি হ'য়েও
লাম্পট্যস্বভাবদুষ্ট,
অকৃতজ্ঞ,
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়হারা হ'য়ে
একটা বিকট বিকৃতি নিয়ে
ঐ জাতীয় তৎপরতায়
মত্ত হ'য়ে চলে,
মিথ্যা আত্মগৌরবে
নিজেকে বিভূষিত করতে চায়,
আবার, যাকে ধ'রে
সে বিভূষিত হয়
তাকে অবজ্ঞা করতেও কসুর করে না,
দাসদাসীর মত
অবলেহী বৃত্তি তাকে পেয়ে বসে ;

মেয়েই হো'ক,
আর পুরুষই হো'ক,
এমনি ক'রে
নিষ্ঠা ও চারিত্রিক সাম্যকে
হারিয়ে ফেলে ;
ফল কথা,
সব হৃদয় দিয়ে
সব কর্ম্ম দিয়ে
কোন-কিছুতে
তা'র সমস্ত দুনিয়াকে
সংহত ক'রে তুলে
সার্থক করতে পারে না ;
এগুলি দেখে বোঝা যায়—
তা'র নিজের জীবনে
কৃষ্টিগত সাম্য
অথবা বিকৃতি-বিড়ম্বিত
ব্যত্যয়ী অনাসৃষ্টি
কোথায় কেমন ক'রে
কী রূপ ধ'রে
পারিবেশিক বা পারিস্থিতির
সংঘাতের ভিতর আত্মপ্রকাশ করছে ;
আবার, যেখানে কুলগত বা কৃষ্টিগত সঙ্গতি
মোটামুটি ঠিক আছে,
অথচ বিবাহ-সঙ্গতি সুবিহিত নয়,
সেখানে জীবন-পরিস্রবা কৌলিক গুণ-রেখাগুলির মধ্যে
কিছু-কিছু রেখা অপুষ্ট থাকবেই,
ফলে, ঐ বংশের জাতকদের মধ্যে
ভাবা, বলা, করার সুষ্ঠু সঙ্গতি
পরিলক্ষিত হবে না,
এবং কুলগত বিশিষ্ট গুণগুলির
ব্যঞ্জনাও ক্ষীণতর হ'তে থাকবে,

তবে জৈবী-সংস্থিতির
বিকৃতি থেকে
এ-রকমটা ঢের ভাল,
এবং সহজে নিরাকরণযোগ্য ;

একটু লক্ষ্য করলেই এ সব ধরতে পারবে,
এমন-কি, তুমি যদি চেষ্টা কর
ও ধীইয়ে দেখার অভ্যাস কর,
মানুষের রকম-সকমগুলিকে
অনুধাবন ক'রে
তুমি নির্ভুলভাবে ব'লে দিতে পারবে—
কে কেমন
আর কীই বা হ'তে পারে সে জীবনে। ৮১৭৬।
২২।৪।১৯৫৭, রাত ৮-২০

স্থাস্নু-চরিষ্ণুর লীলায়িত
আলিঙ্গন ও গ্রহণের ভিতর-দিয়ে
যে একায়িত উদ্দীপনা—
এক অদ্বিতীয়ের সলীল বিভঙ্গী,

সেই সলীল উৎসৃজনই হ'চ্ছে
যা' কিছুর আদিম তথ্য,

আর, অমনি ক'রেই
বহুর একায়ন-গতি
বহু বিভঙ্গীতে উৎসৃষ্ট হ'য়ে
বৈশিষ্ট্য-বিনায়িত বিশ্বে
পরিব্যাপ্ত হ'য়ে চলেছে—

ঐ একায়িত আবেগ নিয়ে
সুক্রিয় তৎপরতায়,
অস্তিবৃদ্ধির উদয়নী অরুণ-উৎসারণে। ৮১৭৭।
২৩।৪।১৯৫৭, সকাল ৯-১৫

মনে রেখো—
সাত্বত চলনই তোমার জীবন-চলন,
এই সাত্বত চলন যতই
সৌষ্ঠব-সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে—
জীবনীয় যা'-কিছু করণীয়
তা'র অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে,—
তুমিও সুষ্ঠু জীবনের
অধিকারী হ'য়ে চলবে ততই ;

মনে রেখো—
জরা, মৃত্যু, ব্যাধি
বা সাত্বত চলনার বিকৃতির অপনোদনও
অসম্ভব নয় কিন্তু,
কোন কিছুই অসম্ভব ব'লে
হাল ছেড়ে দিও না,
বেঁচে থাক,
বেড়ে চল,
উচ্ছল অনুচর্য্যায় পরিবেশকেও
তেমনি ক'রে তোল
যাতে সবাই ঐ সাত্ত্বিক চর্য্যাপরায়ণ হয় ;
সংগ্রথিত হও—
সবার প্রতি অনুকম্পী ভাবানুকম্পিতার ভিতর-দিয়ে
যা'তে সবাই অমৃত আহরণ ক'রে
পারিজাত উপঢৌকনে
প্রত্যেককে প্রকৃষ্ট ক'রে তুলতে পারে ;
এমন চলনায় চল যে,
একদিন
'অমৃতস্য পুত্রাঃ' হ'য়ে
নতি-গৌরবের সহিত
সবাইকে কর্ম্ম ও জ্ঞানে গরীয়ান ক'রে

নিজেরা হ'য়ে উঠতে পার
তেমনি । ৮১৭৮ ।
২৩।৪।১৯৫৭, সকাল ৯-২০

তোমার ইষ্ট বা প্রেয় যিনি,
তাঁর অভিপ্রায়
ঠিক-ঠিক মত বুঝতে চেষ্টা ক'রো—
সমীচীন সন্ধিৎসা নিয়ে,
এবং নিজেকে নিয়োজিত ক'রো
তা'র আপূরণে,
বিশেষতঃ তাঁর নিদেশ
কখনও অবহেলা ক'রো না,
ত্বরিত বেগে সম্পন্ন ক'রো তা',
আর, সে-সম্পাদন যেন
উপচয়ী শুভ-সন্দীপী হয়,
দেখে নিও—
তোমার ভবিষ্যৎ কী হ'য়ে পড়ে ;
আর, যদি কোন বিবেচনা বা অনুকম্পায়
তাঁর অভিপ্রায় ও নির্দ্দেশকে
অগ্রাহ্য কর,
বুঝে রেখো—
ঐ প্রবৃত্তি তোমার
এমনতর বিপদ সৃষ্টি করবে,
যা' উত্তীর্ণ হওয়া
তোমার পক্ষে দুরূহ হ'য়ে উঠবে,
যা'ই কর
সন্ধিৎসু চক্ষু ও ধী নিয়ে
বেশ ক'রে হিসাব ক'রে ক'রো । ৮১৭৯ ।
২৬।৪।১৯৫৭, সকাল ১০-৩০

মনে রেখো—
যে
যে-কোন দিক দিয়ে
যত বড়ই হো'ক না কেন,
আবার যত ছোটই হো'ক না কেন,
সুনিষ্ঠ অনুশীলনায়,
তপোনিরতি নিয়ে,
হাতেকলমে অনুভব ক'রে
সে যদি
বর্ত্তমান বা অধুনাতন
প্রিয়পরম বা পুরুষোত্তম যিনি
তাঁর ব্যক্তিত্ব, বাণী
ও অনুচলনী তাৎপর্য্যের সাথে
প্রাচীন প্রিয়পরম বা পুরুষোত্তমদের
বাণী বা ব্যক্তিত্বের
সার্থক সঙ্গতির প্রদীপনায়
দেশকালপাত্র-ভেদে
সব অবস্থা ও উৎকর্ষকে
অনুধাবন ক'রে
তথ্য-অন্বিত সঙ্গতির সার্থকতায়
আসতে না পারে,
তার বোধায়িত অনুভবের
উদয়নী তাৎপর্য্যে
সব যা'-কিছু
ঐ বর্ত্তমান বা অধুনাতনে
শুভ-সন্দীপনী সঙ্গতির
সার তত্ত্বে
যদি বিনায়িত না হ'য়ে ওঠে,
তার তপশ্চারণা
যতই কঠোর বা নগণ্য হো'ক না কেন,
সে কৃতকার্য্য কিছুতেই হ'তে পারবে না ;

—কারণ, তা'র বোধি-বিভব
প্রাজ্ঞ লেখায়
বিন্যাস লাভ ক'রে
ব্যক্তিত্বেই সংহত হ'তে পারবে না,
হবে কতকগুলি
ভাবালুতার ভড়ংদারী
অনাসৃষ্টির উৎক্রমণ,
যা' মানুষকে বিক্ষিপ্ত ও বিভ্রান্ত ক'রে
বোধায়তনকে
সঙ্গীতিশীল ব্যাপ্তিতে
বিস্তার লাভ করতে দেয় না ;
তাই, একটা ছন্ন জ্ঞানাভিমান
বিভ্রান্তির সৃষ্টি ক'রে
তাকে তো দুঃস্থ ক'রে তোলেই—
অন্যকেও বেতালতপা ক'রে তোলে—
বেচাল বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ক'রে ;
বিবেক-চক্ষু নিয়ে
বুদ্ধিমত্তার সহিত
হিসেব ক'রে দেখো,
অযথা বিধ্বস্ত হ'তে যেও না । ৮১৮০ ।
২৬।৪।১৯৫৭, রাত ৮-৪৫

কৃতী যা'রা সর্ব্বতোভাবে,
তারাই জ্ঞাননায়ক,
তাদের বহুদর্শী প্রজ্ঞাই
জীবন-চলনার পাথেয় । ৮১৮১ ।
২৭।৪।১৯৫৭, সকাল ৭-২৪

পরিবেশের অস্তি ও বৃদ্ধির সঙ্গে
ব্যক্তির যেখানে
সার্থক সমঞ্জস সঙ্গীতির

অমৃত সংস্রব নাই,
অর্থাৎ সঙ্গতিশীল অনুশীলনাত্মক
বর্দ্ধন-পরিচর্য্যা—
যা' অমৃত আবাহন করে—
তা' যেখানে নাই
বা তার ব্যত্যয় যেখানে,
সে-নীতির যে কী তাৎপর্য্য
তা' বোঝা দুরূহ,
বিশেষতঃ স্থিতিচাহিদাশীল
অস্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব যাদের আছে
তাদের পক্ষে,
অর্থাৎ 'আমি আছি ও থাকতে চাই'
—এতটুকু চেতনা ও বোধ যাদের আছে
তাদের পক্ষে ;
কারণ, প্রত্যেকে বাঁচতে চায়—
স্বস্তি ও স্বধা নিয়ে,
অসৎ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে,
উন্নতিকে অবাধ ক'রে,
আর, যাঁ'রা তা' চায়,
তাঁ'রা এও বোঝে যে,
নিজেরা তেমন থাকতে গেলে
অন্যকেও রাখতে হবে অমনতর,
তাই, এই সক্রিয় পারস্পরিকতার ভিতর-দিয়েই
সবাই স্বস্থ থাকে,
নচেৎ কা'র ভাল কে দেখে ? ৮১৮২ ।
২৭।৪।১৯৫৭, বেলা ১১টা

জিনিসপত্রগুলি
এমনভাবে রাখ,
বলাগুলি
এমনতর বিনায়নে বল,

করাগুলি
এমনিভাবে কর,
তোমার চলনগুলি
এমন তালে নিয়ন্ত্রিত কর,
যাতে কোনরকম বাদ-বিবাদের
সৃষ্টি না হয়
বা ঠোকাঠুকি লেগে
কোনপ্রকার আপদকে
আমন্ত্রণ করা না হয় ;
সন্ধিৎসাপূর্ণ ধী-র সহিত
একটু নজর রেখে চললেই
এগুলিকে
অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে,
কর—
সুবিধা পাবে অনেক। ৮১৮৩।
২৮।৪।১৯৫৭, বেলা ১১-২৫

ইষ্টার্থসন্দীপী অনুনয়নায়
যখন তুমি তোমাকে
কথায়-বার্ত্তায়,
আচার, ব্যবহার, অনুচর্য্যায়,
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায়,
করণীয় যা' কিছুর
শুভ বিন্যাস-সজ্জায়
সুন্দর ক'রে তোল,
—আবার, বাড়ীঘর ও প্রয়োজনীয় আসবাব,
পরণ-পরিচ্ছদের জিনিসপত্র ইত্যাদি
সুবিনায়নে সুব্যবস্থ ক'রে
পরিবার-পরিজন ও পারিপার্শ্বিককেও
ঐ অমনতর সুন্দর বিনায়নে
সুবিন্যস্ত ক'রে তুলে চল যখন—

শুভ-সন্দীপী মাঙ্গলিক অভিসারে
পারস্পারিক অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে,
প্রয়োজন ও প্রস্তুতির সমীচীন বিন্যাসে,
আপদকে নিরোধ ক'রে,—
তখনই বুঝবে—
তুমি শিবসুন্দরে
বাস্তব উপাসনা-নিরতি নিয়ে চলেছ ;
তাই, দুঃখকষ্ট যা'-কিছু
সেগুলিকেও আদরণীয়
মাঙ্গলিক বাস্তবতায়
বিনায়িত ক'রে তুলতে চেষ্টা ক'রো—
সম্যক বোধনা, ধী ও দক্ষতাকে
উৎসারিত ক'রে,
সুদক্ষ হ'য়ে বাস্তব চলনে ;
এমনি ক'রে সর্ব্বতোভাবে
সুঠাম ইষ্টার্থ-উৎসারণায়
উৎসর্জ্জিত হও,
কর্ম্মসন্ন্যাস তোমার
সার্থক হয়ে উঠুক তাঁতেই,—
দেখতে পাবে—
স্বস্তি, স্বধা ও তৃপ্তি
তোমাকে কত রকমেই না অভিনন্দিত করছে। ৮১৮৪।
২৮।৪।১৯৫৭, রাত ১০টা

অদম্য নিষ্ঠায়
আচারে-ব্যবহারে, বিহিত বিবেচনায়,
কথায়-কাজে,
দয়ায়-দাক্ষিণ্যে,
অনুচর্য্যী তৎপরতায়
বোধায়নী দক্ষ দীপনায়
সার্থক অন্বিত সঙ্গীতিতে

বৈশিষ্ট্যপালী অভিনিবেশ নিয়ে
যাঁর ব্যক্তিত্ব যেমনতর,
শ্রেষ্ঠও তিনি তেমনি ;
আর, শ্রেয় বা শ্রেষ্ঠ যাঁরা
তাঁরা চিরদিনই সবারই নমস্য ;
অশ্রেয়কে শ্রেষ্ঠ-সম্বর্দ্ধনা দিয়ে
তাকে যদি
উদ্বর্দ্ধনী নেতৃত্বের পদে আবাহন কর,
তাহ'লে ঐ অশ্রেয়ের
চারিত্রিক উদ্দীপনাই
সবাইকে উদ্দীপ্ত ক'রে
ব্যক্তি ও সমাজকে
তদ্‌ভাবে অনুপ্রাণিত
ও সক্রিয় ক'রে তুলবে,
যা'র ফলে
বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে উঠবে ;
তাই সাবধান !
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
লোক-আদর্শ বা লোকনেতা যিনি
তাঁর দ্বারা
নিয়ন্ত্রিত বা নীত নয় যারা,
আদর্শহীন যা'রা সক্রিয়ভাবে,
তাদিগকে
আদর্শ বা নেতৃত্বের পদে
খাড়া করতে যেও না,
ব্যক্তি, সমাজ বা জাতি
তাহ'লে খোঁড়া হ'য়ে যাবেই । ৮১৮৫ ।
২৯।৪।১৯৫৭, সকাল ৮-১০

জমি, জীবন ও তা'র পোষণরক্ষণী যা' কিছু
তা' ব্যক্তির,

আর, যা' সে এদের সাহায্যে
আহরণ করে,
তা'ও তা'র—
অন্ততঃ সাত্বত স্থিতি ও স্থায়িত্বের জন্য
যেমন প্রয়োজন ;

তা' রাজারও নয়,
শাসন-সংস্থারও নয়
বা অন্য কারো নয়,

তবে তা' সংরক্ষণের জন্য
সে যা'কে দেয়—
রাজাই হো'ক,
শাসন-সংস্থাই হো'ক
বা অন্য যে-কেউই হো'ক,
সে তা'র প্রতিভূ হ'তে পারে মাত্র ;

তবে সে যদি রাজাকে,
শাসন-সংস্থাকে
বা অন্য কাউকে
দান বা বিক্রয় করে,

তবেই সে বা তা'রা
তা'র অধিকারী বা মালিক হ'তে পারে । ৮১৮৬ ।
২৯।৪।১৯৫৭, বিকাল ৫-৪৫

প্রকৃতিকে বিপর্য্যস্ত করতে যেও না,
বরং তাকে
সাত্বত কৃতি-সম্পন্ন ক'রে তুলো,
আর, প্রকৃত হওয়ার
প্রাকৃতিক পন্থাই তো এই । ৮১৮৭ ।
২৯।৪।১৯৫৭, রাত ১০টা
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

সাধুত্ব মানেই—
সুকেন্দ্রিক ইষ্টায়নী তৎপরতায়
সাত্বত করণীয় যা'-কিছু,
সেগুলিকে নিষ্পন্ন ক'রে
কৃতী হওয়া,
এই সাত্বত কৃতিত্বই সাধুত্ব। ৮১৮৮।
৩০।৪।১৯৫৭, বিকাল ৪-৫০

অনুচর্য্যী ব্যবস্থিতির সঙ্গে
যত সময় পরিচয় না হয়—
সক্রিয়ভাবে,—
তত সময় কাজের সঙ্গে
পরিণয়ই হয় না। ৮১৮৯।
১।৫।১৯৫৭, সকাল ৮-১৫

কোন তথ্যের তত্ত্ব-বিন্যাসগুলিকে
যতক্ষণ না
বিহিত বিন্যাসে
তা'র প্রতিটি যা'-কিছু সহ
অন্বিত সঙ্গতির শ্রেয়-অর্থনায়
বাস্তবায়িত মূর্ত্তনায়
সুমূর্ত্ত ক'রে তুলতে পারছ—
যেখানে যেটুকু যেমনতরভাবে লাগে,
তদনুগ রকমে,
তা'র স্বাভাবিক সংযুক্তি নিয়ে,—
বুঝে নিও—
তোমার তদনুগ জানা বা জ্ঞান
বিহিত বেষ্টনীর আওতায় এসে
বৈশিষ্ট্যমাফিক

মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতে পারে নি ;
—তখনও কিন্তু খাঁকতি । ৮১৯০ ।
২।৫।১৯৫৭, সকাল ১০টা

কেবল আলোচনা-বহুল হ'তে যেও না,
অর্থাৎ আলোচনা-বিলাসী হ'তে যেও না,
বরং সমীচীন কৃতি-বহুল হও,
আলোচনা কর অতটুকু পর্য্যন্ত
যাতে সুসন্ধিৎসু দক্ষ বোধনা নিয়ে
অনুশীলন করতে পার,
আর, যা'তে অনুশীলনী অনুচর্য্যা
কখন কী ক'রে, কিরকমে
পরিণত হ'তে পারে
তা'র ধারণা পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে
তোমাতে ;
নতুবা, করার ক্ষুধা কমিয়ে দিয়ে
কেবল বলা বা শোনার ইচ্ছাকেই
বাড়িয়ে তোলা কি ভাল ?
তাই কর,
চতুর হ'য়ে চল,
আর, চতুর মানেই
চৌকষ চলনে চলা । ৮১৯১ ।
২।৫।১৯৫৭, বেলা ১১-৩০

সার্থক অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে
কৃতি-পরিচর্য্যায়
যেমনতর হবে তুমি
প্রভাবও হবে তোমার তেমনি—
তা কথাবার্ত্তায়,
চালচলনে, আচার-নিয়মে
অনুচর্য্যী অনুবেদনায়,

অন্তর-বাহিরের বিন্যাস নিয়ে
বিনায়িত হ'য়ে,
আর, অনুশীলন-উদ্দীপ্ত ব্যক্তিত্বে
বাস্তবতায়
এই হওয়ার ভিতর-দিয়ে
তোমার আত্মিক বিকিরণাও
তেমনতরভাবে বিচ্ছুরিত হবে ;
প্রভাব মানেই হ'চ্ছে
প্রকৃষ্টভাবে হওয়া—
তা' তুমি ভালই হও
বিন্যাস-বিনায়িত হ'য়ে,
আর, মন্দই হও
বিচ্ছিন্ন বিক্ষুব্ধতা নিয়ে ;
তাই, প্রভাব মানে
যাদুমন্ত্র নয়,
অনুচর্য্যী যত্নের ভিতর-দিয়ে
সার্থক অন্বিত সঙ্গতিতে
বিনায়িত হওয়া,
আর, বিনায়িত হ'য়ে
যেমনতর আচার-ব্যবহার ইত্যাদি
হ'য়ে ওঠে—তাই,
আর, ওকেই বলে প্রভাব ;
হও,
প্রভাবও তোমার
প্রভূত হ'য়ে উঠুক । ৮১৯২ ।
২।৫।১৯৫৭, রাত ৯-২০

তোমার বাড়ী সকলের গর্ব্ব হোক,
আর, সবার বাড়ী
তোমার গৌরবমাল্য হ'য়ে উঠুক । ৮১৯৩ ।
৪।৫।১৯৫৭, সকাল ১০-১০

মহতের অনুভবাত্মক অনুবোধনা
তাঁদের চরিত্রকে বিনায়িত ক'রে
চর্য্যায় প্রকটিত হ'য়ে
কৃতি-উৎসারণী তৎপরতায়
তাঁদের বাণীতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
ঐ বাণী ও চর্য্যা
তৎ-শ্রদ্ধ পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে
উদ্দীপ্ত ক'রে
জীবনীয় তাৎপর্য্যে
তাদিগকে সংগ্রথিত ক'রে
সঙ্ঘের সৃষ্টি ক'রে থাকে—
পারস্পরিক সত্তাপোষণী পরিচর্য্যায়
প্রত্যেককে প্রদীপ্ত ক'রে তুলে ;
মহতের ব্যক্তমূর্ত্তি
যদিও চিরস্থায়ী হ'য়ে ওঠে না,
কিন্তু ঐ বাণী ও চর্য্যা-উৎসৃত প্রভাব
যা' সবাইকে
সত্তায় সন্দীপ্ত ক'রে
প্রভাবিত ক'রে চলে,
সেগুলি জীয়ন্তই হ'য়ে থাকে অনেকদিন—
ঐ প্রত্যেকের ভিতর
প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য-অনুক্রমায় ;
এমনি ক'রেই মহৎ জীবন
প্রত্যেক জীবনকে
জীয়ন-দীপনায়
উদ্দীপ্ত ক'রে চলে,
যতদিন ঐ মহৎ পুরুষ ও তাঁর বাণী
ও চর্য্যার প্রতি
মানুষ সক্রিয় অনুগতি-উচ্ছল হ'য়ে চলে ;
আবার, সাধারণের ভালমন্দ বোধনা ও কর্ম্মও
মানুষকে সংঘাতবিধুর ক'রে

তেমনতরই চলনায়
প্রবৃত্ত ক'রে থাকে,
কিন্তু ঐ মহৎ বাণী
ও মহৎচর্য্যাস্মৃতিই হ'চ্ছে
তা'র জীবনীয় উদ্ধাতা ;
এমন কি কোথাও দেখা গেছে—
বাণী ও বোধনা
ব্যক্তির উদ্দীপনী প্রভাব ছাড়া
আপনা-আপনি
কোথাও আবির্ভূত হ'য়েছে ?
—তা' হয় নাই,
হবেও না ;
তাই, মহৎই মানুষের আদর্শ,
আর সেইজন্য
মানুষ নিজের জীবনলেখাকে
তাঁর ভিতর দেখতে পায়,
আর, ঐ দেখাই
তাদিগকে অনুপ্রাণিত ক'রে
অস্থিবৃদ্ধির অনুলেখনী অঙ্কনে
প্রবৃত্ত ক'রে তোলে,
তা'রা চলতে চায়,
চলতে চেষ্টা করে
সেই পথে ;
তুমি যদি আহাম্মক
অহঙ্কার-পরামৃষ্ট হ'য়ে থাক,
হয়তো বলতে পার—
ঐ ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে
ঐ বাদের উপাসনাই
তোমার পাথেয় হ'তে পারে ;
কিন্তু ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে
বাদও নেইকো,

আর, সে-বাদের উপাসনায়
তা'র অনুগতিও
অনুসৃত হ'য়ে উঠতে দেখা যায় নি
কখনও,
ব্যক্তিত্ব ছাড়া
কোথাও কোন আন্দোলন
দানা বেঁধে উঠেছে—
এমনতরও দেখতে পাওয়া যায় নি ;
তাই, মহৎ হ'য়ে থাকুন
তোমার আদর্শপুরুষ,
আর, তিনি চিরদিন
তাঁর বাণীর ভিতর-দিয়ে
তোমার জীবন-চলনার
নিয়ামক হ'য়ে থাকুন,
ঐ বাদ বা বাণীই হো'ক
তোমার পাথেয়,
তদনুগ অনুশীলনা
সম্বল হো'ক তোমার,
কল্যাণের অঢেল উৎস হ'য়ে থাকুন
তিনি—
তোমার অন্তরদ্যুতিতে। ৮১৭৪ ।
৪।৫।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-৩০

দীর্ঘসূত্রী হ'য়ো না,
যখন যা' ক'রে ফেলতে হবে,
তখনই তা' ক'রে ফেল,
গাফিলতি ক'রো না তাতে ;
যদি গাফিলতি কর,
যখনকার যা'
তখনই যদি তা' না কর,
অভ্যাস এমনতর ব্যবধান সৃষ্টি করবে,

যে, তুমি তোমার সময় বা সুবিধা-মত
তা' ক'রে ফেললেও
তাতে কোন ফয়দা হবে না ;
তাই বলি—
দীর্ঘসূত্রতার সাজাই হ'চ্ছে
ক'রেও কিছু ফয়দা না হওয়া । ৮১৯৫ ।
৫।৫।১৯৫৭, বিকাল ৫টা
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

তোমার ও তোমার পরিবারের
সাত্বত পোষণার
অর্থাৎ জীবনপোষণার
যা' যা' উপকরণ
ও তা'র চর্য্যা ও চলনার যা'-কিছু
সেগুলিকে রেখে
উদ্বৃত্ত যা'-কিছু
তা' থেকে যথাসম্ভব
অন্যের সত্তা বা জীবনপোষণ
ও তদনুচর্য্যার জন্য
দিতে কসুর ক'রো না—
তোমার মজুদ, অৰ্জ্জিত
বা যা' কিছু হ'তে ;
ফলে, ঐ সাত্বত ও জীবনীয় সহযোগিতা
তোমাদের ভিতর সবল হ'য়ে উঠবে,
দৈন্যের দুরন্ত আঘাতে
জৰ্জ্জরিত হ'তে হবে না,
সবার সম্বর্দ্ধনার সাথে
তোমার সম্বর্দ্ধনাও
সম্পদশালী হ'য়ে চলতে থাকবে,
আর, পরিবেশও
তদনুগ তৎপরতায়

কৃতী হ'য়ে উঠবে,
তুমিও কৃতিকৃতার্থ হ'য়ে উঠবে ;
অন্যকে নির্য্যাতিত হ'তে দিও না,
বাঁচতে দাও,
বাড়তে দাও,
নির্য্যাতিত তুমিও হ'য়ো না,
বাঁচ, বাড়তে থাক । ৮১৯৬ ।
৬।৫।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-২০

ক্ষেত্রসমূহকে
উত্তম ফসলের জন্য
উর্ব্বর ক'রে তোল,
মানুষকেও তেমনি
উত্তমে উর্ব্বর ক'রে তোল,
জীবনকেও তেমনি নীতি-নিয়ন্ত্রণে
উর্ব্বর ক'রে তোল,
শিক্ষাকেও সার্থক সঙ্গতিতে
উর্ব্বর ক'রে তোল—
কৃতিনৈপুণ্যে ;
তবে তো ব্যষ্টি ও সমষ্টি
পারস্পরিকতার কুশল বন্ধনে
স্বাধীন ও উর্ব্বর হ'য়ে উঠবে—
শুভ-বিন্যাস নিয়ে ;
আর, স্বাধীন হওয়া মানেই
কৃতি-অনুচর্য্যায়
নিজেকে ধারণপোষণক্ষম ক'রে তোলা
এবং অন্যকেও তাই ক'রে তোলা ;
গোড়ার কথাই হ'চ্ছে—
প্রাজ্ঞ অভিনিবেশে
সবাইকে সব দিক দিয়ে
তা'র বৈশিষ্ট্যানুপাতিক পোষণ-বর্দ্ধনায়

শ্রেয়কেন্দ্রিক পারস্পরিক অনুচর্য্যার
প্রীতিবন্ধনে
আত্মধৃতিপরায়ণ ফুল্ল দীপনায়
উন্মুক্ত উর্ব্বর ক'রে তুলে
ব্যক্তি, সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রকে
শুভ-সম্বর্দ্ধনায়
সহজ ক'রে তুলতে হবেই ;
এই হ'চ্ছে—
সবারই মোক্তা করণীয় । ৮১৯৭ ।
৭।৫।১৯৫৭, বিকাল ৪-৩০

শ্রেয়কেন্দ্রিক নিষ্ঠা-অন্বয়ে
মানুষের জীবনসম্পদকে
ব্যক্তিগত চরিত্র-সম্পদকে
পারস্পরিক অনুকম্পী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সামগ্রিক উদ্দীপনার সহিত
সব দিক দিয়ে
যদি বাড়িয়ে না তোল,
তোমার বা তোমার দেশের ঐশ্বর্য্য
লাখ বাড়াও না কেন,
তাতে তোমরা সমৃদ্ধ হবে না,
বরং বর্ব্বরতাই সমৃদ্ধি লাভ করবে,
আর, ঐ ঐশ্বর্য্যের ভোক্তা হবে তা'রাই
যাদের ভিতরে
ঐ উন্নয়ন-দীপনা স্বতঃ-সন্দীপ্ত । ৮১৯৮ ।
৭।৫।১৯৫৭, বিকাল ৫-৫

যা'রা লোকপালী
দেশপ্রেমিক হ'য়েও
সুসন্ধিৎসু, বিজ্ঞ ও চতুর,
তা'রা জীবনের বুনিয়াদ যা'

তা'কে দুরস্ত ক'রে
অর্থাৎ জনন-নীতিকে সুব্যবস্থ ক'রে
বিজ্ঞানকুশলতায় সুবিনায়িত ক'রে
শিক্ষা-দীক্ষাকে
সার্থক অন্বয়ী তৎপরতায়
সন্দীপ্ত ক'রে
পারস্পরিক লোকবন্ধনী প্রীতিকে
উচ্ছল ক'রে তুলে
তবে সঙ্গে সঙ্গে
অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থায়
সুসংস্থ হ'য়ে থাকে ;
আর ঐ বুনিয়াদ যেখানে বেসামাল—
ঐশ্বর্য্য ইমারত তোমার
যাই হো'ক না কেন,
তা' যে মোটেই
নির্ভরতার কিছুই নয়কো,
সমৃদ্ধি-স্বার্থবাহী নয় যে মোটেই—
একটু ভেবে দেখলেই
বুঝতে পারা যায় ;
ধীর হও,
স্থির হও,
অধ্যবসায়ী হও,
জীবন-বুনিয়াদকে
ভাবানুকম্পী অনুবেদনায়
সুদৃঢ় ক'রে তুলে
অটুট ক'রে তুলে
যা'-কিছু করবার কর,
নইলে সব চাওয়া,
সব পাওয়া
কিন্তু ফাঁকিতেই পর্য্যবসিত হবে । ৮১৯৯ ।
৭।৫।১৯৫৭, বিকাল ৫-২০

আজগবী ধর্ম্মমত্ততা নিয়ে
আজগবী তত্ত্বের অবতারণা ক'রে
মানুষকে বিভ্রান্ত করে তোলার মত
আত্মপ্রতারণা কিছুই নেইকো ;
ধর্ম্ম মানেই হ'চ্ছে—
নিজের মত ক'রেই অন্যকে
ধারণে, পালনে, পোষণে,
কৃতি-সন্দীপনায়
সন্দীপ্ত ক'রে তোলা,
আর, যে-উপায়ে
যেমন ক'রে তা' হয়,
সন্ধিৎসু বোধ ও বিবেচনা নিয়ে
ধীর অনুবেদনায়
সেগুলিকে দেখে-বুঝে
তেমনি ক'রে চলা—
সুযুক্ত সার্থকতায়,
সুসংবদ্ধ কৃতিচর্য্যা নিয়ে ;
চল এমনতর,
সুখী হবে,
অন্যকেও সুখী করতে পারবে ;
ফাঁকিবাজী দাম্ভিক ধার্ম্মিকতায়
সাত্বত ধৃতি নাই,
তোমার সত্তার কোন ফয়দা নাই,
আর, তা'কে জীবনধর্ম্মও বলে না ;
যা' করতে
যেমন ক'রে যা' যা' করতে হয়,
আর, যেমন ক'রে
যা' হয় ও থাকে
তা'ই করাই তা'র ধর্ম্ম,
আর, তার জন্য
যে ধৃতি-অনুবেদনা,

আগ্রহ-উদ্দীপ্ত মদির আকাঙ্ক্ষা,
সার্থক মাঙ্গলিক অনুনয়নে
ধারণ-পালন পোষণা—
তা'ই হ'চ্ছে আসল ধর্ম্ম-অভিনিবেশ ;
তাই আবার বলি—
ধর্ম্মের নামে
কতকগুলি অপধর্ম্মের সৃষ্টি ক'রে
নিজে ফাঁকে প'ড়ো না,
অন্যকেও ফাঁকিতে ফেলো না,
তাতে সাত্ত্বিক শুভ-সম্বর্দ্ধনা নাই ;
আর, যা'তে তা' নাই—
তা' করা মানে
জীবনকে বঞ্চিত ক'রে তোলা,
আর, পাপ মানেও তা'ই ;
তাই, তথাকথিত ধর্ম্ম ধর্ম্ম নয় কিন্তু,
তাকে যা'রা ধর্ম্ম ব'লে গ্রহণ করে,
তা'রাও ধার্ম্মিক নয় কিন্তু,
অন্ততঃ সাত্বতধর্ম্মী নয়কো । ৮২০০ ।
৭।৫।১৯৫৭, বিকাল ৫-৩০

ধার্ম্মিক হও,
কৃতি-সন্দীপ্ত ধৃতিপরায়ণ হও—
সত্তাপোষণী সম্বর্দ্ধনার
সাত্বত অনুচলন নিয়ে,
সার্থক অন্বিত সঙ্গতির শুভ-তৎপরতায় ;
অপধর্ম্মের বিকৃত তথ্যে
নিজেকে আবিল ক'রে তুলো না ;
তা' কি তোমার ব্যক্তিত্বকে
সত্তায় সম্বৃদ্ধ ক'রে
শুভ সম্পদে বিনায়িত করতে পারে ?

ধার্ম্মিকতার বিকৃতি নিয়ে যা'রা চলে,
তা'রা তো বিকৃতিবিধ্বস্ত হয়ই,
অন্যের জীবনধৃতিকেও
বিকৃত করতে কসুর করে না তা'রা ;
তা' কিন্তু পাপের,
তা' কিন্তু অপলাপের,
অশ্রেয় অনুচলনের শাতনমন্ত্রপূত
আয়ুধ তা' ;
নিজেও তা' হ'তে সাবধান থেকো,
অন্যকেও সাবধান ক'রো,
তোমার জীবনে
সর্ব্বতঃ-সন্দীপনী যদি কিছু থাকে,
তা' ধারণপোষণী পূতচর্য্যা —
মনে রেখো । ৮২০১ ।
৭।৫।১৯৫৭, রাত ৭-৫২

ধর্ম্মের তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
সত্তার অন্তঃস্থ ধৃতিসম্বেগকে
অর্থাৎ ধারণ-পোষণী আকুতিকে
সৌষ্ঠব-বিনায়নে পরিচালিত ক'রে
সুব্যবস্থ ক'রে
সত্তার শারীরসঙ্গতিকে
অন্বিত অর্থনায়
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলা,
আর, সাত্বত যা'-কিছুকেও
ঐ রকমে
শুভ-সন্দীপনায়
নিষ্পাদন করা,
আর, জীবনীয় কর্ম্মগুলিকে
পূত-সন্দীপনী নৈপুণ্যে
সদাচার-সৌষ্ঠবে নির্ব্বাহ করা—

পরিবার ও পরিবেশের
সুবিনায়নী অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে,
—সত্তা কোনরকম সংঘাতে
বিক্ষুব্ধ হ'য়ে
বিচলিত ও ব্যতিক্রমগ্রস্ত হ'য়ে না ওঠে,
এমনতর সাম্য-অনুচলনে
কৃতি-দীপনী তৎপরতায়
ঐ উপাসনাগুলিকে নির্ব্বাহ করা,
যা'তে অস্তিবৃদ্ধি
পারিবেশিক সলীল আলিঙ্গনে
সৎ-উপভোগে সন্দীপ্ত হ'য়ে
সম্বর্দ্ধনার দিকে
ক্রমগতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে । ৮২০২ ।
৭।৫।১৯৫৭, রাত ৮-৩৫

তুমি যেমনতর হ'লে পাও,
তেমনতর না-হওয়াই হ'চ্ছে
না-পাওয়া,
আর, তাতেই অভাব । ৮২০৩ ।
১০।৫।১৯৫৭, সকাল ৯-২০

যিনি শ্রেয়,
মূর্ত্ত কল্যাণ যিনি,
লোকপোষী যিনি,
তাঁর সাত্বত নিদেশকে
শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতিচলনে
যে পরিপালন না করে—
বিকৃত-ব্যবস্থ অনুচলনে,
বিকৃত ব্যাখ্যায়,
অসৎ-দীপনায়
তা'তে বিভ্রান্তির সৃষ্টি ক'রে,

স্বার্থপর ধাপ্পাবাজিকে
জীবন-চলনার আয়ুধ ক'রে নিয়ে,
তাঁর সঙ্গ, সঙ্গীতি
ও তদনুগ অনুশীলন ও অনুচর্য্যায়
বিক্ষোভ সৃষ্টি ক'রে,—
তা'কে তোমাদের পরিচালক
ও পরামর্শদাতা ব'লে
গ্রহণ ক'রো না—
তা' ছোটই হো'ক
আর বড়ই হো'ক,
সে-অনুচলনে অংশ গ্রহণ ক'রো না ;
কারণ, ঐ সাত্বত নীতিতে
শ্রদ্ধাশীল হ'য়ে
সে যদি তোমার শত্রু হয়
তাও ভাল,
কিন্তু অমনতর কেউ যদি
মহামিত্রতার ভূমিকায়
অভিনয় ক'রে চলতে থাকে,
আর, তুমি যদি
সুনিষ্ঠ, সন্ধিৎসু, সতর্ক চলনে না চল—
অমোঘ নিয়ন্ত্রণে,—
তা' কিন্তু সর্ব্বনাশের ;
তোমাদের ভিতরে তা'
দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করবে,
বিদ্রোহ সৃষ্টি করবে,
অস্তি-বিধ্বংসী পতনের অদৃশ্য লেলিহান জিহ্বা
সুচতুর লেহনে
তোমাদিগকে বিষাক্ত ক'রে
সর্ব্বনাশা জহরব্রতের সৃষ্টি করবে ;
তাই, সাবধান হও,
সুসন্ধিৎসু হও,

একনিষ্ঠ শ্রদ্ধাশীল অনুনয়নকে
কখনই বর্জ্জন ক'রো না,
তোমাদের সঙ্গ ও সঙ্গীতি
সুনিবন্ধনায়
অটুট হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্,
আর, সাত্বত আশিসে
তা' পরিপ্লুত হ'য়ে উঠুক। ৮২০৪।
১০।৫।১৯৫৭, বিকাল ৫টা

অসৎ যা',
সত্তা-পরিপন্থী যা',
সত্তা ও স্বস্তিকে
সঙ্কীর্ণ ক'রে তোলে যা',
তাকে নিয়ন্ত্রণ কর
বা এড়িয়ে চল,
বা এমনতরভাবে নিরোধ কর,
যা'তে তা'র বিষাক্ততা
ছড়িয়ে না পড়ে,
কা'রও কখনও ক্ষতি করতে না পারে ;
আর, এমনতর সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে চ'লো—
সক্রিয়ভাবে,
যাতে তোমার বা অপরের
কোন ব্যাপারে
কিছুতেই বিধ্বস্ত না হও ;
মনে রেখো—
তুমি যেমনতর সুষ্ঠু অসৎ-নিরোধী,
বীর্য্যবানও তুমি তেমনি। ৮২০৫।
১০।৫।১৯৫৭, বিকাল ৫-৮

অনুশাসন-নিয়ন্ত্রিত
কৃতী অনুচলন

যখন তোমাকে
কৃতকৃতার্থ ক'রে তোলে—
শুভ সাত্বত সন্দীপনায়,—
তাই কিন্তু তোমার আশীর্ব্বাদ,
আর, তাতে যখন
তোমার গুরু, ইষ্ট বা শ্রেয় যিনি
তৃপ্ত-নন্দিত তুষ্টির সহিত
প্রীতি-নির্ম্মাল্য-স্বরূপ
কিছু দেন,
তোমার কাছে
তা'ই তাঁর প্রসাদ ;
সুনিয়ন্ত্রিত কৃতী চলন-সন্দীপ্ত হ'য়ে চল,
তাঁর তুষ্টি-অবদান
প্রসাদ-নির্ঝরে
তোমার মস্তকে তুষ্টি বৃষ্টি করুক,
আর, প্রসাদ-প্রদীপ্ত হ'য়ে চল তুমি,
প্রবর্দ্ধনা তোমাকে অভিনন্দিত ক'রে তুলুক । ৮২০৬ ।
১৩।৫।১৯৫৭, সকাল ৫-৫৭

সাত্বত নীতিতে চলাই
জন্মনিয়ন্ত্রণের শুভ পন্থা ৮২০৭ ।
১৪।৫।১৯৫৭, সকাল ৭-৪৬

অবাস্তব ধারণা যা'রা পুষে চলে,
তা'রা বিভ্রান্ত ও বিধ্বস্ত হয়
পদে পদে,
আর, বাস্তব বিশ্বস্ত দর্শন
তাদের গায়ে লাগে না ;
তাদের অপমানুষী চলন
অপমানুষী বৃত্তি
অপমানুষী ব্যবহার

অপমানদ্বষী কথা
ভ্রান্তি নিয়েই থাকতে চায় । ৪২০৮ ।
১৪।৫।১৯৫৭, সকাল ৭-৫৯

মানুষ,
মানুষ কেন,
জীবমাত্রেই
পরিস্থিতির পতুল হ'লেও
সবাই পরিস্থিতির সব প্রেরণা
যে গ্রহণ করে,
তা' নয়কো ;
তা'র বিশেষ জৈবী-সংস্থিতি তা'কে
যেমনতর উপযুক্ত ক'রে তুলেছে,
তা'র প্রবৃত্তি যখন যেমনতরভাবে
উদ্দীপ্ত বা সক্রিয়-সম্বেগী হ'য়ে রয়েছে,—
এই গ্রহণ তদনুযায়ীই হ'য়ে থাকে,
তেমনতরভাবেই
তদনুগ প্রেরণার ঢেউ
তা'কে আলোড়িত ক'রে তোলে,
আর, পরিস্থিতির ঐ প্রেরণা হ'তে
তাদের প্রতিক্রিয়াও হয়—
যা'র যেমন সহজাত বৈশিষ্ট্য
তেমনতর ;
আবার, ঐ আবেগ-প্রতিক্রিয়ার ঢেউগুলিও
যে সক্রিয় তৎপরতায়
বা স্তিমিত চলনে চলে,
তা'ও ঐ পরিস্থিতির উদ্দীপনার
প্রাবল্য বা ক্ষীণতা-অনুপাতিক ;
পরিস্থিতির একজাতীয় প্রেরণা
যে-ঢেউ সৃষ্টি ক'রে
প্রত্যেকের ভিতর

যেমনতর সংঘাত দিচ্ছে,
ব্যক্তিগত বিশেষত্বে বিনায়িত হ'য়ে
সেইগুলি আবার প্রত্যেককে
তেমনি ক'রেই
অনুপ্রেরিত ক'রে তুলছে ;
তাই, একটা ঢেউয়ের প্রেরণা
সমান সন্দীপনায়
যে সবাইকে উদ্দীপিত ক'রে তুলবে
তা' নয় কিন্তু,—
ব্যক্তির অবস্থা ও বিশেষত্বের
পার্থক্য অনুযায়ী
উদ্দীপনারও তারতম্য হ'য়ে থাকে,
আর, ঐ সাড়ার ঢেউগুলিও
অর্থাৎ তা'রা যে সাড়া দেবে সেগুলিও
তদনুগ রকমেই হ'য়ে থাকে ;
তাই, অবস্থা ও বিশেষত্ব-অনুযায়ী
যেখানে যেমনতর বিনায়নের প্রয়োজন
তেমনি ক'রে যদি না কর,
তাকে সম্যক্‌ভাবে
বিনায়িত করতে পারবে না,
আর, সবাই যে সম্যক্‌ভাবে
বিনায়িত হবে
তাও নয়কো ;
প্রবৃত্তির রেখাগুলি
যা'র যেমনতর চাহিদায়
উগ্র বা কৃশ হ'য়ে থাকে,
তেমনতরভাবেই সে সক্রিয় হ'য়ে থাকে
তা'র রকমে ;
আবার, এক দলের মধ্যে
বহু লোকের কাছে
যদি কোন বিষয় আলোচনা কর,

পারস্পরিক সহানুভূতি, ভাবসঞ্চালন
ও অনুকরণ-প্রবণতার ভিতর-দিয়ে
তা'রা উদ্দীপিত হ'লেও
প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত বিনায়নী প্রভাব
যেমনতর সক্রিয়,
ঐ উদ্দীপনার সক্রিয় প্রকাশও
তেমনতর হ'য়ে থাকে,
—কোথাও তা' দুর্ব্বল,
কোথাও বা দুরন্ত,
কোথাও সাম্যভাবাপন্ন ;
ফল কথা,
গুচ্ছ নিয়ে
তাদের পরিচর্য্যার জন্য
যে কাজগুলি করবে,
সে কাজগুলি যদি
প্রতিটি বিশেষের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী
বিশেষভাবে বিনায়িত না কর,
আশানুরূপ ফল পাওয়া কঠিন হবে ;
মনে রেখো—
পরিস্থিতি যেমন মানুষকে
বিনায়িত করতে পারে,
সু- বা কু-পরিচালিত
একটা মানুষও আবার
পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে
তেমনি তুলে ধরতে পারে
বা অধঃপাতের দিকে
নিয়ে যেতে পারে—
উপযুক্ত প্রভাব-পরিচালনার ভিতর-দিয়ে,
কারণ, প্রত্যেকে তার পছন্দমত
সাড়া নিতে পারে
ও দিতে পারে

এবং পরিবেশকেও তদনুযায়ী
প্রভাবান্বিত করতে পারে ;
আবার
সর্ব্বতোভাবে ইষ্টীপূত আদর্শ-সংন্যস্ত যে—
বাস্তব সক্রিয়তায়—
নিরন্তরতা নিয়ে,—
কোন প্রভাবই তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে না,
সে কিন্তু অন্যকে প্রভাবিত করতে পারে—
সাত্বত শুভ-সন্দীপনায় ;
তাই, ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে
ব্যক্তির বিনায়নাকে উপেক্ষা ক'রে
শুধু সামাজিক কর্ম্ম নিয়ে যদি চল,
তা'তে যে শুভ বিন্যাসে
সবাই শুভদীপ্ত হ'য়ে উঠবে,
তা' নয়কো ;
কারণ, তাতে প্রত্যেকে তার
প্রবৃত্তির চাহিদা-অনুপাতিক
সেগুলিকে মোড় দিয়ে
অন্য রকমে
নিতে ও লাগাতে
কসুর করবে না ;
আবার, প্রবৃত্তির সাড়াগুলিকে
বিন্যাস-বিনায়িত ক'রে
সত্তায় যত সুসঙ্গত ক'রে তুলবে—
সাত্বত সন্দীপনায়,—
মানুষের উৎক্রমণও তেমনতর হবে,
আর, এর বিপরীত চলন যেমনতর
অপক্রমণও হবে তেমনতর ;
তাই, সুসন্ধিৎসু চক্ষু নিয়ে
নিষ্ঠা-উদ্দীপ্ত অনুবেদনায়
অনুচর্য্যার শুভ আরতি নিয়ে

ব্যক্তিত্বের আপ্যায়নী আহ্বানে
সবাই যাতে নন্দিত হ'য়ে ওঠে,
এমনতর অনুচলন নিয়ে
তাদের পরিচর্য্যানিরত হ'য়ে
তাদিগকে পারস্পরিক অনুচর্য্যায়
উদ্বুদ্ধ ক'রে
প্রীতিবন্ধনকে স্বতঃ ক'রে
অসৎ-নিরোধে উদ্যত ক'রে তুলে
যথাসম্ভব হৃদ্য নিয়মনে
তদনুগ গতিসম্পন্ন ক'রে তোল—
বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী অনুশীলনার মাধ্যমে ;
যখন এমনি ক'রে তুলবে—
প্রত্যেককে কল্যাণ বা ইষ্ট-নিষ্ঠ নেশায়
সাত্বত অনুচর্য্যী
তপঃ-অনুক্রমে প্রবুদ্ধ ক'রে,—
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন হ'য়েও
তা'রা সার্থক সঙ্গতিশীল হ'য়ে উঠে
জীবন-বৃদ্ধির পথে
সহজে
হেসে-খেলে চলতে পারবে—
সাত্ত্বিক অনুবেদনায় সংহত হ'য়ে ;
আর, যতটা এমনি হবে,
স্বস্তি এবং
তীক্ষ্ন তরতরে
সক্রিয় উল্লাস-উল্লোল শান্তিও
সমাজে তেমনি
পারিজাতপ্রভ পরিবেদনায়
পরিচর্য্যাশীল হ'য়ে উঠবে ;
কৃতী হও,
আয়ুষ্মান হও,
শুভ-সম্বর্দ্ধনায় সকলকে

অঢেল ক'রে রাখ,
নিজেও ঐ অঢেল দোলার
নন্দন দোলনে
দুলতে থাক,
এই নন্দন-নট-নর্ত্তনায়
প্রকৃতির ধারণ-পালনী নিয়ন্ত্রণে
নটরাজ হ'য়ে ওঠ । ৮২০৯ ।
১৪।৫।১৯৫৭, সকাল ১০-৩০

যা'রা পেয়েও কইতে পারে না—
স্বতঃ-প্রণোদনায়,
উল্লাস-আপ্যায়নায়,—
তাদের অন্তঃকরণ
আত্মাভিমানী প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন ;
এদের কৃতজ্ঞ হওয়া কঠিন,
কারণ, তাতে আত্মপ্রতিষ্ঠায় আঘাত লাগে ;
আর, শ্রদ্ধা বা প্রীতির পাত্র হওয়ার চাইতে
কৃতজ্ঞ হওয়ার চাইতে
তারা ভাবে—
ও সব গোপন রাখাই ভাল,
কারণ, তা'তে হীনম্মন্য আত্মগৌরব
ক্ষুণ্ণ হয় ব'লেই বিবেচনা করে । ৮২১০ ।
১৪।৫।১৯৫৭, দুপুর ১২টা

শ্রদ্ধা যখন প্রীতি-আবেগ সৃষ্টি করে—
তৃপণ-দীপনায়,
ঐ শ্রদ্ধেয়কে উপলক্ষ্য ক'রে
অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে
ঐকান্তিকতার সহিত,—
তখনই পর্য্যায়ানুক্রমে
সার্থক-অন্বিত সঙ্গীতি নিয়ে

অনুশীলনার মাধ্যমে
বোধবিনায়নী তৎপরতায়
জীবনীয় দর্শনে উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে
বাস্তব জ্ঞান
মানুষকে
প্রজ্ঞায় বিধায়িত ক'রে তোলে । ৮২১১ ।
১৫।৫।১৯৫৭, বিকাল ৪-৫৫

শ্রমকে কখনও অবহেলা ক'রো না,
যেমনতর আত্মনিয়োগ করলে,
সন্ধিৎসু অনুবেদনা নিয়ে
যেমন ক'রে নিয়োজিত হ'লে
নিষ্পন্নতাকে সুন্দর ক'রে তুলতে পার,
তা' করবেই কি করবে,
তাতে একটুও অবহেলা ক'রো না ;
ঐ অবহেলা কিন্তু
নিজের সামর্থ্যকেই অপলাপ করে,
তাই তা' অপরাধের ;
তোমার মজুরীর জন্য
যতটুকু কাজ করা প্রয়োজন,
তুমি তার চাইতে কিছু-না-কিছু বেশী
করবেই কি করবে ;
এই বেশী করার আগ্রহ-উদ্দীপনা
তোমার সামর্থ্যকে
ক্রম-উচ্ছলতায় সম্বর্দ্ধিত ক'রে
আরো হ'তে আরোতরে
সুসন্দীপ্ত ক'রে তুলবে,
তোমার পারগতা ক্রম-নিষ্পন্নতায়
ক্রমেই পরিপুষ্ট হ'তে থাকবে ;

সবাই শ্রমজীবী,
তুমিও শ্রমজীবী,
যে-কাজেই নিয়োজিত হও না,
ঐ অমনতর ক'রেই
তাকে সুন্দরে নিষ্পন্ন ক'রে
সামর্থ্য-প্রবাহকে বাড়িয়ে তুলবে ;
এই এমনতর অনুশীলনে চলা মানেই
কৃতি-তপা হ'য়ে চলা,
বিহিত আত্মবিন্যাসে
বৰ্দ্ধিত হ'য়ে চলা ;
নিষ্পাদনী শ্রম-চলনই
সবার সাত্বত পোষণ ও বৰ্দ্ধনা ;
তুমি কর,
সামর্থ্যে যতটুকু কুলায়
তা'র এতটুকুও ত্রুটি ক'রো না,
সামর্থ্যকেও ক্রম-বৰ্দ্ধমান করতে থাক—
করণীয় যা'-কিছুকে
সুন্দরে সমাপন ক'রে ;
আর, তোমার আওতায়
যারাই থাক্ না কেন,
তা'রাও যা'তে অমনতর হ'য়ে ওঠে
তেমনতর ক'রেই
তাদের পরিচর্য্যাপরায়ণ হও,
আচরণ তোমাকে
তাদের আচার্য্য ক'রে তুলুক,
আর, তুমি শুভস্বস্তির
সুন্দর অভিযানে
উদ্বৰ্দ্ধিত হ'য়ে ওঠ,
তোমার অস্তিত্বই
বৰ্দ্ধনার বন্দনা হ'য়ে উঠুক । ৮২১২ ।
১৫।৫।১৯৫৭, রাত ৭-১০

ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত
সমবায়ী শ্রম
ও সমাজতান্ত্রিক সংবিধান
উভয়ই মানুষের পক্ষে
সব সময় সর্ব্বতো-উৎকর্ষী ব'লে
মনে হয় না ;
কিন্তু ব্যক্তিতান্ত্রিক নিয়মন—
তা' শ্রমের দিক দিয়েই হো'ক
আর সমাজের দিক দিয়েই হো'ক,
ক্রম শিক্ষা ও বিহিত অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
মানুষকে উৎকর্ষ-সন্দীপী ক'রে তুলে
ঐ সমবায়ী শ্রম
ও সমাজতান্ত্রিক নিয়মনকেও যে
সংস্কৃত ক'রে তুলবে,
তা'র সম্ভাব্যতাই বেশী। ৮২১৩।
১৬।৫।১৯৫৭, রাত ৮-৫০

তোমার করার প্রবৃত্তিও নাই,
কারও জন্য করও না কিছু—
এমনতর যত হবে,—
না-পাওয়াটাই
বাস্তবে কায়েম হবে তোমার,
কিন্তু তুমি যদি কমও কর
এবং আরো করার ইচ্ছা থাকে
ও করাটা বাড়িয়ে চল,
আচার-ব্যবহারেও তেমনি চল,
তবে পাওয়াটা থেমে যাবে না,
আর, এমনিই হ'য়ে থাকে সাধারণতঃ। ৮২১৪।
১৭।৫।১৯৫৭, সকাল ১০-১৫

আকুঞ্চন, প্রসারণ ও বিরমণের
সুসঙ্গত সংস্থিতিই হ'চ্ছে এক,
আর, ঐ একই অদ্বিতীয় ;
আবার, কোষের অন্তর্নিহিত
ব্যবস্থ মৌলিক উপাদানগুলি
পরস্পরের প্রতি পরস্পরের
আকুঞ্চন, প্রসারণ ও বিরমণ-অনুদীপনায়
উদ্দীপ্ত হ'য়ে
পরস্পর পরস্পরকে সক্রিয় ক'রে রাখে ;
তাদের ঐ গতির স্রোতানুচলনই হ'চ্ছে
জীবের জীবনগতি,
এই চলন-প্রণালীই আত্মা,
আর, ঐ কোষগুচ্ছের স্বাভাবিক সক্রিয় সংহতিই হ'চ্ছে
শরীর ;
যে সব কারণে
এই চলনগতি মন্থর হ'য়ে ওঠে,
তা' হ'তেই ব্যাধি ও বার্দ্ধক্য,
আর, যেখানে থেমে যায় একদম
তাই হ'চ্ছে মৃত্যু—
তা' যেমন ব্যষ্টি জগতের
তেমনি বিশ্বজগতের—
এই যা' বুঝি । ৮২১৫ ।
১৮।৫।১৯৫৭, রাত ৭-৫

তুমি যা'কে যেমন মানবে,
কৃতীও হবে তেমনি—
তা' কিন্তু শ্রদ্ধানুসেবনার ভিতর-দিয়ে ;
আর, যেখানে না-মানা—
ব্যতিক্রম ও বিকৃতি নিয়ে,
অকৃতী চলনের প্রাদুর্ভাবও হবে
সেখানে তেমনি ;

নৈপুণ্য ও ত্বারিত্যের
সমবায়ী সন্দীপনার ভিতর-দিয়ে
কৃতকার্য্যতার আবির্ভাব হ'য়ে থাকে ;
তাই, সশ্রদ্ধ, সুনিপুণ বাক্য, ব্যবহার
ও ত্বারিত্যের সহিত
কৃতি-অনুচলনই হ'চ্ছে
বর্দ্ধনার বসন্ত মিলন । ৮২১৬ ।
১৯।৫।১৯৫৭, সকাল ৭-৪৩

সৎ বা সাত্বত যা'
তা'র অনুসরণী অনুশীলনই হ'চ্ছে—
সত্যানুসরণ,
আর, অস্তিত্বের বিদ্যমানতাই সত্য । ৮২১৭ ।
১৯।৫।১৯৫৭, বিকাল ৪-৩০

সুনিষ্ঠ সাধু-পুরুষোচিত
বাক্, ব্যবহার
ও কৃতিদীপনার আসনে
নারায়ণী সম্বর্দ্ধনা বসবাস করে । ৮২১৮ ।
২০।৫।১৯৫৭, সকাল ৭-৩৪

চাষবাস, শিল্পসামগ্রী
বা যা'ই কিছু কর,
তা' ব্যক্তি ও পরিবারগত রকমেই কর,
আর, যেখানে প্রয়োজন
বেগারের ব্যবস্থা কর—
সাত্বত আগ্রহ-সন্দীপনা,
অনুকম্পাপরায়ণ অনুচর্য্যা-নিরতি
ও ব্যক্তিগত কৃতি-পরিবেষণ নিয়ে ;
—বেগার দেওয়া মানে
আমন্ত্রণ-অনুরুদ্ধ হ'য়ে

বিনা পারিশ্রমিকে
পরস্পরকে প্রয়োজন-অনুযায়ী
সাহায্য করা ;
ঐ করাগুলি যদি সমবায়ী রকমের হয়
সেইই ভাল,
যা'তে কা'রও বেলায়
কোথায়ও কোন অপ্রতুলতা না থাকে
এমনতরভাবে ;
উপচয়কে এমনি ক'রেই
উদ্বর্দ্ধনে নিয়ে যাও,
উন্নতির সহজ চলনে
বর্দ্ধনমুখরিত হ'য়ে
সামগ্রিক সম্বর্দ্ধনায় চলতে থাক—
প্রাপ্তির লোভে নয়,
প্রদীপ্তি-পরিচর্য্যায়,
আর, এইটেই হ'চ্ছে—
সহজ প্রাকৃতিক সম্বর্দ্ধনী পরিচালনা । ৮২১৯ ।
২১।৫।১৯৫৭, বেলা ১০-৫০

শান্তি মানে
বা শান্তি কথার তাৎপর্য্য—
নিথর নিষ্পন্দ হ'য়ে
কোন-কিছুতে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে
আলস্য-তপা দার্শনিকতায়
গা ঢেলে দিয়ে
বসে থাকা বা চলাফেরা নয়কো,
কাঠপাথর হ'তে যাওয়া নয়কো ;
বরং সুসমীক্ষু আলোকদৃষ্টি নিয়ে
সুনিষ্ঠ প্রণিধান-প্রবোধনায়
তীক্ষ্ন তরতরে হ'য়ে
কৃতি-চলনে চলা,

আর, তাতেই
প্রবৃত্তির বিক্ষেপ-বিড়ম্বনাগুলিও
সমঞ্জসা বিনায়নে
সন্নিয়োজনী সার্থকতায়
অর্থবাহী হ'য়ে
সমীচীন সঙ্গতি লাভ করে ;
আর, শান্তি স্বতঃস্রোতা হ'য়ে
তখনই
সামচলনে চলতে থাকে—
সমাধান ও স্থৈর্য্যের আকুল আলিঙ্গনে । ৪২২০ ।
২২।৫।১৯৫৭, সকাল ৯-১৫

বেগার মানেই
আমন্ত্রণ-অনুরুদ্ধ হ'য়ে
বিনা পারিশ্রমিকে
পরস্পরকে প্রয়োজন-অনুযায়ী সাহায্য করা—
দায়িত্ববাহী তৎপরতায় ;—
আমি যা' বুঝি তা' এই । ৪২২১ ।
২২।৫।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-১৫

যে বা যা' আছে,
থাকে ও থাকতে চায়
তা'র যা'-কিছু সব নিয়ে,
—এই থাকার উপাসনার অনুসেবনই হ'চ্ছে
এই থাকার পরিচর্য্যা,
যা'তে থাকতে পারা যায়
তারই পরিচর্য্যা ;
এমনতর কেউ যদি বলে—
'আমি নাস্তিক',
তা' কিন্তু ঠিক কথা নয় ;
থাকে, বাঁচতে চায়

অথচ নাস্তিক বলে,—
তা' কিন্তু নাস্তিকতার ভান মাত্র ;
এই থাকাকে
যে নাই-ই ক'রে তুলতে চায়,
আর, এই ভাবনাই যেখানে
দার্শনিক তত্ত্ব ও সাধনা—
তাকে পাগলামি বলবে
না, আর কী বলবে ?
আমি বলি—
তুমি থাক,
আর তাই কর
যাতে চিরদিন থাকতে পার—
তোমার যা'-কিছু সব নিয়ে,
সবাইকে নিয়ে ;
মিথ্যা নাস্তিকতার বাহনা নিয়ে
নিজে বিভ্রান্ত হ'য়ে
মানুষকে বিভ্রান্ত করতে যেও না,
অলস ও ত্রুটিসঙ্কুল করতে যেও না ;
আমি লাখবার বলি—
তুমি থাক,
আরো, আরো থাক,
আর, যাতে সবাই থাকে
তাইই কর ;
তোমার আদিম উপাসনাই কিন্তু
এই থাকার,
তাই, এই থাকাকে বাড়িয়ে তোল
সব দিক দিয়ে,
সর্ব্বতোভাবে,
সার্থক সাত্বত সঙ্গতি নিয়ে
অঢেল হ'য়ে
অজচ্ছল চলায় ;

এই অস্তির স্মৃতিবাহী চেতনার
উদয়ন-অর্ঘ্যে
নিজেকে পূত ক'রে তোল,
আর, ঐ পূতশান্তিজলে
সবাইকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল,
কৃতী ক'রে তোল,
সম্বুদ্ধ ক'রে তোল,
অমৃত আয়ুর অধিকারী ক'রে তোল ;
অস্তিত্বের কাছে,
সত্তার কাছে,
এই অস্তিত্বের কেন্দ্রপুরুষ যিনি
তাঁরই বিকিরণী ঐশ্বর্য্যের কাছে,
ধারণ-পালনী সম্বেগের কাছে
আমার নতজানু প্রার্থনা—
তোমরা বেঁচে থাক,
সম্বর্দ্ধিত হও
সর্ব্বতোভাবে—
সন্তান-সন্ততি, পরিবার, পরিবেশকে নিয়ে,
পরিস্থিতির কোলে । ৮২২২ ।
২২।৫।১৯৫৭, রাত ৯টা

কিসে কী হয়,
কেমন ক'রে,
কখন,
কী অবস্থায়—
তা' স্মৃতিবদ্ধ রাখ,
লিপিবদ্ধও রাখ,
আর, তা' মানুষের
সাত্ত্বিক পরিচর্য্যা
ও পুষ্টির জন্য
কোথায় কেমন উপযোগী—

তা' খাটিয়ে দেখতে সচেষ্ট থাক,
এমনি ক'রে
সত্তা-পরিচর্য্যার প্রবৃত্তিকে
বিনায়িত ও বর্দ্ধিত করতে
যত্নবান হও—
হাতেকলমে ;
এমনতর দৃষ্টি, চলন
ও অন্তর-বিকাশে
তোমার ও অন্যের
অনেক সুবিধা হ'য়ে যেতে পারে হয়তো । ৮২২৩ ।
২৩।৫।১৯৫৭, সকাল ৫-৩৭

আচার্য্যানুরাগের ভিতর-দিয়ে
স্বাভাবিক শ্রমচর্য্যায়
যেখানে শিক্ষা ও চরিত্র
সত্তা ও শরীরের মত—
বাক্ ও তা'র অর্থের মত—
সার্থক সুসম্বদ্ধ উদ্বর্দ্ধনায়
উন্নত হ'য়ে ওঠে,
সহজ কথায়
তাকেই আশ্রম বলে । ৮২২৪ ।
২৩।৫।১৯৫৭, সকাল ৮-২৯

যা'র প্রীতি নিষ্ঠানন্দিত নয়,
অচ্ছেদ্য অত্যাজ্য নয়,
তা' শ্রদ্ধাপূত প্রীতি নয়কো,
প্রীতি-প্রতিম প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট
ক্ষুধার্ত্ত লোলুপতা ছাড়া
আর কিছুই নয় তা' । ৮২২৫ ।
২৪।৫।১৯৫৭, সকাল ৬-৩৬

যে নারীর অভিপ্রায়-অনুসারিণী চলন
অন্তর-বাহিরে উৎসাহ-অন্বিত নয়কো,
শ্রদ্ধানিপুণ অনুচর্য্যা
যাকে নন্দিত ক'রে তোলে নি,
সন্ধিৎসু চক্ষুর সাথে
সক্রিয় তৎপরতা যা'র
দক্ষনিপুণ নয়কো,
পরিবেশের প্রতি
আচার, ব্যবহার, চালচলন
যা'র হৃদ্য নয়কো,
শুশ্রূষাপ্রবণ নয়কো,
আত্মম্ভরী স্বার্থসংকুল
অনুচলন-অনুপ্রাণতাই প্রবল যেখানে,
তা'র সঙ্গে কামক্রীড়া
অন্য দিক দিয়ে প্রশস্ত হলেও
তা' হ'তে বিরত থাকাই ভাল । ৮২২৬ ।
২৪।৫।১৯৫৭, সকাল ৮-২০

আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা—
যারা উপযুক্ত ঋত্বিক,
লোকপালী আগ্রহে
অনুচর্য্যী আকূতির
দীপন প্রভাবে
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
মানুষকে
বৈধী বিনায়নে
বিনায়িত করাই
যাদের জীবনের সার্থক নন্দনা হ'য়ে
তারই তৃষ্ণাতুর ক'রে তুলেছে,
সাত্বত অনুচলনই যাদের
নিষ্ঠানন্দিত জীবন-আকূতি,

ঐ নীতিবিধির ব্যত্যয়ী যা' কিছু
তা' যাদের প্রলুব্ধ করতে পারে না,
বা বিভ্রান্ত করতে পারে না,
পরার্থ-পরিপূর্ত্তির ভিতর-দিয়ে
যাদের স্বার্থ
মলয়-বিকিরণায়
সুনন্দিত হ'য়ে ওঠে,
চিন্তা ও চলন যাদের
ইষ্টনিষ্ঠ লোককল্যাণস্রোতা,
কৃতি যাদের অন্তঃস্থ ঐশ্বর্য্যকে
ভৈরব-সুরে
মাভৈঃ-প্রস্বস্তি নিয়ে
উচ্ছল ক'রে তুলেছে,—
এমনতর যা'রা লোকযাজ্ঞিক,
কল্যাণ-আহুতির স্বস্তিপ্রসাদ
যাদের ভাবভঙ্গী কথাবার্ত্তায়
উপচে ওঠে,
তাদের প্রত্যেকে যদি
অন্ততঃ
একজন দক্ষ যন্ত্রবিজ্ঞানবিৎ (ইঞ্জিনীয়ার),
একজন উপযুক্ত চিকিৎসাশাস্ত্রবিৎ—
যিনি স্বাস্থ্য ও সদাচার-বিজ্ঞানে
সিদ্ধহস্ত,
একজন দক্ষ কৃতিপরায়ণ কৃষিবিজ্ঞানবিৎ,
একজন সুচতুর আইনবিদ্যাবিৎ,
প্রাকৃতিক পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
শিক্ষায় সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারেন
এমনতর একজন বিজ্ঞ
শিক্ষা ও মনোবৈজ্ঞানিক,
কুটিরশিল্পবিশারদ
এমনতর একজন দক্ষ শিল্পী,

একজন দক্ষ কারিগরী-বিশারদ,
একজন কৃতি-কুশল বৈজ্ঞানিক, ইত্যাদি
লোকচর্য্যায় যা'রা বিশারদ,
হোতা,
এমনতর বিশেষজ্ঞদের নিয়ে
একটা গুচ্ছ সৃষ্টি করেন—
অবস্থামত যেখানে যেমনতর
যে ক'জন বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন
তাই নিয়ে,
ও যা'র যেমন সঙ্গতি
তদনুক্রমেই ঐ সেবাকার্য্য
পরিচালনা করেন,
এবং শাসনসংস্থার তাঁবেদারে না থেকে
বরং যথাসম্ভব
তা'র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের
সহযোগী হ'য়ে
ঐ নিয়ে লেগে থাকেন,
যেখানে যা'র অভাব
ঐ তাদের সহিত নিজে
বিহিত অনুসন্ধানে
কারণ নির্ণয় করে
প্রতিবিধান-তৎপর হ'য়ে
উপযুক্ত পরিচর্য্যায়
তাকে অভাব-মোচনে উপচয়ী ক'রে তুলতে পারেন—
সব দিক দিয়ে,
সব ভাবে,
সাত্বত অনুনয়নে,
তা' কিন্তু বাঞ্ছনীয়,
সবার পক্ষে আদরণীয়,
পরম-মঙ্গলপ্রসূ ;
এই সব কাজে

বহুর কায়িক শ্রম যেখানে প্রয়োজন,
তা' স্থানীয় লোকদের ভিতর-থেকেই
সংগ্রহ করতে হবে—
তা' যতটা সম্ভব,
এতে হাতেকলমে ক'রে
তা'রাও বিভিন্ন বিষয়ে
শিক্ষালাভ করতে পারবে ;
লক্ষ্য রাখতে হবে—
ঐ বিশেষজ্ঞরা যা'তে
ইষ্টনিষ্ঠ যাজনমুখর হয়,
আর, এদের খরচ-বরচ—
জীবন-চলনার ব্যবস্থা
সাধারণতঃ
ঋত্বিকের স্বীয় অবদান হ'তে
যথাসম্ভব চালাতে চেষ্টা করা উচিত,
আর, কেউ যদি নন্দিত হ'য়ে
এদের জন্য
ইচ্ছানুরূপ কিছু দান করেন,
তাও গ্রহণ করতে পারা যায়,
কিন্তু এদের কারও মাহিনার চাকর হওয়া
কিছুতেই সমীচীন মনে হয় না ;
ঐ উপযুক্ত যা'রা,
এমনিভাবে ওদের নিয়ে
একটা গুচ্ছ সৃষ্টি ক'রে
সাত্বত নীতির পরিচর্য্যায়
নিজেকে অটুট রেখে
ঋত্বিক
তার যাজক, অধ্বর্য্যু ইত্যাদি সমভিব্যাহারে
সবাইকে উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনে
প্রভাবিত ক'রে
কৃতিপ্রিয় ক'রে তুলবেন—

যা'-কিছু অমঙ্গল ও অসৎকে নিরোধ ক'রে,
হৃদ্য স্থৈর্য্যানুশীলনী অনুচর্য্যায়,
—ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের
বৈশিষ্ট্যানুগ সেবার দ্বারা
গণ-সত্তা-সম্বর্দ্ধনাকে
বাস্তবায়িত ক'রে তুলবেন—
কৃষ্টি ও সংস্কৃতির
সার্থক সঙ্গতিশীল পরিবেষণে,
আদর্শ, ব্যষ্টি ও পরিবেশের
সার্থক সমন্বয়ে,
সহকর্ম্মীদের সাথে
দায়িত্বপূর্ণ সামগ্রিক সঙ্গতি নিয়ে
পারস্পরিকতার লীলায়িত
সৌহার্দ্দ্য-সঙ্গমে
ইষ্টায়নী সংহতিকে সলীল ক'রে ;
অভাব, দুঃখ, দুর্দ্দশা যেখানে
ঐ গুচ্ছ-সহচর নিয়ে
সেখানে তো তিনি থাকবেনই,
তা ছাড়া, বাহ্যিক অভাব-দুঃখ যাদের নাই,
অথচ অন্তর-সম্পদের অভাব যেখানে,
সেখানে তিনি এমনভাবে
কাজ করবেন,
যা'তে অন্তর-বাহির সব দিক দিয়েই
তা'রা প্রবুদ্ধ ও পরিপুষ্ট হ'য়ে ওঠে ;
তবেই তো লোক-সেবা,
তবেই তো ধৃতিমুখর সার্থক
যাজনদীপনা,
তবেই তো সেখানে
সিদ্ধকাম হ'য়ে উঠতে পারে
সাত্বত পূজার
সত্তাপোষণ-যজ্ঞের যাগ-আহুতি ;—

আর, ঐ যজ্ঞ-তিলক-পরিশোভিত ক'রে
অমনতর কৃতিদীপনায়
মানুষকে মুখর ক'রে তুলতে
পারবেন যাঁ'রা,
তাঁরাই তো দেব-মানুষ,
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনে
মানুষকে উচ্ছল ক'রে
সলীল প্রতিভায়
সুন্দরে
পারগতার পারিজাতবাহী হ'য়ে
নিজেকে ধন্য ক'রে তুলতে পারবেন তাঁরা,
—যে ধন্যাত্মক ধ্বনন
প্রতিটি হৃদয়ে
উৎক্রমণী উদ্দীপনায়
প্লাবন সৃষ্টি করে চলবে ;
তাই বলি—
ঋত্বিক !
তুমি জাগ,
মানুষের ভিতর দেবদ্যুতিবাহী হ'য়ে
দেবদূতের মত
প্রতিটি ঘরে-ঘরে
স্বস্তিসঙ্গীতের সামছন্দকে
বিলিয়ে দিয়ে
কৃতকার্য্যতায় সকলকে
সফল ক'রে তোল—
উদ্বর্দ্ধনার উদাত্ত আহ্বানে ;
আবার বলি—
তুমি জাগ,
এখনও ওঠ,
ঐ স্বভাব নিয়ে
ঐ কর্ম্মসাগরে ঝাঁপ দাও,

আর, তোমার ঝম্প
প্রীতিরঙের রঙ্গিল অনুকম্পায়
সবাইকে উত্থানে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলুক,
সার্থক হ'য়ে ওঠ তুমি ;
বিধির ব্যতিক্রম ক'রো না,
বিধাতা তাঁর আশীর্ব্বাদ-সঙ্গীত
তোমার অন্তরে
চিরজাগ্রত ক'রে রাখুন,
তোমার সত্তা
আশিস্-গানের কুশল স্রোতে
দুনিয়াকে কুশলকৌশলী ক'রে তুলুক । ৮২২৭ ।
২৪।৫।১৯৫৭, সকাল ১০-১০

ঔচিত্যকে নির্ণয় কর—
সাত্বত সমীক্ষায় ;
সমীচীন বা কী
আর নয় বা কী,
কোন্ পথ ধ'রে চলবে,
—জেনে তা'তে নিশ্চয় হও ;
অন্যের দোষত্রুটি যা'ই থাক্,
সম্ভবমত তা'কে উপেক্ষা ক'রে
নিজের দোষত্রুটিগুলিকে ধর,
সঙ্গে সঙ্গে ঐ নিশ্চয়ে নিশ্চল হ'য়ে
নিশ্চয়-চলনে চল,
অটল হ'য়ে চল,
আর, তা' আচারে, ব্যবহারে, কথায়, কাজে—
অসৎ যা'
অস্তিত্বের হানিকর যা',
তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে । ৮২২৮ ।
২৫।৫।১৯৫৭, বিকাল ৪-৩০

যাদের কৃতি-উদ্যম নেই,
কর্ম্মে সততাপূর্ণ সাধুচর্য্যা নেই,
চলন অব্যবস্থ,
বাক্য ও ব্যবহার সুনিয়ন্ত্রিত নয়,
হৃদ্য উপচয়ী নয়কো,
যা'রা কাউকে মানতেও জানে না,
মানতেও পারে না,
তাদের অন্যের অধীনে বা আওতায় থেকে
নিদেশমাফিক সুসমীক্ষু হ'য়ে
কাজ করাই ভাল ;
ঐ চাপের ভিতর থেকে
নৈপুণ্যশিক্ষায় স্বতঃ হ'য়ে
নিজেকে সম্বৃদ্ধ ক'রে
তা'রা যাতে চলতে পারে,
সেই প্রচেষ্টা নিয়ে
সুকৃতির আরাধনা করাই
তাদের পক্ষে মঙ্গলপ্রসূ । ৪২২৯ ।
২৪।৫।১৯৫৭, বিকাল ৫-৫৫

কারও ভাব
অর্থাৎ নিষ্ঠানন্দিত সদ্ভাব
ভাঙ্গা ভাল নয়কো,
বরং তাকে সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনায়
বিনায়িত করাই শ্রেয় । ৪২৩০ ।
২৬।৫।১৯৫৭, সকাল ৮-১৫

নিষ্ঠাপ্রবুদ্ধ, সুকেন্দ্রিক, সন্ধিৎসু
সার্থক সঙ্গীতিশীল
দায়িত্বপূর্ণ সেবা-আরতিই হ'চ্ছে—

কৃতিশীল শিক্ষার
প্রাকৃতিক বেদী । ৮২৩১ ।
২৬।৫।১৯৫৭, সকাল ৯-৩০

স্বাধীনতার ধাপ্পায়
মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে
হরণ ক'রো না,
যেখানে ব্যক্তির সত্তাকে
ধারণ করার ক্ষমতা নাই,
সাত্ত্বিক উদ্বর্দ্ধনা নাই,
ব্যক্তিত্বে পারস্পারিক সঙ্গতিশীল
সেবা-সহানুভূতি নাই,
সে-স্বাধীনতা
যতই রূপালী হো'ক,
লোকজীবনের কাছে—
লোকবর্দ্ধনার কাছে—
তার দাম অতি অল্পই । ৮২৩২ ।
২৬।৫।১৯৫৭, সকাল ১০টা

যে যতই বিদ্যাবিশারদ হোক না কেন,
তাদের মস্তিষ্কই তত ভাল,—
যাদের যা' কিছু করা ও জানা
ইষ্টার্থে বিনায়িত হ'য়ে
ব্যক্তিত্বে
বোধ-বিনায়নী তাৎপর্য্য নিয়ে
ফুটন্ত হ'য়ে উঠে থাকে,
আর, যাদের অন্তর্নিহিত প্রবণতাই
এমনতর,
তারাই কিন্তু মেধাবী ও শ্রীমান,
বিদ্যাবোধ তাদেরই সহজ ও সঙ্গতিশীল,
তাদের বিদ্যা

বিদ্যমানতাকে
অর্থান্বিত ক'রে তুলেছে । ৮২৩৩ ।
২৭।৫।১৯৫৭, সকাল ৮-৩০

যা'রা একনিষ্ঠ সত্তা-সন্দীপী নয়,
শ্রদ্ধাও সেখানে স্তিমিতপ্রায়,
দুর্ব্বল স্নায়ুই তাদের সহজাত সম্পদ ;
আবার, এই শ্রদ্ধা সত্তানুরূপী,
যা'রা শ্রদ্ধাহীন,—
তা'রা বিচ্ছিন্ন বোধনা নিয়েই
ইতস্ততঃ চলতে থাকে,
সার্থক সঙ্গতিতে
সুবিনায়িত হ'য়ে
বাস্তব তাৎপর্য্য-তৎপর হওয়া
তাদের জীবনে
কমই ঘটে ওঠে । ৮২৩৪ ।
২৭।৫।১৯৫৭, সকাল ৮-৪৬

আত্মসম্মান-প্রবৃত্তি
যাদের কিন্তু যত তীক্ষ্ন,
আত্মোৎসর্জ্জনাও তাদের ভিতর
তত নিখুঁত,
আর, যেখানেই শ্রদ্ধা তর্‌তরে—
সেখানেই অর্থাৎ সেই ব্যক্তিত্বে
আত্মসম্মান ও আত্মোৎসর্জ্জনা
সুষ্ঠু সার্থক সঙ্গতি লাভ ক'রে
শ্রেয়নিষ্ঠ প্রসন্ন প্রদীপনায়
উদ্দীপ্ত । ৮২৩৫ ।
২৭।৫।১৯৫৭, সকাল ৯টা

জীবজগতের মত
জাতীয় জীবনও পরাবর্ত্তনশীল,
কিন্তু প্রাচীন বা পূর্ব্বতন
পিতৃপুরুষগণের সঙ্গে
যোগসূত্র যদি ঠিক না থাকে,
তাহ'লে
জাতির কৃষ্টিধারার ক্রমাগতি ও বিকাশ
ব্যাহত হয়,
সেইজন্য আচার, ব্যবহার,
কথা, কর্ম্ম ও চিন্তায়
ঐ প্রাচীনের সঙ্গে সাত্ত্বিক সঙ্গতি
যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে,
সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে ;
শক্তিমান পুরুষেরা
জাতীয় জীবনকে
যেমনভাবে প্রভাবিত ও পরিচালিত করেন,
ধীরে-ধীরে সেই ধারাই
প্রবর্ত্তিত হ'তে থাকে,
তাই, তাঁদের আচার, আচরণ
ও মনন
যদি ঐ প্রাচীন বা পূর্ব্বতন
পিতৃপুরুষগণের
ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর
সুপ্রতিষ্ঠিত না হয়,
তাহ'লে জাতিও বিচ্যুত হ'য়ে পড়ে
ঐ ঐতিহ্যের পরাবর্ত্তনী প্রবাহ থেকে । ৮২৩৬ ।
২৭।৫।১৯৫৭, সকাল ১০টা

যে-কোন বিষয় বা ব্যক্তিত্বের
উপাসনা বা আরাধনা কর না কেন,

সেই বিষয়, ব্যাপার বা ব্যক্তিত্বের
চরিত্রগত গুণাবলীর
এমনভাবে অনুশীলন করবে—
নিখুঁত চলনচর্য্যায় লক্ষ্য রেখে,
—যাতে তোমার ব্যক্তিত্ব
মায় চরিত্র
ঐ ভাবে সংসিদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
অর্থাৎ সেই গুণ, আচার, বাক্য,
ব্যবহার, আচরণ, বোধনা ইত্যাদি
তোমাতে স্বতঃ-সিদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
ব'র্ত্তে ওঠে,
অর্থাৎ তোমাতে অচ্ছেদ্যভাবে
সেগুলি গেঁথে যায়,
থাকে,
আর, এই গেঁথে যাওয়াটাই হচ্ছে
প্রাপ্তি ;
আর, আরাধনায় যতক্ষণ তুমি
তোমাতে সেগুলি
অর্থাৎ ঐ গুণাবলী
বর্ত্তাতে না পারছ—
বাক্যে, ব্যবহারে, চালচলনে,
আচার-নিয়ম-পদ্ধতিতে
সব দিক দিয়ে,—
আরাধনায় সিদ্ধকাম হ'লে না কিন্তু
তখনও । ৪২৩৭ ।
২৭।৫।১৯৫৭, রাত ৭-১৫

শ্রৎ মানেই সত্য,
আর, সত্য মানেই সতের ভাব,
অস্তিত্বের ভাব,

বাস্তবতার ভাব—
যা মূর্ত্ত,
আর, একেই যেমন ক'রে
যেখানে ধারণ করতে হয়,
তা'ই করাই হ'চ্ছে শ্রদ্ধা,
এই শ্রৎ বা সত্যকে বাদ দিয়ে
যে শ্রদ্ধা
সে শ্রদ্ধা কিন্তু অলীকে শ্রদ্ধা,
যার বাস্তবতা নেই,
যা' বাস্তবিক নয়,
এমন কিছুকে ধারণ করা ;
তাই, শ্রদ্ধার কথা বলতেই বোঝা যায়
এই সত্যকে,
এই সতের ভাবকে
ধারণ করা,
পোষণ-পরিচর্য্যায়
তা'কে পরিচ্ছন্ন ক'রে
পরিপুষ্ট হওয়া ;
এই বাস্তব যা',
কিংবা কোনরকমে যা'র
বাস্তব রূপ, গুণ বা ক্রিয়া আছে,
এক-কথায়, অস্তিত্ব আছে—
তাকে ধারণ ক'রে
পোষণ-পরিচ্ছন্ন ক'রে
নিজে পরিপুষ্ট হওয়াই হ'চ্ছে
শ্রদ্ধার তাৎপর্য্য ;
এই শ্রদ্ধা সত্তানুগুণা,
সত্তা যে-বৈশিষ্ট্যে
যেমনতর ভাবে
বাস্তবে রূপায়িত হ'য়ে
যা' হয়েছে,

তা'কে তেমনি ক'রে
ধারণ, পালন, পোষণে
উপযুক্তভাবে
পরিচ্ছন্ন ক'রে,
পুষ্ট ক'রে,
তোমার ধৃতিকে
পুষ্ট পরিচ্ছন্নতায়
পরিবর্দ্ধিত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
শ্রদ্ধার মৌলিক তর্পণ ;
তাই, সত্তাকে শ্রদ্ধা কর,
বাস্তবে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে যা'
কোন রকমে
যেখানে যেমনতর হ'য়ে,
সে সূক্ষ্মই হো'ক
আর স্থূলই হো'ক,
তা'কে ধ'রে
সত্তাপোষণী পরিচর্য্যায়
তাকে পরিপুষ্ট ক'রে তোল,
সবাইকে সম্বৃদ্ধ ক'রে
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠ—
অসৎ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে
উদ্দীপনী তৎপরতায় ;
সাত্বত যা',
সৎ যা',
সত্য যা'
তাই শ্রবণীয়,
পুণ্য,
তাই তাকে শ্রৎ বলা হ'য়েছে,
আর, তাকে ধারণ-পোষণ-অনুচর্য্যায়
পরিপুষ্ট ক'রে তোলাই
তার ভজনা,

তা'ই তার প্রতি ভক্তি,
এক কথায়, সত্তায় ভজমান হ'য়ে চলাই
ভক্তি,
আবার, ঐ শ্রদ্ধায় একান্ত তৎপর হ'য়ে
কৃতিমুখর সন্দীপনায়
তা'র আরাধনা ক'রে
নিরন্তরতা নিয়ে
নিজের মত ক'রেই
অন্যকে পুষ্ট ও প্রদীপ্ত ক'রে চলাই হ'চ্ছে
ধৰ্ম্ম,
তাই, 'যেনাত্মনস্তথান্যেষাং
জীবনং বৰ্দ্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়তে
স ধৰ্ম্মঃ' ;
ইষ্টায়নী একাগ্রতা নিয়ে
কল্যাণস্রোতা হ'য়ে
তাঁতে সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল সবাইকে,
ঐ সম্বৰ্দ্ধনা তোমাকে
সব দিক দিয়ে
সম্বৰ্দ্ধিত ক'রে তুলুক,
আর, অমৃতের অধিকারী হ'য়ে ওঠ তোমরা । ৮২৩৮ ।
২৮।৫।১৯৫৭, সকাল ৯-৫

প্রবুদ্ধ হও,
বিষয়ের প্রতিটি ব্যাপারে
সুযুক্ত সন্নিবেশ নিয়ে
অকাট্যভাবে
অচ্ছেদ্য তৎপরতায়
সংকল্পকে কৃতী ক'রে তোল,
প্রতিটি হৃদ্য ভাবভঙ্গী,
চালচলনের

সমবায়ী অন্বিত অর্থনায়
তোমার প্রভাবও সিদ্ধ হ'য়ে উঠুক,
আর, ঐ প্রভাব
সবাইকে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলুক—
দৃঢ়, কৃতী সংকল্পে ;
—এমনি ক'রেই
ঐ প্রবোধনা
সবাইকে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলুক । ৮২৩৯ ।
২৯।৫।১৯৫৭, সকাল ৬টা

ঠাকুর-দেবতাকে বা শ্রেয়পুরুষকে
দান করার প্রথা মানে—
তোমার কাছে
যা' সব চেয়ে লোভনীয়,
তুমি পছন্দ কর যা' বেশী সব চেয়ে,
তাই দান করা ;
ঐ ত্যাগ তোমাকে ধন্য করে
বর্দ্ধনাকে বিপুল ক'রে তুলবে—
ঐ ত্যাগ যদি তোমার
তৃপ্তিপ্রদ হ'য়ে থাকে ;
আর, হামেশা তা' তোমার লোভকে
শুভ বিনায়নে বিনায়িত ক'রে
তোমাকে কৃতী ক'রে তুলবে,
দীপ্ত ক'রে তুলবে ;
কিন্তু যা' পছন্দ কর না,
তা' যদি দান কর,
তা' তোমার জীবনকে কিন্তু
তোমার বাঞ্ছনীয় যা'
তা'তে সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলবে না,
বরং উল্টোই ক'রে তুলবে ;

তাই, যা' সব চেয়ে পছন্দ কর,
যা' লোভনীয় তোমার পক্ষে
তাই আগে ঠাকুর-দেবতাকে দান কর,
আর, তাঁর জন্য
যেমন যে-আগ্রহ নিয়ে
ত্যাগ করেছ,
সেই ত্যাগের ভূমিতে দাঁড়িয়ে
তাঁর পরিচর্য্যা-নিরত হও ;
ঐ প্রব্রজ্যা,
ঐ প্রকৃত চলন
তোমাকে
ধারণ-পালনী উৎসবে সম্বৃদ্ধ ক'রে
সেবানিরত ভজনানন্দে
সাত্ত্বিক উদ্বোধনায়
শুভ-সুন্দর ক'রে তুলবে । ৮২৪০ ।
২৯।৫।১৯৫৭, সকাল ৯টা

ধারা মানে যোগস্রোত
অর্থাৎ সংযোগ-শৃঙ্খল । ৮২৪১ ।
২৯।৫।১৯৫৭, বিকাল ৪-১৫

শুভ-সন্দীপী কৃতিচলন
যেখানে যখন যেমন ক'রে
সংসিদ্ধ করা যায়,—
সার্থক সঙ্গতিশীল ধারাবাহিকতা নিয়ে
আগ্রহ-উদ্দীপনী তৎপরতায়
প্রকৃষ্টভাবে তা' করাই হ'চ্ছে—
দয়া পাওয়ার দক্ষ পন্থা ;
এই সার্থক সঙ্গতিশীল
ধারণ-পালন-মুখর
কৃতিদীপনাই

ঈশিত্বের শুভ-তর্পণা,
আর, তাইই দয়া। ৮২৪২।
৩০।৫।১৯৫৭, বিকাল ৫-১৫

যিনি আদর্শনিষ্ঠ—
অচ্ছেদ্য অটুট সেবানিরতি নিয়ে,
প্রীতি-উচ্ছল স্বভাব-সম্পন্ন হ'য়েও
যিনি অসৎ-নিরোধী পরাক্রম-প্রবণ,
যিনি বাস্তবতাকে ভিত্তি ক'রে
তদনুগ সার্থক সঙ্গতি রেখে—
নিজেরই হো'ক
আর অন্যেরই হো'ক—
সব যা'-কিছুকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকেন—
বাস্তব মূর্ত্তনায়
শুভ সুন্দরে
সঙ্গতিশীল কৃতি-উচ্ছল হ'য়ে,
—প্রবৃত্তির চাহিদা যা'র
সাত্বত ধৃতিদীপনাকে
সংক্ষুব্ধ ক'রে তুলতে পারে না,—
তিনিই প্রকৃত ব্যক্তিত্বশীল,
কৃতি-ঐশ্বর্য্যের ভিতর-দিয়ে
ঐশী অনুকম্পা
তাঁর মস্তকে
পুষ্পবৃষ্টি ক'রে থাকে। ৮২৪৩।
৩১।৫।১৯৫৭, সকাল ৮-১৫

ইষ্টার্থপরায়ণ হও—
কৃতি-সন্দীপনায়,
উপচয়ী সেবা-তৎপরতা নিয়ে,
আর, যখন যা' কর,
তৎপ্রতিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসার সহিত
অনন্যমনা হ'য়েই ক'রো,

আনমনা হ'তে যেও না কিছুতেই,
ঐ আনমনা প্রবৃত্তি
তোমার স্নায়ুপ্রবাহকে
ছিন্নভিন্ন ক'রে তুলবে,
আর, অন্তর-বোধনাকেও
সঙ্গে সঙ্গে অপকৃষ্ট ক'রে তুলবে,
ভাবের ঘুঘু হওয়া ছাড়া
কৃতি-সৌষ্ঠব-সুন্দর হওয়া
তোমার পক্ষে দুরূহই হ'য়ে উঠবে কিন্তু। ৮২৪৪।
৩১।৫।১৯৫৭, বেলা ১০-৫৫

দুঃখ দেখেই ঘাবড়ে যেতে নেই,
দেখতে হয়—
তা' সুখ বা স্বস্তির আমন্ত্রক
না সঙ্কীর্ণতার আমন্ত্রক,
যে-প্রবণতার উপর দাঁড়িয়ে
ঐ দুঃখের উদ্ভব হয়েছে
তা' সৎ বা অসৎ
সু বা কু ;
সৎ বা সু হ'লে
দুঃখ করবার কিছু নেই,
তা'র ভবিষ্যৎ ভাল,
যতদূর পার তা'কে সাহায্য ক'রো,
আর, অসৎ বা কু হ'লে
তা' কিন্তু ঘাবড়াবারই কথা,
তাই, বিহিতভাবে চেষ্টা কর—
যদি তা'র মোড় ফিরিয়ে দিতে পার। ৮২৪৫।
৩১।৫।১৯৫৭, রাত ৮-৫০

আবার বলি—
যাই কিছু করতে যাও,

তারই গোড়ার কথা—
ইষ্টার্থপরায়ণ হও,—
অচ্ছেদ্য আকূত-আগ্রহ নিয়ে,
সুসন্ধিৎসু অনুশীলনা
ও নিদেশবাহিতার ভিতর-দিয়ে
সঙ্গতির সার্থক অন্বিত তাৎপর্য্যে,
অনুসেবনী পরিচর্য্যায়
শুভ-ভজনার দক্ষকুশল অভিসারে
সব যা'-কিছু নিয়ে
ঐ তাঁকেই প্রতিষ্ঠা করতে
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায় ;
আর, সার্থক সঙ্গতিশীল পরিচর্য্যায়
সবাইকে সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল—
নিজে হ'য়ে ;
যেমন ক'রে পার,
তিনিই তোমার জীবনে
প্রথম ও প্রধান হ'য়ে উঠুন,
এই প্রাধান্যের আবেগ,
অর্থাৎ তাঁকেই তোমার জীবনে
প্রধান করার আবেগ
সব যা'-কিছুকে বিনায়িত ক'রে
তোমাকে শুভ-সুন্দরে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলুক :
এমনতর অদম্য আগ্রহের সহিত
যদি তাঁকে আঁকড়ে না ধর—
প্রীতি, তিরস্কার, ভৎসনার
সম্বেদনী সাম্যের
অনুকম্পী আরাধনায়,—
তবে যাই কিছু কর না,
সবই বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
থাকবেই কি থাকবে,

তোমার ব্যক্তিত্ব
বিস্ফোরণী উল্কার মত
ছিন্নভিন্ন হ'য়ে
পরপদলেহী কুক্কুরের মত
ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াবে ;
তাই, পরিচর্য্যী পরিসেবনায়
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
সত্তাপোষণী প্রবর্দ্ধনার
সঙ্গতি-সংগ্রথিত ব্যক্তিত্বে
বিনায়িত হ'য়ে
ঐ ইষ্টবেদীতে
এমনতর ক'রেই
শুভসুন্দরে আরাধনা করতে করতে চল—
প্রতিটি বচনে
প্রতিটি চিন্তায়
প্রতিটি আচরণে
পরিবেষণী পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সবাইকে সৎ-সন্দীপ্ত করতে করতে ;
এমনতর আরম্ভই হ'চ্ছে
জীবন-জগতের মঙ্গল ঘট ;
যাই কর, আর তাই কর,
সব ভাল লাগা অতিক্রম ক'রে,
সব বিরক্তিকে অতিক্রম ক'রে,
সমস্ত ধর্ম্মকে সুসঙ্গত ক'রে
তোমার জীবন
ঐ তাঁতেই সার্থক হ'য়ে উঠুক ;
আর, গীতার সেই সুর—
'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ,
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ'
সার্থক হ'য়ে উঠুক
তোমার জীবনে,

এমন-কি সবার জীবনে—
সঙ্গীতির সামছন্দে,
আদর্শ ও মন্ত্রের
যোগানুগ ক্রমবিকাশের ভিতর-দিয়ে,
কৃতিমুখর ধ্বননার
পরিচর্য্যী নৃত্যের মত । ৮২৪৬ ।
৩।৬।১৯৫৭, সকাল ১০-৩০

কার অবস্থাই বা কী,
আর প্রয়োজনই বা কী,
তা' যতক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করতে না পারছ,
ঠিক জেনো—
তোমার অনুচর্য্যা ততক্ষণ
অল্পদৃষ্টিসম্পন্ন বা অন্ধ । ৮২৪৭ ।
৬।৬।১৯৫৭, সকাল ৭-২০

আচার্য্য যদি
তোমার জীবনে
প্রথম ও প্রধান হ'য়ে না ওঠেন—
সক্রিয় পরিচর্য্যায়,
তোমার দুনিয়ায় যা'-কিছু থাক্,
সব যা'-কিছুকে
অতিক্রম ক'রে,
সশ্রদ্ধ অনুরতির স্বতঃস্বেচ্ছ আবেগ-উচ্ছলায়,
অচ্ছেদ্য সম্বেগে,
শ্রদ্ধাপূত সক্রিয় তরতরে
সার্থক সঙ্গীতি নিয়ে,—
তা'হলে তুমি
যত যাই কিছু কর,—
তা' তোমার জীবনে
বোধ-বিনায়নী তৎপরতায়

দানা বেঁধে উঠবে না,
ছন্ন বিহ্বল হ'য়ে
ইতস্ততঃ ঘোরা ছাড়া
তোমার জীবনগতি
কতটুকু ক্রিয়াশীল হ'য়ে উঠতে পারে ?
তাই মনে রেখো—
আচার্য্যকে অমনতরভাবে
প্রথম ও প্রধান ক'রে তোলাই
তোমার জীবন-বিনায়নের
মূল বা গোড়া। ৮২৪৮।
৬।৬।১৯৫৭, সকাল ৮-১৬

সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
বিহিত ত্বারিত্যে
যে সমাধান করতে পারে না,
বিদ্যাবত্তাও তা'র অবসাদগ্রস্ত। ৮২৪৯।
৬।৬।১৯৫৭, সকাল ৯-২

তোমার বোধ
সার্থক সঙ্গতিশীল কর্ম্ম চুঁইয়ে
গজিয়ে উঠেছে কিনা—
বাস্তব বিনায়নে বিন্যস্ত হ'য়ে,—
তা'র খানিকটা আভাস পাওয়া যাবে—
তুমি কতটুকু কেমনতর ইঙ্গিতজ্ঞ
তার ভিতর দিয়ে ;
—অভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়াই যদিও এর সুপন্থা। ৮২৫০।
৬।৬।১৯৫৭, সকাল ১০-২০

বস্তু, বিষয় বা ব্যাপারের সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
কী কোথায় কেমন পরিণতি লাভ করে,

যে তা' যতটা যততুকু জানে,
ন্যায়বিৎও সে তেমন—
বাস্তবে । ৮২৫১ ।
৬।৬।১৯৫৭, সকাল ১০-২৮

তোমার জীবনে প্রথম ও প্রধান তিনিই—
যাঁর প্রতিভূ হ'চ্ছেন আচরণসিদ্ধ আচার্য্য,
তাঁর সেবা-আরতির
যা'-কিছু করণীয়,
যাতে তিনি পোষণ ও প্রতিষ্ঠায়
উপচয়ী হ'য়ে ওঠেন
সব দিক দিয়ে,
সব রকমের, সব ভাবের
সুসঙ্গত উন্নতি-তাৎপর্য্যে,
অভিপ্রায়-পূরণী আনন্দ-নন্দনায়,—
তাইই তোমার সাধনা । ৮২৫২ ।
৬।৬।১৯৫৭, বিকাল ৪-২৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

তুমি কী পার,
আর, পারই বা না কী—
বেশ ক'রে খতিয়ে দেখ—
যা' পার না, তা' কেন,
কি ক'রেই বা পারা যায়,
আর, তার অনুশীলনে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ । ৮২৫৩ ।
৮।৬।১৯৫৭, বিকাল ৪-৩৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

তুমি নারী,
শ্রেয়নিষ্ঠ কান্তা-বোধনা
তোমার জীবনের পরম সার্থকতা যদিও,

তা' যদি বৈধ অনুশাসন-দীপনায়
বিনায়িত না হয়,
সঙ্গীতশীল অনুশীলন-আরাধনা নিয়ে
অটুট নিষ্ঠায়
কান্ত-অভিপ্রায়-অনুসারী
অনুনয়ন-তাৎপর্য্যে
তোমার জীবনকে
উচ্ছল-গতিসম্পন্ন ক'রে না তোলে,
নিষ্ঠা-অনুপোষণী অভিপ্রায়ের
আমোদ-উল্লাসই
তোমার কান্তকে
তোমার পরম উপভোগ্য ক'রে না তুলে,
প্রবৃত্তির দোলন-তৎপরতায়
এখন একরকম
তখন আর একরকম
এমনতর উচ্ছৃঙ্খল নিষ্ঠাসংঘাতী চলন
যদি তোমাকে আকৃষ্ট ক'রে চলে,
—ঐ কান্তা-তপ ভর্ৎসিত হ'য়ে
নিষ্ঠাহারা পঙ্কিল পরামর্ষণে
তোমাকে অধঃপাতের দিকেই
টেনে নিয়ে যাবে নির্ঘাত ;
সাপ নিয়ে খেলা করা
বরং ভাল,
দুঃশীল, দ্বিচারিণী বা বহুচর্য্যী কান্তাভাব
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার সর্ব্বনাশা ;
জীবনকে কুটপঙ্কিলতায়
আবর্ত্তিত ক'রে
তা' কিন্তু জাহান্নমের দিকেই
শাতন-তপা ক'রে তুলবে—
জীবন ও জননকে বিকৃত করে;
তাই বলি—

শ্রদ্ধাপূত নিষ্ঠা নিয়ে
অচ্ছেদ্য অনুচলনে
শ্রেয় কান্তের
যদি কান্তা হ'তে পার,
আর, বৈধী সৌজন্যে
শ্রেয়-নিরতির
আলিঙ্গন-গ্রহণে
তুমি যদি উচ্ছল হ'য়ে উঠতে পার,
তা' ভালই,—
যদি তোমার জীবনে ঐ ভাব
পঙ্কিলতা-পরামৃষ্ট হ'য়ে না ওঠে ;
শুভ সম্বর্দ্ধনাকে
একনিষ্ঠ অনুচর্য্যায় ধারণ করাই
ধৃতি,
আর, ঐ পূত ধৃতিকে
যদি বহুনৈষ্ঠিক শাতন-পরিচর্য্যায়
নিয়োজিত কর,
নিরয়ের শিলাবৃষ্টি
তোমাকে অজচ্ছল আঘাতে
ছন্নছাড়া ক'রে
দুর্গম দুর্গতির অধিকারী ক'রে তুলবে ;
তাই আবার বলি—
সাবধান!
তোমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে যিনি শ্রেয়
বংশে, বর্ণে, চরিত্রে, বোধন-দীপনায়,—
জীবনে তাঁরই ভজন-দীপ্তা হ'য়ে ওঠ,
আর, ঐ চরিত্রের
ঐ ইচ্ছার
অনুসারিণী অনুচর্য্যায়
নিজেকে নিয়োজিত কর—
নিষ্ঠান্বিত সাত্বত অনুচলনে,

ইষ্টার্থ-অনুদীপনায়,
আর, তাই তোমার
অমৃত অলঙ্কার হ'য়ে উঠুক । ৮২৫৪ ।
৮।৬।১৯৫৭, রাত ৯-৪১

প্রিয়পরম বা ইষ্টের শরণ লওয়া মানেই
তাঁকে রাখা,
তাঁর অভিপ্রায়-অনুগ অনুচলনে
অব্যাহত থাকা,
আর, নিদেশগুলি
বিহিতভাবে নিষ্পন্ন করা,
ঐ করার ভিতর-দিয়েই
কৃপা আপনি উথ্‌লে ওঠে,
আর, দয়াও ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে ঐ চলনে,
দয়া মানেই হ'চ্ছে
পরিপালন করা,
পরিরক্ষণায় ব্যাপৃত থাকা,
তাঁকে অমনতরভাবে গ্রহণ ক'রে
সেই চলনে চলা,
আর, বিপরীত যা'
তা'কে নিরোধ ক'রে
ঐ তাঁরই শুভ সাত্বত চলনে
নিজেকে উচ্ছল ক'রে তোলা,
তাঁকে এইরকমভাবে পরিচর্য্যা করাই হ'চ্ছে
তাঁর সেবা করা ;
তবে তো তাঁর দয়া তোমাকে
তেমনতর স্বতঃ-সন্দীপনায়
পরিপালিত করবে,
পরিরক্ষিত হবে তুমি । ৮২৫৫ ।
৯।৬।১৯৫৭, সকাল ৭-৫০

যারা প্রেষ্ঠ-প্রস্বস্তির বাহানায়
তাঁর স্বস্তিরই শোষক হ'য়ে
তাঁকেই বিক্ষুব্ধ করতে থাকে—
অন্তর্নিহিত স্বার্থ-পরিসেবনার
মতলববাজী নিয়ে,
বা কোনপ্রকার আক্রোশের
গা-ঢাকা অবতারণায়,—
ঠিক জেনো—
তারা শাতনবুদ্ধি-পরিচালিত,
প্রেষ্ঠ-প্রস্বস্তি ও মর্য্যাদাকে
স্বার্থলোলুপ সংঘাতে
বিক্ষুব্ধ করার ভদ্রবেশী আড়কাঠি। ৮২৫৬।
১০।৬।১৯৫৭, সকাল ১০-৩০

সত্তার ভজনা কর,
সত্তা-সম্বন্ধীয় কথা শোন,
আর, সাত্বত-চলনে চল। ৮২৫৭।
১০।৬।১৯৫৭, বিকাল ৪টা

নিষ্ঠাসন্দীপ্ত সংকল্প-বিহীন
অলস যা'রা,
তা'রা সহজেই বোধবিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
যা' ধরে,
কি ক'রে করতে হবে—
কখন কেমন ক'রে,—
তা' ঠাওরই পায় না;
ফলে, কর্ম্মপণ্ডতাই
যেন তাদের
স্বভাবসিদ্ধ হ'য়ে উঠে থাকে। ৮২৫৮।
১০।৬।১৯৫৭, বিকাল ৪-৫০

মানুষ যদি
ইষ্টার্থকে
নিজের জীবনে
প্রথম ও প্রধান ক'রে নিয়ে চলে—
অকাট্য নিষ্ঠায়,
সঙ্গে সঙ্গে
লোকসেবী অনুকম্পায়
ইষ্টপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে চলতে থাকে—
বাক্যে, ব্যবহারে, আচরণ-অনুচর্য্যায়,
যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি
জীবনে
অচ্ছেদ্য প্রবৃত্তি ক'রে নিয়ে,—
যেমন দুঃখকষ্টেই পড়ুক না কেন,
সে তা'র ভিতর-দিয়েই
উন্নতিপ্রবণ হ'য়ে চলতেই থাকবে—
শ্রদ্ধাপূত প্রবর্দ্ধনার পুণ্য ছন্দে । ৮২৫৯ ।
১১।৬।১৯৫৭, সকাল ৮-২৫

যথোপযুক্ত অনুকম্পা নিয়ে
ইষ্টনিষ্ঠ অনুপ্রাণনায়
মানুষের ধারণ-পালন-পোষণ-পরিচর্য্যায়
যতই নিয়োজিত হ'য়ে চলবে,
তুমি প্রধান না হ'তে চাইলেও
মানুষ তোমাকে প্রধান ক'রে তুলবেই ;
যতই তা'রা এমনভাবে তৃপ্ত হবে,
তোমাকে প্রধান বা মোড়ল না ক'রেই ছাড়বে না—
অন্তরের সহজ আকূতি নিয়ে ;
আর, যেখানে দেখবে—
প্রাধান্য বা মোড়লত্বের সম্মান-প্রাপ্তিতে
একটু খাঁকতি হ'লেই
অবসন্ন হ'চ্ছে

বা তেলেবেগুনে জ্ব'লে উঠছে কেউ,
সেখানে অনুচর্য্যা নেই,
আছে প্রাধান্য-লিপ্সা,
আছে অহমিকার দল-পাকানি
লোলুপ লালসা ;
অমন প্রাধান্যের দিকে
ফিরে চেও না,
মানুষকে অনুচর্য্যায়
উচ্ছল ক'রে তোল,
আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠুক তা'রা,
ঐ উচ্ছ্বসিত আনন্দই
তোমার হৃদয়ে
প্রাধান্য বিস্তার করুক—
ধারণ-পালন-পোষণ-প্রদীপ্ত হ'য়ে ;
—কৃতী হও,
তৃপ্ত হও,
সার্থক হ'য়ে ওঠ,
সুখী হ'য়ে উপভোগ কর । ৮২৬০ ।
১১।৬।১৯৫৭, সকাল ১০-২৫

কোন প্রবৃত্তিরই
অপচয় করা ভাল নয়,
তেমনি অস্বাভাবিক নিপীড়ন করাও ভাল নয়কো,
তবে তা'কে ধর্ম্মের অবিরুদ্ধভাবে
অর্থাৎ সত্তার পোষণ-বর্দ্ধনায়
ব্যবহার করা ভাল—
কল্যাণ-পরিস্রবা ক'রে,
ইষ্টার্থ-নন্দনায়,
যেখানে যা' যেমন যতটুকু প্রয়োজন ;
এক কথায়, ইষ্টার্থের শুভ আপূরণায়
যেখানে যে-প্রবৃত্তির

যতটুকু প্রয়োজন,
বিহিত নিয়মনায়
তা'র ততটুকু প্রয়োগই শ্রেয় ;
আবার, কোন প্রবৃত্তিকেই
অযথা বাড়িয়ে তোলা ভাল নয়কো,
সহজ জীবনে নিবৃত্তিই
মহাফলপ্রসূ হ'য়ে থাকে ;
যাই কর না কেন,
যেমনই চল না কেন,
প্রবৃত্তিগুলি যেন
সাত্বত পোষণ-প্রবর্দ্ধনার
পরিপন্থী না হ'য়ে
সর্ব্বতোভাবে তা'র পরিপোষকই হ'য়ে ওঠে । ৮২৬১ ।
১২।৬।১৯৫৭, বেলা ১১টা

কাঁচা আমি
লোকপালী-সেবা-বিমুখ হ'য়েও
প্রাধান্য চায়—
তা' যেমন ক'রেই হো'ক,
আর, তা' না হ'লেই দুঃখ পায় । ৮২৬২ ।
১২।৬।১৯৫৭, বিকাল ৪-২০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত ।

সশরীর আত্মাকে
তা'র পরিবেশ নিয়ে
পালন-পোষণে
যে যেমন সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারে,
তা'র কপালও হ'য়ে থাকে তেমনি ;
ক মানেই হ'চ্ছে সত্তা
অর্থাৎ দেহী আত্মা,
আর, পাল মানে পালন করা ;

এর সঙ্গতিপূর্ণ অর্থবোধনা
যা'র যত বেশী—
সক্রিয়ভাবে,—
তা'র কপালও তত ভাল । ৮২৬৩ ।
১৩।৬।১৯৫৭, সকাল ৯-৫০

তুমি অকিঞ্চন হও,
তিনি ছাড়া তোমার যেন
আর কিছুই না থাকে—
তোমার অন্তর-আকর্ষণকে ব্যেপে ;
এর ভিতর-দিয়ে
তোমার সাত্বত কৃতি-ঐশ্বর্য্য
অঢেল হ'য়ে উঠুক—
তাঁকে কেন্দ্র ক'রে,
উৎক্রমণী অনুব্যাপনায় ;
এমনতর যদি না হয়,
তবে তোমার ধর্ম্মও হ'লো না,
কর্ম্মও হ'লো না । ৮২৬৪ ।
১৩।৬।১৯৫৭, সকাল ১০-১০

নিষ্ঠানন্দিত সঙ্গতিশীল
অন্বিত অর্থনায়
বিষয় বা ব্যাপারের কুশল-বিনায়নে
অশ্রেয় যা'-কিছুকে পরিহার ক'রে
নিরোধ ক'রে
শ্রেয়-অনুচর্য্যী আপ্যায়নায়
সাত্বত-তপা অনুকম্পা নিয়ে
ব্যবস্থ চিত্তে
নিজ-সহ পরিবেশের
যে যেমনতর
সেবামুখর হ'য়ে চলতে পারে,

আর, তা' যত তীক্ষ্ন তর্‌তরে হৃদয়স্পর্শী হয়,
ব্যক্তিত্বও তা'র তেমনতর
মহিমা বিকীর্ণ ক'রে
পরিবেশের প্রতিষ্ঠার সহিত
নিজেকে প্রতিষ্ঠা ক'রে থাকে । ৪২৬৫ ।
১৩।৬।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-৩০

বিশ্বাস কিন্তু একটা অলীক প্রত্যয় নয়কো,
অবাস্তব ধারণাও নয়কো,
বরং তা'
বোধ ও বিবেচনার সহিত
ব্যবস্থিতি ও প্রস্তুতির
সার্থক সঙ্গতিশীল
নির্দ্বন্দ্ব মিলন । ৪২৬৬ ।
১৩।৬।১৯৫৭, রাত ৯-১০

ইষ্টার্থ-অনুধায়নায়
যা'র কাছে যেখানে
উত্তম যা'-কিছু পাও,
অনুশীলনী খননায়
তা'কে আয়ত্ত ক'রে ফেল,
যেন সাত্ত্বিক ধারণ-পালনে
অভ্যস্ত হ'য়ে
তা' তোমার প্রকৃতিগত হয় । ৪২৬৭ ।
১৪।৬।১৯৫৭, বেলা ১০-৪০

যা' দেখতে হবে,
যা' শুনতে হবে,
যা' বুঝতে হবে,
করতে হবে যা',

সুসন্ধিৎসু অন্তরাসী হ'য়ে
তা'
উপযুক্তভাবে
বোধে বিনায়িত ক'রে
দেখ, শোন, বোঝ, কর ;
আর, ঐ দেখা, শোনা, বোঝা বা করার ভিতর
যেন কোনপ্রকার ফাঁকই না থাকে ;
বিন্যাস-বিনায়িত ক'রে
বোধে এঁকে নাও,
আর, কৃতি-অনুশীলনায়
তাকে মূর্ত্ত ক'রে তোল—
যেমন দেখলে
যেমন বুঝলে
কাজের ভিতর-দিয়ে
তা'কে তেমনই ক'রে ;—
বেকুবীর নাজেহাল থেকে
অনেক রেহাই পাবে। ৮২৬৮।
১৪।৬।১৯৫৭, বেলা ১১-৪৭

জীবনের গতিপথ
প্রশস্ত, সুন্দর, অবাধ, অটুট হো'ক
তোমার প্রসাদে,
অমৃত-উচ্ছল হো'ক,
অমর চেতনা স্মৃতিবাহী হ'য়ে থাক্
অনন্ত অসীমে—
স্থায়িত্বে সুঠাম হ'য়ে। ৮২৬৯।
১৫।৬।১৯৫৭, বিকাল ৪-৩০
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত।

যেই হো'ক না কেন,
তোমার আওতায় আসলেই

অনুচর্য্যী আপ্যায়নায়
তা'কে নন্দিত ক'রে তুলো',
যা'তে সে অন্তরে-বাহিরে
শুভ-সম্বর্দ্ধনার 'স্বাগতম্'-আহ্বানকে
উপভোগ করতে পারে,
আর, তা'র ঐ স্ফীত-নন্দনাই হ'চ্ছে
তোমার পুরস্কার । ৪২৭০ ।
১৬।৬।১৯৫৭, সকাল ৬-৪৫

দূরদৃষ্ট তা'রা—
যা'রা
সাত্বত সংস্থিতির তপানুচর্য্যাকে
অবজ্ঞা ক'রে
নাই-এর নিয়ন্ত্রণে
নিজেকে কৃতার্থ ক'রে তুলতে চায়,
এবং ঐ নাই-এর উন্মাদনায়
স্বস্থ চেতনাকে
ব্যতিক্রম-বিদগ্ধ ক'রে
কৃতান্তেই নিজেকে সংস্কৃত করতে
তাপস প্রদীপনা নিয়ে চলতে থাকে—
একটা অলস নিঝুম
অবাস্তব অবিবেকী চলনে চ'লে । ৪২৭১ ।
১৬।৬।১৯৫৭, সকাল ৭-১৫

বিচার মানে বিশেষরূপে চরণ
অর্থাৎ চলন,
আর, এই চলনের ভিতর-দিয়ে
বাস্তবে কী তা' নির্ণয় করা,
আর, নির্ণয় করা মানে
নিশ্চয়ভাবে নেওয়া ও পাওয়া ;

তুমি লাখ কথা শোন,
আর, লাখ গল্প তোমাকে বিমুগ্ধ করুক,
দেশ, কাল ও পাত্রানুগ অবস্থার ভিতর-দিয়ে
বাস্তবতায় কোথায় কী সম্ভব,
আর, সে সম্ভাব্যতায়
উপনীত হওয়া যায় যেমন ক'রে,
তা'র ব্যতিক্রম কোথায় কী আছে,
সেটাকে নির্দ্ধারণ ক'রে
অর্থাৎ কী হ'লে তা' সম্ভব,
আর, কী কী না হ'লে তা' সম্ভব নয়কো—
সেটাকে নির্দ্ধারণ ক'রে
প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতায় তা' কী
সেটাকে নির্ণয় কর,
আর, এটাও নির্ণয় কর—
যা' বাস্তবে সংঘটিত হ'ল,
তা' কোথায় কেমনতর গতি নিয়ে
কাকে কেমনতরভাবে
উদ্দীপিত করতে পারে,
সেগুলির সাথে
বর্ণিত ঘটনার বিশেষভাবে মিল ক'রে
যে-ফলে পেঁছাতে পার—
তা'ই হ'চ্ছে বিচারের সিদ্ধান্ত ;
যদি কেউ দোষ করেছে ব'লে স্বীকার করে,
তাও গ্রাহ্য নয়,—
যদি তা' বাস্তবে প্রত্যয়ীভূত না হয় ;
ফল কথা, প্রতিটি ব্যাপারের
চুলচেরা হিসাবের ভিতর-দিয়ে
সার্থক সঙ্গতিশীল বিনায়নায়
অবস্থা, পরিস্থিতি ও সম্ভাব্যতার
মিল যেখানে,
বা যে-সিদ্ধান্ত সমস্ত সিদ্ধান্তকে

সিদ্ধ ক'রে তুলতে পারে,
প্রকৃত বাস্তবতা সেখানে ;
এতে এতটুকু ত্রুটি যদি কোথাও কিছু থাকে,
তা' কিন্তু ঠিক নয়,
তোমার বিচার ব্যর্থ হবে সেখানে—
নিষ্ঠুরভাবে কিন্তু ;
তাই, তেমনতর স্থলে অভিযুক্তকে
অপরাধী ব'লে সাব্যস্ত না ক'রে
তা'কে সন্দেহের সুযোগ দেওয়াই শ্রেয় । ৮২৭২ ।
১৬।৬।১৯৫৭, সকাল ১০-২০

প্রাজ্ঞকে অনুসরণ কর—
সেবায়, ভজনায়,
উপচয়ী কৃতি-তৎপরতায়,—
প্রজ্ঞা পাবে । ৮২৭৩ ।
১৬।৬।১৯৫৭, বেলা ১১টা

কোথাও শত্রুতা থাকলে
তাকে যত শীঘ্র সম্ভব মিটিয়ে ফেল,
তাই ব'লে
সহজ, সুকৌশলী, সতর্ক চলনকে
কিছুতেই পরিহার ক'রো না,
আর, শত্রুতা কোথাও
জমাট না বাঁধে,
সেদিকে নিরাকরণী তীক্ষ্ন দৃষ্টি রেখে চ'লো । ৮২৭৪ ।
১৬।৬।১৯৫৭, বিকাল ৪-১৫

শ্রদ্ধা বা ভক্তির
প্রিয় লক্ষণই হ'চ্ছে—
সুসন্ধিৎসু অন্তরাসী হ'য়ে
প্রিয়কে জীবনে

প্রথম ও প্রধান ব'লে
স্বতঃ-উচ্ছল আকৃতির সহিত গ্রহণ করা,
অন্তরাসপূর্ণ শুশ্রূষু হ'য়ে
তাঁর অভিপ্রায়-অনুসারী অনুচলনে
নিজেকে পরিচালিত না ক'রেই
থাকতে না পারা,
আর, সেবাসন্দীপ্ত কৃতিচলন নিয়ে
প্রিয়কে উপচয়ী ক'রে তোলার সঙ্গে সঙ্গে
তাঁকে প্রতিষ্ঠা ক'রে
নিজে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করা,
আর, তাঁর প্রসাদেই আসে
কৃতিকুশল বোধ
বা বুদ্ধিমত্তা,
শিষ্ঠাচার-সমন্বিত
অনুচর্য্যা-অভিদীপ্ত আপ্যায়না । ৮২৭৫ ।
১৬।৬।১৯৫৭, রাত ১১টা

তোমার শ্রেয় যদি তোমাকে
কিছু করতে বলেন,
তার মানে এ নয়কো—
সেটা ক'রে হওয়াতে হবে না ;
ক'রে হওয়ার বা হওয়ানর
দায়িত্ব তোমারই,
ক'রে হইয়ে তুললে যা',
তোমার যোগ্যতা সম্বর্দ্ধিত হ'ল তা'তেই,
আর, তাইই তোমার প্রাপ্তি ;
তাই, যাই কর—
নিখুঁতভাবে উদ্‌যাপন কর তা',
আর, ঐ কৃতকার্য্যতাকে অর্ঘ্য ক'রে নিয়ে
তাঁর বন্দনায়
নিজেকে প্রসাদমণ্ডিত ক'রে তোল,

ঐ কৃতকার্য্যতার ফল
যা' তাঁকে দিয়ে কৃতার্থ হ'লে,
তাই তাঁর পুণ্য প্রসাদ ;
তুমি শুনলে
তোমাকে তিনি কী করতে বললেন,
অথচ করলে না,
তা'র মানে—
তোমার অন্তঃকরণ নিষ্ঠানন্দিত নয়কো,
অদূরেই তার উত্তর অপেক্ষা করছে—
না-পারার কৈফিয়ত নিয়ে ;
করতে পার তো হবে,
আর, না করতে পার তো হবে না,
হওয়াটা যেমন আশীর্ব্বাদের,
না-হওয়াটা তেমনি
নিষ্ঠুর তোমার কাছে। ৮২৭৬।
১৭।৬।১৯৫৭, বেলা ১০-৫৫

কী হ'ল ?
যা' করলে, তাই হ'ল,
অমনি ক'রেই
যা' করেছ,
তা' হ'য়েছে,
আবার, যেমন ক'রে করেছ
তেমনি হ'য়েছে ;
তেমনি, যা' করবে, তা' হবে—
শুধু তাই নয়,
যে ভাবের উচ্ছ্বাসে
যে প্রবৃত্তি নিয়ে যা' কর
তা' তেমনতরই হবে ;
তাই, তোমার করা ও হওয়াই বলে দেয়—
তোমার ভাবের

ধারক-পালকই বা কী প্রবৃত্তি,
আর, মানুষই বা তুমি কেমন,
তোমার বোধই বা কী দাঁড়ার,
আর, প্রকৃতিই বা কেমন । ৮২৭৭ ।
১৭।৬।১৯৫৭, রাত ১০টা

যা'র অহং যেমনতর প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট,
সে তা'র সমর্থন করতেই চায়—
তা' ভালই হো'ক আর মন্দই হো'ক ;
কিন্তু তোমার সম্পদ হ'ল তাই করা—
যা' তোমার সত্তাপোষণী ;
আর, তা' বাদ দিয়ে
তুমি যে ঝোঁক নিয়েই চল না কেন,
তা' তোমার সত্তায় সংঘাত আনবেই,
তা'কে সংক্ষুব্ধ ক'রে তুলবেই কি তুলবে । ৮২৭৮ ।
১৮।৬।১৯৫৭, রাত ৯-৫

নিষ্ঠা, প্রীতি, বোধ, বিবেচনা
ও সঙ্গতিশীল কৃতিচলনা—
এই হ'চ্ছে সহজ জীবনে সহজ পথ,
আর, এই তপঃ-ঐশ্বর্য্যই
সম্বর্দ্ধনায় সম্বৃদ্ধ হ'য়ে
মানুষকে
নিষ্পাদনী দ্যুতিবিভবে
প্রভূত ক'রে তোলে । ৮২৭৯ ।
১৯।৬।১৯৫৭, রাত ১০-২০

শিষ্ট ব্যবহার
আর অসৎ কর্ম্ম,

এ হ'চ্ছে—
প্রতিলোম অন্তঃকরণের চিহ্ন। ৮২৮০।
২০।৬।১৯৫৭, সকাল ৬-৪০

যে স্ত্রী অবৈধভাবে
একাধিক পুরুষের সঙ্গে সংসর্গ ক'রে
সমাজে বারিত হয়,
সেইই বার-স্ত্রী,
বার-নারী
বা বার-বনিতা,
তা'র সন্তান-সন্ততি
অপসৃষ্টি-দুষ্ট হ'য়ে ওঠে। ৮২৮১।
২০।৬।১৯৫৭, সকাল ১০-২৫

কোন সংঘাত যখন
চিৎকে আন্দোলিত করে,—
তখন আসে চিন্তা,
ঐ চিন্তা যখন কোন বিষয়ে
ব্যাপৃত হ'য়ে
ঘনীভূত হ'য়ে উঠতে থাকে—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
তখনই হয় ভাব,
আর, ভাব মানেই হওয়া ;
এই ভাব
ব্যক্তিসত্তাকে রঙ্গিল ক'রে তুলে
তৎক্রিয়াসম্পন্ন ক'রে তোলে—
অন্তরে-বাহিরে
সুসঙ্গত উদ্দীপন-অনুস্রোতা হ'য়ে,
তখনই চরিত্রে
চলৎ-দীপনায় তা' ফুটন্ত হ'য়ে থাকে ;

এই চরিত্রই হ'চ্ছে
ব্যক্তিত্বের প্রকৃষ্ট স্ফোটনা,
আর, সত্তায় পরিশোষিত হ'য়ে
যখনই তা' ঘনায়িত হয়,
ব্যক্তিত্বে ঐ ভাব তখনই
প্রকৃষ্টভাবে সিদ্ধিলাভ ক'রে
অভ্যস্ত হ'য়ে
সংগ্রথিত হয়। ৮২৮২।
২১।৬।১৯৫৭, রাত ৮-৩০

যা' সত্তাবিরোধী—
তা' ব্যক্তিগতভাবেই হোক,
আর, সমষ্টিগতভাবেই হো'ক,
সাত্বত সংস্থিতিতে
কোনপ্রকারেই যা' লাগান যায় না,
ব্যবহার করা যায় না,
যা' জীবনীয় হ'য়ে ওঠে না,
জীবনীয় ক'রে তুলতে পারা যায় না,
তাইই কিন্তু সাত্বত বিধি-ব্যত্যয়ী ;
আর, অমনতর সাত্বত বিধি-বিরোধী যা'
অসৎ কিন্তু তাইই,
আর, অসৎ যা'-কিছু,
সত্তা বা অস্তিবৃদ্ধির অপকর্ষী যা'-কিছু—
তা'কে নিরোধ করাই হ'চ্ছে
সাত্বত ধর্ম্ম। ৮২৮৩।
২২।৬।১৯৫৭, সকাল ৯-২০

যা'রা কেবল নেয়,
সাধ্যমত দিয়ে তৃপ্ত হওয়ার
আত্মপ্রসাদী লালসা
যাদের সক্রিয়তায় উদগ্র হ'ঠে ওঠে না,

তা'দের ধী যে হামেশাই
স্বার্থান্ধ হ'য়ে উঠে
বঞ্চনার অভিসারে পরিচালিত হয়,
তা কিন্তু ঠিক ;
এমন-কি, ভাই-বন্ধু-স্ত্রী-পুত্রদের বেলায়ও
তা'ই । ৪২৮৪ ।
২২।৬।১৯৫৭, রাত ৮-১০

১। ইষ্টনিষ্ঠ হও,
ইষ্টার্থ যা'-কিছুর অনুচর্য্যাই
তোমার জীবনে সক্রিয়ভাবে
প্রথম ও প্রধান করতে চেষ্টা কর ;

২। এর সঙ্গে সঙ্গে
যজন-যাজনার সহিত
লোক-অনুচর্য্যার
যা' কিছু পার,
করতে ত্রুটি ক'রো না,
আর, তপজপ ইত্যাদি
তাঁর অনুমোদিত যা'-কিছু,
তা' করতে বিরত থেকো না—
বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে ;
চলার ফাঁকে-ফাঁকে
কিংবা বিশ্রামের সময়
তাঁকে চিন্তা ক'রো
এবং তাঁর বাণীগুলিকে স্মরণে এনে
তার কিছু না কিছু অনুশীলন করবেই—
রোজই নানা রকমে ;

৩। নিয়মিতভাবে ইষ্টভৃতি
করবেই কি করবে ;

৪। তা ছাড়া, সাধু চেষ্টায়
প্রত্যহ কিছু-না-কিছু

অর্থাৎ প্রীতিপ্রদ ব্যবহারোপযোগী জীবনীয় কিছু
সংগ্রহ ক'রে
তাঁকে বাস্তবে উপহার দেবে—
তোমার শক্তিতে যতখানি কুলায় ;
ইষ্টসান্নিধ্যে যদি না থাক,
আর, তৎসকাশে পাঠাবার
সুবিধা যদি না-ই হয়,
তা'হলে ইষ্টার্থে
কোন শ্রেয়জনকে দিও ;
যাদের ভরণ-পোষণ
ইষ্টের উপরই নির্ভর করে,
তা'রা যদি দৈনন্দিন অবশ্য অবশ্যই
এমনতরভাবে সংগ্রহ ক'রে
ঐ তাঁরই সেবানুচর্য্যার
অর্ঘ্য-স্বরূপ নিবেদন করে,
তা'রাও অনেক বিকৃতির হাত হ'তে
রেহাই পেতে পারবে এতে ;
তবে এটা কর্ত্তব্য-নিবন্ধন হ'লে হয় না,
অন্তর-আগ্রহ-নিবন্ধন হওয়া চাই ;

৫। ইষ্টের স্মরণ ও প্রীত্যর্থে
তুমি ভালবাস—
এমনতর কোন জিনিষ
উৎসর্গ ক'রো—
তোমার স্বাস্থ্য যা'তে অক্ষুণ্ন থাকে
তা'র প্রতি লক্ষ্য রেখে ;
জীবনে সেটিকে
নিজের তৃপ্তির জন্য
আর ব্যবহার ক'রো না ;

৬। ইষ্টার্থ—শুভ করণীয় যা'-কিছু
তা' করতে
পারতপক্ষে অবহেলা ক'রো না,

আর, অন্যেরও শুভ সম্বর্দ্ধনায়
পারতপক্ষে বিরত থেকো না ;
৭। ইষ্ট-নীতিবিধিগুলিকে
যথাসম্ভব পরিপালন ক'রে চলো—
হাতেকলমে
কথায়-কাজে ;
অন্তর-আগ্রহ নিয়ে
কিছুদিন ক'রেই দেখ না কী হয় !
এমনি করতে করতে এগুতে থাক,
তোমার ছোট্ট জীবনে
এই অনুষ্ঠানগুলি
যত বাস্তবে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে,
ভেবেচিন্তে না দেখলে
বুঝতেই পারবে না—
তুমি কতখানি বেড়ে উঠেছ অজান্তে ;
আমার কথা কি শুনবে ?
তা' কি তুমি করবে ?
করলে দেখতে পাবে—
স্বস্তিও ধীর পায়ে
এগিয়ে আসছে তোমার জীবনে । ৮২৮৫ ।
২২।৬।১৯৫৭, রাত ১০টা

দেব ব'লে যদি
কা'রও কাছে কিছু নাও
বা করবে ব'লে কারও কোন দায়িত্ব নাও,
স্মরণ রেখো—
সময়মতন তা' দেবেই কি দেবে
বা করবেই কি করবে ;
উপযুক্ত সময়ে
যদি না দিতে বা না করতে পার,
তাহ'লে তৎপূর্ব্বেই

বিনয়ের সহিত তা'কে জানিয়ে রেখো,
আর, যথাসত্বর দেবার
বা দায়িত্ব উদ্‌যাপন করবার
চেষ্টায় থেকো ;
তা' যদি না কর,
দেখবে—
তোমার পাওয়ার স্থানগুলি তো
সংকীর্ণ হ'চ্ছেই,
তুমিও তোমার বিশ্বস্ততা
হারিয়ে ফেলছ ক্রমে-ক্রমে,
অদূরেই এই বিশ্বাসঘাতকতা
তোমাকে নাজেহাল করতে অপেক্ষা করছে । ৮২৮৬ ।
২২।৬।১৯৫৭, রাত ১০-৭

আর একটু কথা বলি—
যাঁ'র আশ্রয়ে, অভিভাবকত্বে বা সাহায্যে
পরিপালিত হ'চ্ছ,
সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়না নিয়ে
তাঁ'র জন্য কিছু
করবে কি করবেই,
আর, রোজই খুঁজেপেতে মনে করবে—
কেমন ক'রে কী দেবে,
কেমন ক'রে কী করবে,
আর, তা' দেবে কি দেবেই,
করবে কি করবেই ;
প্রাত্যহিক এই করণ
তোমাকে অনেক কিছু হ'তে রক্ষা করবে । ৮২৮৭ ।
২২।৬।১৯৫৭, রাত ১০-১০

তপের ভূমিই হ'চ্ছে—
ইষ্টার্থ-উপচয়ী কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে

সাত্বত অভিনিবেশে
নিজেকে উচ্ছল ক'রে তোলা,
তাঁর গুণাবলীতে
নিজেকে অভিষিক্ত ক'রে তোলা—
বৈশিষ্ট্যানুগ চারিত্রিক সক্রিয়তা নিয়ে,
সন্ধিৎসু সঙ্গতিশীল
অর্থান্বিত তৎপরতায়। ৪২৪৪।
২৩।৬।১৯৫৭, সকাল ৭-৫৫

ইষ্ট, আদর্শ বা শ্রেয়জনকে
দক্ষ কুশলকৌশলী অনুবেদনা নিয়ে
সন্ধিৎসাপূর্ণ সন্দীপনায়
অনুচর্য্যা করা সমীচীন ;
ভেবেচিন্তে অবস্থানুক্রমে
বিহিত করণীয় যা'
সেগুলিকে নিষ্পন্ন ক'রে
তাঁকে স্বস্তি-সমৃদ্ধ করাই হ'চ্ছে
অনুচর্য্যা বা সেবার তাৎপর্য্য ;
আর, আচার, ব্যবহার, চালচলন
সব দিক দিয়ে যা'তে
তাঁর মনোজ্ঞ হ'য়ে ওঠে,
তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে চলা সমীচীন ;
এমনি করতে করতে
ঐ ব্যাপৃতি
পরিবেশে ক্রমে ক্রমে ব্যাপ্ত হ'তে থাকে ;
এই ব্যাপন সৌকর্য্য নিয়ে আসে
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী তৎপরতা,
বিনায়ন-বোধনা
আর সমীচীন ব্যবস্থিতি,
আর, এর ফলেই ব্যক্তিত্ব
ইষ্ট, আদর্শ বা শ্রেয়-অন্বিত হ'য়ে

পরিবেশে পরিস্ফুরিত হ'য়ে চলতে থাকে—
সুসম্বদ্ধ ধারণপালনী কুশলতায় ;
এমনতর ক'রেই সে
দক্ষকুশল ঐশ্বর্য্যে
ধৃতিদীপনী প্রভায়
উদ্‌ভাসিত হ'য়ে ওঠে ;
তুমি কর,
নিজেকে বিহিতভাবে
সৎক্রিয়া-তৎপর ক'রে চল,
তোমার ব্যক্তিত্ব
ব্যাপ্তির আবহাওয়ায়
প্রীতি-নন্দনায়
প্রত্যেক অন্তরে ব্যাপ্ত হ'য়ে উঠবে—
কুশলস্রোতা হ'য়ে । ৮২৮৯ ।
২৩।৬।১৯৫৭, বেলা ১০-৪০

উৎকর্ষে যাওয়া,
উৎকর্ষে স্থিতি,
উৎকর্ষে পাওয়া—
স্বর্গের মর্ম্মই হ'চ্ছে এই ;
তুমি যতই ক্রমচলনে
উৎকর্ষ লাভ ক'রে
উৎকর্ষকে পেয়ে
উৎকৃষ্ট স্থিতি লাভ করবে,
ঐ স্থিতিই তোমার
স্বর্গলাভ বা স্বর্গবাস । ৮২৯০ ।
২৩।৬।১৯৫৭, বিকাল ৩-১৫

বৃদ্ধিকে যিনি জানেন
আর চলেনও তেমনতর,

তিনিই ব্রাহ্মণ । ৮২৯১ ।
২৩।৬।১৯৫৭, বিকাল ৪-৩০

ঈশ্বর—
বোধ,
জ্ঞান,
অর্থাৎ বোধস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ;
বোদ্ধা তিনি নন,
জ্ঞাতাও তিনি নন,
তুমি যা'-কিছু বোধ কর,
যা'-কিছু জান,
তার বোদ্ধা তুমি,
তা'র জ্ঞাতা তুমি,
আর, বোধ বা জ্ঞানই হ'চ্ছেন তিনি,
তাই, তিনি জ্ঞান-স্বরূপ,
বোধ-স্বরূপ ;
আর, ঈশিত্ব মানেই হ'চ্ছে—
ঐশী ভাব,
এক কথায়, আধিপত্য
অর্থাৎ ধারণ-পালনী সম্বেগ,
ধারণ-পালনী উৎসর্জ্জনা,
আর, ঐ বোধ বা জ্ঞান
ও ধারণ-পালনী সম্বেগ—
ধারণ-পালনী উৎসর্জ্জনা
যাঁতে মূর্ত্ত—
সুসঙ্গত সার্থকতায়,
অর্থাৎ সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
ঐ বোধ বা জ্ঞান
যাঁতে নিহিত আছে,
তিনিই ব্যক্ত ঈশ্বর,

আর, ঐ জ্ঞান বা বোধের
সত্ত্বই হ'চ্ছে
ঐ জ্ঞাতা বা বোধিসত্ত্ব। ৮২৯২।
২৩।৬।১৯৫৭, বিকাল ৪-৩৩

কল্যাণনিষ্ঠ অর্থাৎ ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে
সুসন্ধিৎসু চতুর বোধিসত্ত্বে দাঁড়িয়ে
অনুচর্য্যাশীল অনুতপনায়
চলতে থাক—
আরোর পথে,
হও, পাও, খাও, দাও,
বেড়াও,
আর, সত্তা-সম্বর্দ্ধনী চলনে
আত্মনিয়ন্ত্রণী পদক্ষেপে
চলতে থাক ;
এমনি ক'রে
উৎকর্ষে যাও,
তাকে লাভ কর,
উপভোগ কর,
উৎকৃষ্ট হও,
প্রত্যেককে উৎকর্ষণায় নিয়ন্ত্রিত কর,
সুখী হ'য়ে
প্রত্যেককে সুখী ক'রে চলতে থাক ;
সন্ধিৎসা নিয়ে
ঐ চলনে চলাই হ'চ্ছে অধ্যয়ন,
অর্থাৎ ধারণ-পালনী অনুচলন,
আর, ঐই তোমার জীবনীয় প্রাপ্তি। ৮২৯৩।
২৩।৬।১৯৫৭, বিকাল ৪-৫৫

দয়া বা অনুগ্রহ
সেখানে কৃতার্থ হ'য়ে থাকে,

যেখানে যে পারে না বা অনুপযুক্ত—
আগ্রহ-অনুচর্য্যায়
তা'কে প্রবুদ্ধ ও পারগতায় সম্বৃদ্ধ
ক'রে তুলতে পারা যায় । ৮২৯৪ ।
২৩।৬।১৯৫৭, বিকাল ৫-৫

সন্ধিৎসু সতর্কতার সহিত
ইষ্টার্থ-অনুচলন নিয়ে
নিদেশ ও উপদেশ-পরিপালনী
আগ্রহ-উচ্ছল অনুবেদনায়
কৃতি-সন্দীপনী তৎপরতায়
যে বা যা'রা না চলে,—
বা সঙ্গীতিশীল তাৎপর্য্যে
সমীচীন ত্বারিত্য নিয়ে
কৃতিনিষ্পাদনী অনুচলনে
যা'রা না চলে,—
তুমি কি মনে কর
তা'রা তোমার সম্পদ ?
আর, তাদের উৎকর্ষই বা
কেমনতর হ'তে পারে ?
অবজ্ঞা চিরদিনই
উচ্ছলতাকে অবশ ক'রে
মানুষকে মূঢ়ই ক'রে রেখে থাকে,
বিজ্ঞ বোধনা তাদের কাছে
সুদূরপরাহত । ৮২৯৫ ।
২৩।৬।১৯৫৭, বিকাল ৫-১৫

উত্থানপন্থী হও—
প্রেষ্ঠনন্দনায়,
গণ-ব্যবস্থিতির অনুচলন নিয়ে
বিহিতভাবে,

জন্মে, স্বাস্থ্যে, শৌর্য্যে,
সাত্বত-সম্বর্দ্ধনী কৃতিদীপনায় ;
পাতিত্য-প্রলুব্ধ হ'তে যেও না,
নিষ্ঠা-প্রদীপ্ত অনুচর্য্যী অনুকম্পা নিয়ে
প্রত্যেকের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে পড়,
তোমার সংকীর্ণ যা'-কিছু
মুক্তিলাভ করুক । ৮২৯৬ ।
২৪।৬।১৯৫৭, সকাল ৫-৩০

তোমার হৃদয়
বোধিকুশলতাকে হৃদ্য ক'রে তুলুক,
আর, চর্য্যা
বোধিকুশলতাকে
দক্ষ চাতুর্য্যে
চৌকস ক'রে তুলুক ;
এমনতর হৃদয় ও বোধির
লীলায়িত আলিঙ্গন-গ্রহণে
তুমি চলতে থাক—
নির্ভুল পদবিক্ষেপে,
দেশকালপাত্রানুপাতিক । ৮২৯৭ ।
২৪।৬।১৯৫৭, বেলা ১০-৫০

তুমি কেমন লোক,
তা'র নিশানাই হ'চ্ছে—
তুমি ইষ্টনিষ্ঠ কতখানি,
কেমনতর সক্রিয়ভাবে,
তোমার আচার-ব্যবহার, চালচলনে
ইষ্টদ্যোতনাই বা কেমন,
আর, তা' লোকে পছন্দ করে কেমন,
তুমি তাদিগেতে অন্তরাসী হ'য়ে উঠেছ কতখানি,
তোমার শত্রু বা সমালোচকও

তোমাতে কেমন কতটুকু স্নেহপ্রবণ ;
তুমি কেমনতর কতখানি—
এমনি ক'রেই তা'র পরীক্ষা। ৪২৯৮।
২৪।৬।১৯৫৭, রাত ৯টা

নিষ্ঠা-উচ্ছল যোগ্যতাসম্পন্ন
এমন কোন ব্যক্তিকে যদি পাও,
যে তোমাতে অন্তরাসী,
এবং যে সমীচীন স্বারিত্যে
মিতব্যয়ে
কাজ নিষ্পাদন করতে পারে,
তবে তাকে তার উপযুক্ততামত
কাজের ভার দিতে পার,
এতে তোমার চাহিদামত
কর্ম্ম নিষ্পন্ন হবার সম্ভাবনাই বেশী ;
নয়তো, যা'র তার হাতে দিলে
তা'রা পারবেও না,
করবেও না,
এবং অবজ্ঞা ও শৈথিল্যে
শিখবেও না কিছু,
আবার, তুমিও ঠকবে তা'তে ;
অমনতর হ'লে
হাতেকলমে নিজে করা বরং অনেক ভাল,
আর, তা'ই ক'রো। ৪২৯৯!
২৫।৬।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-২০

যা'র গুণের কথা
যতই শোন না কেন,
সে আচারে, নিয়মে,
কথায়-বার্ত্তায়
কর্ম্মদক্ষ দায়িত্বে

কুশল-কৌশলে
অনুচর্য্যী অনুনয়নে
ইষ্টার্থপরায়ণ লোকচর্য্যী কতখানি—
তা'ই হ'চ্ছে তা'র নমুনা
বাস্তবে সে কেমন ;
আবার, কারও নিন্দা যদি শোন,
তাহ'লেও
আচার-নিয়মে
কথায়-বার্ত্তায়
ব্যবহারে
সে কতখানি অপটু,
অনাস্থাভাজন,
নিষ্ঠাহারা,
ও অসৎকর্ম্মা,
আর, লোকের বিরক্তিভাজনই বা সে কতখানি—
তা' দেখে
যেমন ভাববার,
তেমনি ভেবে নিও ;
নিজের চলনাকেও
ঐ দিগ্‌দর্শনে দেখে
নিয়ন্ত্রিত ক'রো। ৮৩০০।
২৫।৬।১৯৫৭, রাত ৭-৪৫

দুনিয়ায় যা'-কিছু,
সেই বিশ্বসত্তারই এক-একটি অবতরণ,
সবাই সেই তাঁর অবতার,
তাই, অবতার অসংখ্য ;
তা'র মধ্যে যে বা যিনি
বাস্তব গণকল্যাণদক্ষ যতখানি—
তিনি গণপতিও তেমনতর ;

চৌকস বাস্তব বিবেচনায়
বাস্তব বুদ্ধি নিয়ে
গণকল্যাণ-নিরতিতে স্বতঃস্রোতা হ'য়ে
ব্যক্তি বা গণ-পরিচর্য্যানিরতি নিয়ে
যিনি যত চলেন—
বাস্তব তৎপরতায়,—
তিনি লোক-কুশলগতিও তেমনি ;

এই পৃথিবীতে
সত্তা নিয়ে যা'রা বসবাস করে,
তা' মানুষই হো'ক,
বা যে কেউই হো'ক,
তাদের বর্দ্ধনাই যাঁর জীবনযজ্ঞ—
ধারণ-পালনী উৎসব,—
তিনি গোবর্দ্ধনধারী ;

আবার, গণপালী যাঁরা যেমনতর—
বাস্তব অনুচর্য্যানিরতি নিয়ে,
আসলে তাঁরাই কিন্তু গোপ,
এই গোপদের প্রাণস্বরূপ যিনি,
প্রীতি-প্রদীপ যিনি,
তিনিই কিন্তু গোপাল,
প্রকৃত গণ-রাখালও তিনি,
আর, তিনিই কৃষ্ণ ;

ঐ প্রতিপ্রত্যেকের
সাত্বত অনুসেবনার ভিতর-দিয়ে
প্রীতিপ্রসন্ন প্রাণের
মহা-আকর্ষণে
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী পরিচর্য্যায়
ক্রীড়াকুশল যিনি,
যিনি প্রীতি-আকর্ষণে
অন্তর-অনুবেদনায়
সবাইকে আকর্ষণ করেন,

তিনিই শ্রীকৃষ্ণ ;
আর, শ্রী মানেই হ'চ্ছে সেবা,
সেবানিরতি নিয়ে আকর্ষণ করেন,
তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণ,
শ্রীভগবান ;
আর, ভজমান যিনি, তিনিই ভগবান ;
সেবানিরত সত্তা নিয়ে
ষড়ৈশ্বর্য্যশালী যিনি,
যিনি এই ষড়ৈশ্বর্য্যের
বাস্তব বিচারণায়
লোকসত্তাকে
ধারণ-পালন করেন—
ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগতভাবে,
সক্রিয় তৎপরতায়,—
তিনিই শ্রীভগবান,
তিনিই শ্রীকৃষ্ণ,
আর, তিনিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ;
তিনি গোপবেশধারী
অর্থাৎ লোকপালনী বেশধারী,
বেণ বা বেণু মানেই হ'চ্ছে—
জ্ঞান, চিন্তা, গতির
চাক্ষুষ জ্ঞানবাদন,
চাক্ষুষ জ্ঞানবাদন কেন ?
কারণ, তিনি
চাক্ষুষ জ্ঞানের কথাই বলেন,
তাই তিনি গোপবেশ বেণুকর ;
তিনি প্রত্যেক সত্তার কাছে চিরকিশোর—
তা' যতই বৃদ্ধ হো'ন না কেন,
আর, বৃদ্ধ হ'লেও
স্থবির ননকো কারো কাছে,
সাত্বত নর্ত্তনাই তাঁর স্বভাব,

আর, নৰ্ত্তন-বরেণ্য তিনি,
তাই, তিনি গোপবেশ বেণুকর
নবকিশোর নটবর ;
আসল কথাই হ'চ্ছে—
তিনি মূর্ত্ত প্রিয়পরম,
আর, তিনিই হ'চ্ছেন—
মূর্ত্ত ইষ্ট,
মূর্ত্ত কল্যাণ,
ঐ গুণ-ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্ত প্রতীক ;
অনুরাগ-উদ্দীপনা নিয়ে
মানুষ যতই তাঁকে
অনুসেবনী নন্দনায়
নন্দিত ক'রে তুলতে পারে,
তাঁর গুণরাজি
নীতিবিধি ও অনুচলনরাজিকে
স্মৃতিপটে স্বতঃ-জাগরিত রেখে
নিজ সত্তায়
যত পোষণ ক'রে নিয়ে চলতে থাকে
ঐ ভজন-উৎসবের ভিতর দিয়ে—
তা'র ভাগ্যও তেমনি উচ্ছল হ'য়ে ওঠে ;
তা'র দেহ, আত্মা,
এক-কথায়, তা'র সত্তাও
ঐ ঐশ্বর্য্যে পরিপালিত হ'য়ে
উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে,
তাই, তার কপালও হয় তেমনি ;
আর, যে-অভিব্যক্তির ভিতর
এই তিনি
দেশ-কাল-পাত্রকে
সংমথিত ক'রে
শুভ সম্বর্দ্ধনায়
যুগোপযোগী মূর্ত্তি গ্রহণ করেন,

তিনিই সেই—
তখনকার ;

প্রণাম কর—
"কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে
প্রণত-ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমোনমঃ" ;
কান পেতে শোন—
সেই বেণুর বাদন তালে
সেই কবির গাথা—
"কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ,
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ"। ৮৩০১।
২৫।৬।১৯৫৭, রাত ৮টা

যারা বিদ্যাভিমানী
অথচ বাস্তবতায় আস্থা যাদের কম,
বা আস্থা নাই,
কাল্পনিক চিন্তায় বা শোনা কথায়
আস্থা বেশী,
দেখাকে মুছে ফেলে'
কিংবা শোনার রঙে
দেখাকে রঙিল ক'রে
কাল্পনিক চিন্তার
বা উদ্ভট কোন-কিছুর
অবতারণা না করতে পারলে
যা'রা তৃপ্তি লাভ করে না,
কাল্পনিক বা শোনা কোন-কিছুকে
খুঁজে-পেতে
তা'র বাস্তবতাকে নির্ণয় করা
যাদের সাধ্যের বাইরে
বা ক্ষমতারও বাইরে,—

এমনতর যা'রা,
তাদের চাইতে
লেখাপড়ায় জ্ঞানহীন
বাস্তবদর্শী একটা সাধারণ কৃষকও
যে অনেকখানি কার্য্যকরী জ্ঞান-সম্পন্ন,
তা' বোধ হয় তা'রা
ভাবতেও পারে না ;

তা'রা চোখ থাকতেও কানা,
কান থাকতেও ঠসা,
আর, মাথা থাকতেও বেকুব,
তাই তা'রা
বাস্তব ব্যাপারে বোবা ;

কাল্পনিক তত্ত্ব বা শোনা কথায় আস্থাসম্পন্ন—
এমনতর মানুষ দেখলেই
হুঁশিয়ার থেকো,
তাদের সঙ্গ পেয়ে
বাস্তব-দর্শিতাকে বিদায় দিও না ;

ঠিক জেনো—
তাহ'লে তোমার বোধ
খাবি খেয়ে
কোন্ অবাস্তব জগতে
আত্মবিলয় করবে,
তা'র কিন্তু ইয়ত্তা নাই ;

তাই বলি—
সব দিক দিয়ে
সর্ব্বতঃ-সঙ্গতি নিয়ে
শ্রদ্ধানিপুণ বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন হও ;
যদি বাস্তব চলনে চলতে চাও—
সাবধান ! ৮৩০২ ।
২৬।৬।১৯৫৭, বেলা ১১-১০

যদি কোথায়ও যাও,
আর, সেখানে কারো সাথে
তোমার আলাপাদি করতে হয়,
ভাব ও কথাবার্ত্তার ভিতর-দিয়ে
তা'র মেজাজটাকে দেখে নিও—
নরম, গরম, না নিরপেক্ষ ;
নরম যদি দেখ—
শিষ্টাচারের সহিত
সুযুক্তিসম্পন্ন সাত্বত আলাপ-আলোচনা
ও অনুচর্য্যায়
তাঁ'র হৃদ্য হ'য়ে
যাতে তিনি প্রীতিপ্রসন্ন হ'য়ে ওঠেন তোমার প্রতি
তাই ক'রো ;
তোমার নিষ্ঠা-প্রবোধনায়
তুমিও সুখী হবে,
তিনিও সুখী হবেন,
ক্রমশঃই উভয়ে
হৃদ্য বান্ধবতায় নিবন্ধ হ'য়ে উঠবে ;
গরম দেখলে—
উপযুক্ত নরম বাক্য, ব্যবহারে,
প্রীতিকুশল আপ্যায়নায়
মনোমত আলাপ-আলোচনা
ও অনুচর্য্যায়
তিনি যা'তে মুগ্ধ হ'য়ে ওঠেন,
আর, তুমিও যা'তে
তাঁর প্রতি
অন্তরাসী আবেগ-উচ্ছলতায়
প্রীতি-প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
তাই ক'রো—
বিনায়িত দ্যোতন-বিভবে ;
আর, যেখানে নিরপেক্ষ দেখতে পাও,

তিনি কিরকম কথাবার্ত্তা,
ভাবভঙ্গী, চালচলনে
তোমাতে অন্তরাসী হ'য়ে ওঠেন,
কুশল পরিচর্য্যায়
পরিচয়-তাৎপর্য্যে
তা' বুঝে নিয়ে
সাত্বত-দীপনী উন্মাদনায়
তাকে যা'তে আকৃষ্ট করতে পার,
নিজের কথাবার্ত্তা ও পরিচর্য্যায়
উৎফুল্ল ক'রে
তাই ক'রো,
উভয়েই সুখী হবে—
প্রীতিকুশল আপ্যায়নায়
উৎফুল্ল হ'য়ে ;—
এমনি ক'রে উভয়েই সুখী হ'য়ে ওঠ ;
নজর রেখে দিও—
ধাতু ও বোধ হিসাবে
আলাপ-আলোচনা ও অনুচর্য্যাদি
যদি না কর,
তুমিও যেমন সবার উপযুক্ত হও না,
অন্যেও কিন্তু তা'ই ;
তৃপ্ত হ'তে হ'লেই
অন্যকে তৃপ্ত করতে হয়,
বুঝে রেখো । ৮৩০৩ ।
২৭।৬।১৯৫৭, বেলা ১১টা

যাঁ'রা
সাত্বত হিসাবে বিহিত নয় যা',
লুকিয়ে লুকিয়ে
তা' আচরণ ক'রেও
শুভ-সন্দীপনী এমনও অনেক আচরণ করেন,

তাদের ঐ অবিহিত আচরণে
সোজাসুজি আঘাত মেরো না,
তা'রা ভাল যেগুলি করেন,
তোমার আলাপ-আলোচনা ও অনুচর্য্যায়
সেগুলিকে আরো উচ্ছল ক'রে দিও—
শ্রদ্ধা বা স্নেহ-সন্দীপী পরিচর্য্যায় ;
আর, কদাচার যেগুলি
সেগুলি ধীরে ধীরে
আলোচনা ক'রে
উপযুক্ত সময়ে
উপযুক্তভাবে
হৃদ্য উন্মাদনায়
তা'কে প্রবুদ্ধ ক'রে
ঐগুলি হ'তে যা'তে তিনি বিরত হন,
তাই ক'রো ;
শুধু নিন্দাবাদে
মানুষকে নিন্দনীয় কর্ম্ম হ'তে
বিরত করা যায় না
সব সময় ;
এক কথায়, যা' ভাল,
তাতে তাকে উচ্ছল ও সক্রিয় ক'রে তোল,
যা' মন্দ
তা' করতে তা'কে নিরস্ত কর,
আর, আলাপ-আলোচনা ও অনুচর্য্যায়
এইভাবে যদি তাকে
প্রবুদ্ধ ক'রে তুলতে পার—
সতর্ক সমীক্ষায়,—
তাইই ভাল ;
সেই বাস্তব প্রবোধনা
যা'তে তার জীবনচলনার উপর
আধিপত্য ক'রে চলতে পারে,

এমনতর তাকেতুকে
লোকপরিচর্য্যায় তা'কে
প্রস্বস্তিসম্পন্ন ক'রে তোল,
স্বস্তিপ্রসাদে তুমিও পরিতৃপ্ত হও । ৮৩০৪ ।
২৭।৬।১৯৫৭, বেলা ১১-৫

বদান্যতা যার সাত্বত—
তার ভিতরে সংকীর্ণতা কম,
সে বৈধী-বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ,
অনুকম্পাশীল স্বতঃই,
আর, যে বা যা'রা
ঐ বদান্যতাকে উপভোগ করে,
তা'রা যদি ঐ বদান্যতা নিহিত যেখানে
তাঁ'র প্রতি বদান্য না হয় —
সক্রিয়ভাবে,
তা'রা সংকীর্ণই হ'য়ে ওঠে—
সব দিক দিয়ে ;
তাই, যারা তোমাকে দেয়,
যেমনতর সঙ্গতিই তোমার থাক্,
সক্রিয় আগ্রহ-দীপনায়
সাধ্যমত তাদের দিও ;
এক কথায়, যে দেয়,
পাওয়ায় সে উচ্ছল হয়ই,
আর, যে দেয় না,
সে প্রাপ্তিতৃষ্ণাতুর,
তাই, সক্রিয় পরিচর্য্যা-পোষণায় কৃপণ,
তার সত্তা যে সংকীর্ণ,
তা' অতি নিশ্চয় ;
তাই, যেখানে যার কাছে
যাইই পাও,
তুমিও তাকে দিতে

কসুর ক'রো না—
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত ক্ষমতায় যা' কুলায় ;
পিতার সাত্বত দীপনা
ও মায়ের পোষণ-পরিচর্য্যা—
বাপ-মায়ের এই ধারণ-পালন-পোষণ-পরিচর্য্যায়
তুমি সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছ,
তাই তুমি তাদের ;
যাঁদের কাছে তুমি পেলে
আপ্যায়নী অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে—
তাঁদের যদি না দাও,
সেবায় সম্বুদ্ধ ও সম্বৃদ্ধ ক'রে
না তোল যদি,
তমসার সংকীর্ণ সন্ধান
তোমাকে
আতুর না ক'রে তুলেই কি ছাড়বে ? ৮৩০৫ ।
২৭।৬।১৯৫৭, বেলা ১১-১৫

তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর ভিতর
অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের ভিতর
প্রীতি-অভিষিক্ত আগ্রহ-আবেগ
ও শরীর, মন,
এবং পরিবেশ ও পরিস্থিতির
শুভ-সংস্থিতি যদি না থাকে,
তেমনতর স্থলে
যৌন-সংস্রব হ'তে যদি বিরত থাক,
তাই কিন্তু ভাল ;
স্বস্তিতে খুঁত থাকলে
সে-খুঁত যে অল্পাবিস্তর
সন্তান-সন্ততিতে ব'র্ত্তে থাকে—
তা' কিন্তু নিশ্চয় । ৮৩০৬ ।
২৭।৬।১৯৫৭, দুপুর ১২টা

কতটুকু কিসের জন্য তুমি
ইষ্টার্থ-অনুসেবনা হ'তে বিরত হও,
সেইটেই হ'চ্ছে মাপকাঠি—
তোমার অন্তরের ইষ্টার্থ-অনুদীপনী আগ্রহ
সক্রিয়ভাবে
সজাগ কতটুকু— । ৮৩০৭ ।
২৭।৬।১৯৫৭, বিকাল ৪-৩০

সম্মানই যদি চাও,
প্রথমেই শ্রেয়নিষ্ঠ অমানী হও,
হৃদ্য হও—
বাক্যে, আচারে, ব্যবহারে,
আর, আপ্যায়নী অনুচর্য্যা নিয়ে চল—
সতর্ক সমীক্ষায় ;
সম্মানের ভিক্ষুক হ'তে যেও না । ৮৩০৮ ।
২৭।৬।১৯৫৭, রাত ৭-১৫

যে যতখানি যেমন ক'রে
যাতে অভ্যস্ত হবে
বাস্তবে,
তাতে আধিপত্যও হবে তার ততখানি,
অনুশীলনার অবদানও পাবে সে
তেমনতর । ৮৩০৯ ।
২৭।৬।১৯৫৭, রাত ৭-১৫

মেয়েদের প্রতি
যা'র যেমনতর অবৈধ প্রলোভন—
প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়—
তাদের জন্মগত প্রবৃত্তি
তেমনি অনিয়ন্ত্রিত ;
আর, যা'রা

সশ্রদ্ধ পরিচর্য্যায়
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রাখে,
জন্মগত প্রবৃত্তিও তাদের
ততখানি সভ্য ও সুনিয়ন্ত্রিত । ৮৩১০ ।
২৭।৬।১৯৫৭, রাত ৭-৩০

কা'রও সঙ্গ লাভ করা মানেই হ'চ্ছে
তা'র ব্যক্তিত্ব, বোধ,
গুণ ও চরিত্রের সঙ্গে
সঙ্গীতি লাভ করা ;
কোন ব্যক্তিত্বে
যে যতখানি শ্রদ্ধান্বিত,
নিষ্ঠানন্দনার সহিত
সে যতখানি
তৎ-পরিচর্য্যাশীল,
তাঁর অভিপ্রায়-অনুসারী অনুচলনে
সে যেমন অনুপ্রাণিত,
তার বৈশিষ্ট্যানুগ তাৎপর্য্যে
তৎপ্রীতিকর অনুশীলনী অভ্যাসে
সে তেমনই অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে
স্বতঃই ;
সে টেরই পায় না
যে, ঐ অভ্যাসে অভ্যস্ত হ'তে
কোনপ্রকার কষ্ট বা সাধনা করা লাগে,
কিন্তু শ্রেয়ানুগ এই স্বতঃ-অভ্যস্ততার ফলে
তা'র জ্ঞান সহজেই বিকশিত হ'য়ে ওঠে,
তাই "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্" । ৮৩১১ ।
২৭।৬।১৯৫৭, রাত ৭-৫৫

তুমি নিজের জন্যই হো'ক
বা অন্যের জন্যই হো'ক,

শুভপ্রসূ যা' মনে কর,
তা' যথাসম্ভব নীরবে
নিষ্পন্ন করতে চেষ্টা কর ;
আর, নীরবে তোমার জন্য
শুভপ্রসূ যে যা' করে,
তা'র জন্যও তুমি ক'রো ;
আর, লোকে তোমার জন্য
শুভপ্রসূ যদি কিছু করতে চায়,
তা' করুক
যেমন ক'রে পারে—
যেমন তাদের পক্ষে সম্ভব ;
এতে ভেজালের গণ্ডগোল এড়িয়ে
চলতে পারবে অনেক । ৮৩১২ ।
২৭।৬।১৯৫৭, রাত ৮টা

কেউ লাখ তোমার সঙ্গে থাকুক,
অথচ তোমার চরিত্রের ছোঁয়াও যদি না লাগে
তা'র ব্যক্তিত্বে,
তা'র মানেই—
সে যতই বলুক,
আর যতই করুক,
তোমাকে ভাল লাগে ব'লে
তোমার সঙ্গে থাকে না,
সঙ্গ করে
তা'র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য,
তাই, তোমার ব্যক্তিত্বের
ছোঁয়াও লাগে না তার গায়ে । ৮৩১৩ ।
২৭।৬।১৯৫৭, রাত ৮-৫

অবাস্তব চিন্তা ও কল্পনা,
দর্শন ও যুক্তি

যাদের প্রণয়ের আড়কাঠি,
প্রণয়ও যে তাদের অন্তরে বিধ্বস্ত,
তা'তে কি কোন সন্দেহ আছে ? ৮৩১৪ ।
২৭।৬।১৯৫৭, রাত ১১টা

নরম-গরম চাপ-চর্য্যাকে
যে যত বিহিতভাবে
নিয়ন্ত্রণের ভিতর দিয়ে
হজম করতে পারে,
তার আকৃতি ও প্রকারও
অর্থাৎ আকার-প্রকারও
তেমনই হ'য়ে থাকে ;
সব অবস্থার ভিতরেই
বিহিতভাবে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রো—
হওয়ার পথে প্রয়োজনীয় যা'-কিছু
তা'কে বিনায়িত ক'রে । ৮৩১৫ ।
২৮।৬।১৯৫৭, বিকাল ৪-১৫

পূজার পরম সার্থকতাই হ'চ্ছে এই যে
গুরু বা আচার্য্যই বল
বা দেবতাই বল,
যাঁর পূজা করছ,
তাঁর গুণাবলী ও যোগ্যতা
শ্রদ্ধাপূত অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
সার্থক সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
বিহিত কর্ষণে
বৈশিষ্ট্যমাফিক তোমার ব্যক্তিত্বে
সক্রিয় সঙ্গীতি নিয়ে
বর্ত্তাতে থাকবে,
বিকশিত হ'য়ে উঠবে,

এক-কথায়, তোমার বোধ-বিবেচনা,
কথাবার্ত্তা, চলন-চরিত্রে
তাঁর যোগ্যতা ও গুণাবলী ফুটন্ত হ'য়ে উঠ
আর, পূজার প্রাণই হ'চ্ছে এ ৮৩১৬।
২৯।৬।১৯৫৭, সকাল ৭-৪৩

অনুকম্পী অবদান—
যা'র কাছে যা' ব'লে গ্রহণ কর,
হাতেকলমে তা'ই ক'রো,
ঐ অবদানের জাত মেরো না ;
জাত মারলে তোমার যাচ্ঞায়
কম লোকই অনুকম্পী হ'য়ে উঠবে,
আর, জাত মারা মানেই—
কোন কিছুর জন্যে চেয়ে নিয়ে
তা' না ক'রে
অন্য কিছু করা। ৮৩১৭।
২৯।৬।১৯৫৭, সকাল ৮-২

তোমার অবস্থা ও চাহিদায়
অনুকম্পাশীল হ'য়ে
কেউ যদি তোমাকে কিছু দেয়,
তা' নিয়ে,
যে-জন্য তিনি দিয়েছেন
তা' এমনভাবে নিষ্পন্ন করবে,
যাতে ঐ অভাবের জন্য
আর কা'রো কাছে
কিছু চাইতে না হয় ;
আর, তিনি যা' দিয়েছেন
তাতে যদি না কুলায়
এবং আরো প্রয়োজন হয়,
অথচ আরো দেওয়া যদি

তাঁর পক্ষে কষ্টকর বা অসম্ভব হয়,
সে-ক্ষেত্রে তাঁকে পীড়াপীড়ি ক'রো না,
বরং তাঁর প্রতি তোমার কৃতজ্ঞতা
তোমাকে এমনভাবে
আগ্রহী সক্রিয় ক'রে তুলুক,
যা'র ফলে
সাধু পন্থায়
হৃদ্য ভাবে
প্রয়োজনীয় যা'-কিছু সংগ্রহ ক'রে
তা' নিষ্পন্ন না ক'রেই পার না ;
একটু কষ্ট হ'লেই
ঘাবড়ে যেও না,
অমনতরভাবে চল,
দেখবে, কিছুদিনের ভিতরই
পরমপিতার দয়ায়
ও তাঁদের অনুগ্রহে
আরো কত জনকে
তুমিই দিতে পারবে ;
ধন্য হবেন তাঁরা—
যাঁরা তোমাকে দিয়েছিলেন,
ধন্য হবে তুমি,
আর, তোমার দ্বারা
যাঁ'রা নিজেকে
পটু ক'রে তুলতে পারলেন,
ধন্য হবেন তাঁরাও ;
দয়ার আশীর্ব্বাদ
তোমাকে রক্ষা ক'রে চলবে । ৮৩১৮ ।
২৯।৬।১৯৫৭, সকাল ৮-১২

আগ্রহ-উদ্দীপনী
নিষ্ঠানন্দিত অনুসেবনার

ব্যাপৃতি নিয়ে
লোকপালন
ও আপদ-উদ্ধারণের জন্য
সব দিক দিয়ে সর্ব্বতোভাবে
তোমাকে এমনভাবে সতর্ক কর,
যা'তে দক্ষ বোধি-কুশলতা নিয়ে
তুমি লহমায় অর্থাৎ সত্বর
বিরুদ্ধ যা'-কিছুর
নিরাকরণ করতে পার
এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে
সবাইকে
পোষণায় পুষ্ট ও সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পার—
সার্থক সঙ্গতিশীল
সক্রিয় অভিনিবেশের সহিত ;
ঐ ফন্দীবাজিতে
নিজেকে মত্ত ক'রে তোল,
আর, এমনি ক'রেই
সম্বর্দ্ধনায় সার্থক হ'য়ে ওঠ। ৮৩১৯।
২৯।৬।১৯৫৭, রাত ৭-১৫

ধর্ম্ম সাত্বত-ধৃতিবিনায়ক
অর্থাৎ সত্তার ধারণ-পালন-পোষণ—
পরিচর্য্যা-নীতিবিধি সম্মত,
তা' অনুশীলনী অনুচলনশীল হওয়া চাই,
ধর্ম্মগুরুদের ভেতর
বাস্তব সার্থক সঙ্গতিশীল সঙ্গতি
থাকা চাই,
আর, অসৎ-নিরোধী হওয়া চাই ;
এই তিনের স্বতঃ-সম্মিলনী গতি যা',
তা'ই ধর্ম্ম,

আর, ধারণ-পালন-পোষণই
সাত্বত অর্থাৎ সত্তা-সম্বন্ধীয় বিশেষত্ব ;
এর অভাব যেখানে যেমন—
সত্তা-সম্বৰ্দ্ধনে খাঁকতিও
সেখানে তেমন,
আর এইটিই হ'চ্ছে
ধৰ্ম্ম-অনুশীলনার মৌলিক বিশেষত্ব । ৮৩২০ ।
৩০।৬।১৯৫৭, সকাল ৫-৫১

শোন বৈদ্য,
বৈদ্য কেন—
সবাইকেই বলি
বিশেষতঃ যারা বিজ্ঞান-সন্ধিৎসু—
এতখানি সতর্ক সন্ধিৎসু হও—
স্বতঃস্রোতা আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে,
ও বাস্তব চলনে তেমনি ক'রে চল—
যা'তে
বিধানের কোথাও
ব্যত্যয়ী কিছু হ'লে
বৈধানিক স্নায়ু, মাংসপেশী,
ত্বক, অস্থিমজ্জা,
তৎ-অনুসৃত যন্ত্রবিধান,
যেমন হৃদয়, যকৃৎ,
প্লীহা, বক্ষ,
পাকস্থলী, মূত্রস্থলী,
মলভাণ্ড ইত্যাদিতে
কী পরিবর্ত্তনের ফলে তা' হয়,
এবং মানসিক কী ভাবের বিকাশে
শরীরের কোথায় কেমনতর
ভঙ্গী বা পরিবর্ত্তন হয়,—
সম্যকরূপে

অর্থাৎ সব দিক দিয়ে
সব রকমে
সেগুলিকে অনুভব করতে পার,
জানতে পার ;
শুধু শরীর-বিধান কেন,
যাবতীয় বস্তু, বিষয় ও জীব সম্বন্ধেই
ঐ একই কথা,
অর্থাৎ স্বস্থতার ব্যত্যয়
যেখানে যেভাবে যেমন ক'রেই হো'ক,
তা'র সঙ্গে জড়িত কারণগুলি
উদ্ঘাটন করতে যাতে পার,
সে-বিষয়ে সক্রিয় সন্ধিৎসা নিয়েই চ'লো ;
এইগুলিকে যথাবিধি
খুঁজে বের ক'রে
সে-সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান
যত বেশী অর্জ্জন করতে পারবে,
তোমার বহুদর্শী অভিজ্ঞতা
বা অভিজ্ঞান
তেমনতরই সুস্পষ্ট ও সম্যক হ'য়ে উঠবে,
পাণ্ডিত্য তোমাকে অভিনন্দিত করবে। ৮৩২১।
২।৭।১৯৫৭, বেলা ১০-৫৪

ঠাট্টা, তামাসা, বিদ্রূপ
যা'ই কর না কেন—
কারো প্রতি কোনরূপ
অন্যায় বা ক্ষতিকর আচরণ
করতে যেও না,
যদি কর
বা করতে দাও,
ঠিক জেনো—
তুমি তো তারই প্রার্থী হ'য়ে

আবেদনপত্র দাখিল করেছ
অদৃষ্টের কাছে ;
প্রস্তুত থেকো— । ৮৩২২ ।
২।৭।১৯৫৭, বেলা ১১-৫০

ইষ্টনিষ্ঠ হও—
ইষ্টনিষ্ঠাকে জীবনে অটুট ক'রে চল,
প্রথম ও প্রধান ক'রে চল ;
সঙ্গে সঙ্গে অনুসেবী হও,
অনুচর্য্যী হও,
আর, তা' মানুষের পক্ষে
ব্যষ্টি-সমষ্টি হিসাবে
আশা-উদ্দীপনায়
নির্ভরতায়
পারস্পারিকতা নিয়ে
শুভ-সম্বর্দ্ধনী হ'য়ে উঠুক ;
পরাক্রমে, আধিপত্যে
অর্থাৎ ধারণ-পালনী সম্বেগশীল
জীবনীয় তাৎপর্য্যে
নিরন্তর হ'য়ে চ'লো,
আধিপত্য অটুট হ'য়ে রইবে ;
এটা বরাতী চাকুরের আধিপত্য নয়কো,
চাকুরি গেলে তা' রইল না—
এমন নয়কো ;
সাত্বত সংস্থিতি যতদিন থাকবে,
তোমার প্রীতিস্রোত সক্রিয় চর্য্যায়
ততদিন বইবে,
আকাশ-বাতাস ঘোষণা করবে—
তুমি মানুষেরই জন্যে,
তাই, তুমি জীবনীয় অধিপতি তাদের । ৮৩২৩ ।
২।৭।১৯৫৭, বিকাল ৫টা

সম্যক কর্ম্ম মানে
বিহিতভাবে
যেমন ক'রে যা' করলে
তা' সার্থক সুসঙ্গতি নিয়ে
সুন্দরে সুনিষ্পন্ন হয়,
উপযুক্ততার সহিত তাই করা ;
করা, বলা, ভাবা, চলা
ইত্যাদি যাবতীয় যা'-কিছুকে
সম্যক্ ক'রে তুলতে হ'লে
এই পন্থা । ৮৩২৪ ।
৩।৭।১৯৫৭, বেলা ১০-৩৫

ধর্ম্মই হো'ক,
আর, কোন বাদই হো'ক,
এই ধর্ম্ম বা বাদের যত প্রকারই
সৃষ্টি কর না কেন,
যে ধর্ম্ম বা যে বাদ নিয়েই
থাক না কেন তুমি,
ঈর্ষ্যা, দ্বেষ বা প্রীতিদ্বন্দ্বের
জ্বালাময়ী জ্বলন নিয়ে
যতই তুমি ঘুরে বেড়াও না কেন,
দেশপ্রেমিকই হও,
আর, দেশের শত্রুই হও না কেন,
ভাল-মন্দ,
ন্যায়-অন্যায়
যাতেই তুমি
যেমনতর নিরত হ'য়ে
আত্মতৃপ্তি বা আক্রোশের
সরবরাহ ক'রে চলনা কেন,
সবই কিন্তু তোমার 'তুমি'র জন্য,
ঐ সত্তার জন্য ;

যতদিন বা যতক্ষণ পর্য্যন্ত
সাত্বত নিয়মনী অনুচলন
তোমাকে পেয়ে না বসছে,
ততক্ষণ তোমার সব চেষ্টাই ব্যর্থ কিন্তু ;
যা'র জন্য যত কিছু করছ—
তা' বিধিমাফিকই হো'ক,
আর, অবিধিমাফিকই হো'ক,
ভেবে কি দেখেছ—
তুমি কী চাও ?
আর, চাওয়াটাই বা কেন ?
আর, এ চাওয়াতেই বা লাভ কী ?
লাভ-লোকসান যা' হয়,
তা' তো তোমার,
তোমার এই সত্তার,
সত্তা বেঁচে থাকতে চায়,
উপভোগ করতে চায় ;
আঁতিপাতি ক'রে যেমন বুঝছ
তাই করছ—
তা' সত্তাপোষণের জন্যই হো'ক
বা সত্তাকে খরচ ক'রে
প্রবৃত্তি-পোষণের জন্যই হো'ক ;
কিন্তু বেশ ধীইয়ে দেখো—
তুমি চাও সত্তারই তৃপ্তি,
সত্তারই পুষ্টি,
সত্তারই সংরক্ষণা—
সর্ব্বতোভাবে ;
তাই, সব দিক দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে
যদি সাত্বত চলনে না চল,
সাত্বত ধৃতি যদি
সর্ব্বতোভাবে

তোমার আরাধ্য না হ'য়ে ওঠে,
তা'র পালন, রক্ষণ ও পরিপোষণ
যদি তোমার
সত্তাপোষণী উপকরণ না হ'য়ে ওঠে,
যা'ই কর—
তুমি সুখী হ'তে পারবেই না ;
তুমি চাও বাঁচতে,
বাড়তে,
ঐ বাঁচাবাড়াটা অটুট রেখে চলতে,
জরাগ্রস্ত হও,
মর—
এ তুমি চাও না,
কেউই চায় না ;
এই বাঁচার উপকরণ জোগায়
তোমার পরিবেশ,
এই পরিবেশ যদি
শুভ-সম্বর্দ্ধনী না হ'য়ে ওঠে তোমার,
ক্রমক্ষয়িষ্ণুতা তোমাকে দিনদিনই
জড়িয়ে ধ'রে
অবশ ক'রে তুলতে চাইবে,
—পরাক্রম ও ওজোদীপ্ত চলন নিয়ে
সম্বর্দ্ধনায় সুস্রোতা হ'য়ে
চলতে দেবে না তোমাকে
কিছুতেই ;
তাই ভাব,
বোঝ,
যদি ভাল লাগে—
সাত্বত অনুচর্য্যাকে
জীবনের পরম বিভব ব'লে ধ'রে নাও ;
আর, ইষ্টীপূত সাত্বত অনুচলনে
পরিবেশকে

পরিস্থিতিকে
শুভ-পোষণায় সন্দীপ্ত ক'রে তোল,
বাঁচাবাড়াকে সব দিক দিয়ে
সম্বর্দ্ধনায়
আবাহন করতে থাক ;
জীবনের পাল্লা
এমনি ক'রে বেড়ে যাক,
বাড়িয়ে তোল তাকে,
তোমার পরিবেশ ও পরিস্থিতি
সব দিক দিয়েই
জীবনে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
এমনি ক'রেই শুভ সুন্দরে
পরিব্যাপ্ত হও,
প্রত্যেকটি সত্তাকে
অধিষ্ঠিত ক'রে তোল তাতে ;
পারগতা-প্রসূত
স্বতঃস্রোতা
স্মৃতিবাহী চেতনাদীপ্ত
এই জীবনস্রোত
সবার জীবনে ব্যাপ্ত হ'য়ে
তোমাকে সাত্বতপুরুষ ক'রে তুলুক । ৮৩২৫ ।
৪।৭।১৯৫৭, রাত ৮-১০

তুমি শিক্ষকই হও,
ছাত্রই হও,
সাহিত্যিক বা বিজ্ঞানচর্চ্চীই হও,
যা'ই হও না কেন,
পরিবেশের ইষ্টার্থ-অনুধায়িনী অনুচর্য্যা,
আপালনী অনুবেদনা,
ও সক্রিয় সেবা-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
ইষ্ট বা শ্রেয়-পরিচর্য্যার

উপকরণ সংগ্রহ-রত থেকে
কল্যাণস্রোতা চলনে চল ;
এর ভিতর-দিয়ে
কোথায় কেমন ক'রে
কোন্ রকমে
কোন্ উদ্ভাসন ও সমাধান মিলে যাবে
লহমায়—
তোমার উদ্ভাবনী আকৃতিকে
আলোড়িত ক'রে,—
তা'র ঠিক নাই,
দেখে অবাক হ'য়ে যাবে ;
সমীচীন অনুধায়িতা নিয়ে কর,
দেখবে—
বিভু-বিভূতির প্রভাব-অনুকম্পায়
তোমার সতর্ক সন্ধিৎসু
পরিচর্য্যী অনুচলনের ফলে
লোকের সাত্বত প্রসাদ
তোমাকে কেমনতর
অভিনন্দিত ক'রে চলেছে—
বিদ্যুৎপ্রভার সমন্বয়ী জলুষ
বিকিরণ ক'রে মাঝে মাঝে । ৮৩২৬ ।
৫।৭।১৯৫৭, সকাল ৭-৪০

শাসন-সংস্থার
নিয়োজিত মধ্যস্থ
অর্থাৎ মীমাংসক বা বিচারক
শাসন-সংস্থার পরিরক্ষণায়
উভয় পক্ষের দ্বন্দ্ব মীমাংসার জন্য
যেমনতর সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে,
তেমনি বিরোধী দুই পক্ষই
কা'রও কাছে যদি

মীমাংসার জন্য উপস্থিত হয়,
সংরক্ষণী তৎপরতা নিয়ে
তাকেও সেইপ্রকার
সুযোগ-সুবিধা দান করা
শাসন-সংস্থার পক্ষে বিধেয় ;
কোন মীমাংসা সমীচীন মনে না করলে
সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষ বা পক্ষদ্বয়
যেমন অন্যত্র
তা'র সুমীমাংসার জন্য যেতে পারে,
এমনতর স্থলেও তা'ই । ৮৩২৭ ।
৫।৭।১৯৫৭, সকাল ১০-২৫

যা'রা অদীক্ষিত
বা তথাকথিত শ্রদ্ধাবান হ'য়েও
কাউকে জীবনে
আদর্শ ব'লে গ্রহণ করে নি,
এবং তদনুগ বৈধী নিয়মনায়
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করে নি,
আবার, দীক্ষিত হ'য়েও
যাদের নিষ্ঠা ভঙ্গুর বা ব্যত্যয়ী,
আজ একরকম, কাল অন্যরকম,
ইষ্টে শ্রদ্ধাপ্লুত হ'য়ে
তাঁর অভিপ্রায়-অনুসারী চলনে
যা'রা নিজেকে অবাধ ক'রে তোলে নি—
অনুশীলনী তৎপরতায়,
তাঁর একটু তিরস্কার ও অমনোযোগিতা
বা আদরে একটু খাঁকতি হ'লেই
অন্তঃকরণ অন্যক্রমে
রূপায়িত হয় যাদের,
তাঁর নীতি-নিয়মনায়
নিজেকে রূপায়িত ক'রে

তদনুশ্রয়ী তৎপরতায়
যা'রা নিজে সক্রিয় হ'য়ে উঠতে পারে নি—
সর্ব্বতোভাবে তাঁকেই
নিজের স্বার্থ ও সন্দীপনার কেন্দ্র ক'রে,—
বরং আত্মস্বার্থ-প্ররোচনায়
শ্রদ্ধার ঢং দেখিয়ে
ইষ্টার্থের ভাঁওতা ও ধর্ম্মের বাহানা
নিয়ে চলেছে—
তা' তা'রা দীক্ষিতই হো'ক
বা অদীক্ষিতই হো'ক,—
এমনতর যে কেউই হো'ক না কেন,
এমন-কি তা'র সন্তান-সন্ততি,
আত্মীয়-স্বজন,
বা শিষ্য-প্রশিষ্য
যেই হো'ক না কেন—
যতদিন পর্য্যন্ত
তা'রা ঐ অবগুণ-পরিচালিত হ'য়ে চলে—
সাত্বত চলনকে ব্যাহত ক'রে,—
ততদিন পর্য্যন্ত তা'রা
আচার্য্য, ঋত্বিক বা নিয়ন্তার আসনের
উপযোগী নয়কো ;
যদি কেউ এমনতর অবস্থায়
মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করতে চেষ্টা করে,
তা'র সে নিয়ন্ত্রণ
প্রত্যেকের অন্তঃকরণকে
বিভ্রান্ত ও ব্যত্যয়ী ক'রে
অপগতির দুরত্যয়া দুর্বৃত্তির
ঘূর্ণিপাকে
নিজেকে ও তা'র সংশ্লিষ্ট সংঘকে
দুর্ব্বিপাক-দুর্ব্বিনীত ক'রে
অদৃষ্টের ধিক্কার

অর্জ্জন করবেই কি করবে ;
তাই বলি !
সাবধান ! ৮৩২৮ ।
৭।৭।১৯৫৭, সকাল ৭-৩০

যে নিয়ন্ত্রণ-অনুচর্য্যায়
সত্তা ও স্বস্তি
শুভ-সুন্দরে সম্বর্দ্ধিত হয়,
স্বস্থ হ'য়ে ওঠে—
ব্যষ্টি ও সমষ্টি-সহ,
অবস্থা-অনুক্রমিক
প্রয়োগকুশল তৎপরতায়,
নীতি তা'ই । ৮৩২৯ ।
৭।৭।১৯৫৭, সকাল ৮-৩৭

যুক্তির সাথে যদি নীতি না থাকে,
আর, নীতি যদি
বোধ বা ভাবানুকম্পিতায়
অভিষিক্ত না হয়,
তবে তা'
বন্ধ্যাই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
কারণ, তাতে অনুচলনী আবেগই
সৃষ্টি হ'তে দেখা যায় না,
আর, নীতি মানেই সৎ বা সু-নীতি । ৮৩৩০ ।
৭।৭।১৯৫৭, সকাল ৯-৪৮

যেমন পরস্পর পরস্পরের
অনুচর্য্যাপরায়ণ
এমনতর বিভিন্ন দল
দেশের সম্বর্দ্ধনী উৎকর্ষের পক্ষে
বিধাতার আশীর্ব্বাদ,

তেমনি পরস্পর পরস্পরের বিরোধী
এমনতর বহু দলের সৃষ্টি
দেশ ও সমাজের পক্ষে
ব্যত্যয়ী অভিশপ্ত অপঘাত সৃষ্টির
বিষাক্ত উদ্দীপনা—
বিশেষতঃ সাত্বত ধর্ম্মকে
যা'রা আঁকড়ে ধরেছে,
যা'রা সৎসঙ্গী আখ্যায় আখ্যায়িত
তাদের পক্ষে তা' যে কতখানি সাংঘাতিক,
—সৎ-ভাঁওতার ভিতর-দিয়ে
প্রাধান্য-পরামৃষ্ট অপগতির
আক্রোশদুষ্ট জ্বালাময়ী অনুচলনের
বিধ্বংসী উত্তেজনা,
তা' বলাই বাহুল্য ;
ফল কথা, সৎ-আদর্শ অবলম্বন ক'রে
পারস্পরিকতাকে দুর্ম্মদ দলনে ছিন্ন ক'রে
পরস্পর-বিরোধী দল সৃষ্টি করা
কতখানি নারকীয়
তা' ইয়ত্তা করা যায় না ;
ঐ দল পারস্পরিকতায়
সংঘাত তো আনেই,
জীবনের সাত্বত চলনাকেও
সঙ্কীর্ণ ক'রে
তা'কে বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে,
নিষ্ঠাকে কঠিন আঘাতে
বিভ্রান্ত ও বিচ্ছিন্ন ক'রে
দুর্ম্মদ আঘাতকে
আবাহন ক'রে নিয়ে আসে,
তাই, তা' পাপের,
সাত্বত মর্য্যাদাবিরোধী,
অবগুণের পূতিগন্ধ প্রস্রবণ,

প্রীতি ও মমতার প্রতি
ভ্রূকুটির কুটিল পরিহাস ;
আর, এমনতর দলের নেতা যা'রা,—
তা'রা শাতনেরই সুহৃৎ-অমাত্য,
তা'রা
নানা কথার অবতারণা ক'রে
মানুষের অন্তর্নিহিত
দুষ্ট প্রবৃত্তিকে উস্‌কে তুলে,
পারস্পরিক সেবা-সহযোগিতাকে
শীর্ণ ক'রে তুলে
ঐকতান একতাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক'রে
জীবনকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়ার
লালিমামণ্ডিত আড়কাঠি ;
যারা পারস্পরিকতাহারা,
প্রীতি ও প্রবোধনাহারা,
অনুচর্য্যাহারা হ'য়ে
এমনতরই চলতে থাকে,
সাত্বত ধর্ম্মের কথা
যতই বলুক
বা সৎসঙ্গী ব'লে যতই বড়াই করুক,
আসলে তা'রা কিন্তু
ঐ আড়কাঠিরই সুহৃৎ-সহযোগী ;
যদি ভাল চাও,
পারস্পরিক অনুচর্য্যাকে
কখনও ছেড়ো না,
প্রীতি-আপ্যায়নাকে
কখনও ভুলো না,
আদর্শনিষ্ঠ অনুচলন-অনুশীলনে
নিজেকে অভ্যস্ত ক'রে তোল,
কৃতী হও,
সম্বৃদ্ধ হও,

প্রীতি-ঐশ্বর্য্যে ভরপুর হ'য়ে চল ;
যেখানেই একআধটু
উচ্ছৃঙ্খল অনুচলন দেখতে পাবে,
হৃদ্য অনুবেদনী অনুচর্য্যায়
অনুশাসনার আশীর্ব্বাদেই হো'ক
আর যেমন ক'রেই হো'ক,
ঐ অসৎকে নিরোধ ক'রে
পারস্পরিকতায় হাত ধরাধরি ক'রে চলাকে
খরসান কৃতী ক'রে তুলো ;
আর, আদর্শ ও আদর্শানুগ পারস্পরিকতাকে
যা'রা ক্ষুণ্ণ করে—
তা' সোজাসুজিই হো'ক
বা ঘুরিয়ে পেঁচিয়েই হো'ক,—
তা'দিগকে নিরোধ করবেই কি করবে—
সমীচীন সদ্ব্যবহার নিয়ে ;
বিধাতার বৈধী আশীর্ব্বাদ
তোমাদিগকে
সম্বর্দ্ধনায়
শ্রেয়দীপ্ত করে তুলুন,
কল্যাণের অধিকারী ক'রে তুলুন,
—স্বস্তির শুভ হোম-আহুতিতে
স্নাত হ'য়ে চল,
সম্বৃদ্ধ হও,
সুখী হও,
সবাইকে সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল,
সুখী ক'রে তোল । ৮৩৩১ ।
১০।৭।১৯৫৭, সকাল ১০-২০

যে ব্যক্তিত্বে
বিপরীত প্রবৃত্তি
কল্যাণসঙ্গতি লাভ করেছে—

ইষ্টায়িত অনুনয়নে,—
ভগবত্তা সেখানেই । ৮৩৩২ ।
১১।৭।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬টা

ইষ্টনিষ্ঠ হওয়াই
যদি তোমার অভিপ্রায় হয়,
আর, সৎ অর্থাৎ সত্তাধর্ম্মই
যদি তোমার জীবনীয় ধর্ম্ম হয়,
তোমার পরিবার বা পরিবেশের
যে-কেউই হো'ক,
তা'র কোন অপকৃষ্ট চলন দেখলে
হৃদ্য অনুধাবনী তৎপরতায়
তাকে যদি
বিহিত সময়ে
বিহিত মনোজ্ঞ প্রকারে
অর্থাৎ সাত্বত প্রকারে
নিরোধ না কর—
সমীচীভাবে,—
বুঝে রেখো—
ঐ আগুন ক্রমশঃ
জ্বালাময়ী জঞ্জালে পরিণত হ'য়ে
তোমাকে, তোমার পরিবারকে
ও পরিবেশকে
খাক ক'রে তুলবে ;
আর, দেখলেই যদি
বিহিত অনুচর্য্যায়
তা'র নিরসন না কর,
তোমার অন্তর্দেবতার দীর্ঘনিঃশ্বাস
তোমাকে কি
ক্ষোভধুক্ষিত ক'রে তুলবে না ?

তাই, আদর্শ ও সাত্বত ধর্ম্মকে
খিন্ন ক'রে তোলে—
এমনতর যদি কিছু বোঝ,
তৎক্ষণাৎ তা' নিরসন ক'রো,
তোমার ব্যক্তিত্ব
পুণ্য মর্য্যাদায়
সবারই অর্চ্চনীয় হ'য়ে উঠবে । ৮৩৩৩ ।
১২।৭।১৯৫৭, বিকাল ৪-৩৫

যখন যা' তোমার পক্ষে ভাল,
আর, তোমার মতন অবস্থায়
অন্যের পক্ষে ভাল,
তা'ই কিন্তু ভাল তখনকার মত । ৮৩৩৪ ।
১২।৭।১৯৫৭, বিকাল ৪-৪০

যে অবস্থায়
যা' তোমার পক্ষে
শুভ ও সত্তাপোষণী,
আর, অন্যের বেলায়ও তা'ই,
মোক্তা কথায়, সত্যি কিন্তু তা'ই । ৮৩৩৫ ।
১২।৭।১৯৫৭, বিকাল ৪-৪৫

পূর্ব্ব ও পরের
সঙ্গতিশীল আপূরণায়
সার্থক ক'রে তোলে যা',
তাইই সত্য । ৮৩৩৬ ।
১৩।৭।১৯৫৭, সকাল ৮-৪৫

তোমার সত্তা যতক্ষণ সজাগ,
ততক্ষণই আছে অধিগমন-ইচ্ছা,
আছে ইন্দ্রিয়াদির সজাগ সন্ধিৎসু অনুচলন,

সতর্ক অনুদীপনা,
বেঁচে থেকে বেড়ে চলার উদ্দীপ্ত আকূতি,
আয়ত্তে এনে আত্মপোষণায়
নিয়ন্ত্রিত করবার অন্তঃপ্রবোধনা,
আর, এর ভিতর-দিয়েই আসে
বর্দ্ধনার সামপদক্ষেপ ;
তাই, নিষ্ঠানন্দিত অনুচলনে চল,
ধারণ-পালনার আবেগ-উদ্দীপ্ত সক্রিয়তায়
ধৃতি অর্জ্জন কর ;
বেঁচে থাক,
বেড়ে চল,
আর, তোমার সাত্বত অনুচলন
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
ঐ পথে সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠুক । ৮৩৩৭ ।
১৩৭।১৯৫৭, বিকাল ৪-১৫

ঋতশীল সত্যই—
কল্যাণস্রোতা সাত্বত চলনই
জীবনের আরাধ্য—
অধিগম্য । ৮৩৩৮ ।
১৩।৭।১৯৫৭, রাত ৮-৫০

'আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ' মানে বুঝি—
সাত্বত আচার,
সত্তার পোষণবর্দ্ধনী আচার,
শুভপ্রসূ আচরণ,
যা'তে অস্তি
সম্বর্দ্ধনায় সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
সেই আচার ;
আর, এই আচার মানে আচরণ করা—
কৃতিসৌজন্যে,

কল্যাণনিষ্ঠ অনুপ্রাণনা নিয়ে
অর্থাৎ ইষ্টনিষ্ঠ আগ্রহ-উন্দামতা নিয়ে ;
—সেই আচরণ করা,
যা'তে আমাদের সত্তাকে,
অস্তিত্বকে
ধ'রে রাখতে পারি,
পোষণ-পালনে সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারি ;
এমনতর চলনই হ'চ্ছে
বিনায়িত বর্দ্ধনার কেন্দ্র-কীলক,
তাই, 'আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ' । ৮৩৩৯ ।
১৪।৭।১৯৫৭, রাত ৮-২০

ইষ্টনিষ্ঠ হও,
প্রীতি-অনুচর্য্যায় তাঁকে
শুভস্নাত ক'রে তোল,
আর, ঐ ধারা তোমাকে
প্রাণন-সন্দীপ্ত ক'রে
তাঁতে অভিষিক্ত ক'রে তুলুক,
কৃতিশীল হও,
সুচারু সেবায়
সাধু সম্বর্দ্ধনায়
কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত কর,
এতটুকুও ত্রুটিকে প্রশ্রয় দিও না,
সমীচীনভাবে করণীয় যা'-কিছু
নিষ্পন্ন কর—
সমীচীন তাৎপর্য্যে,
সমীচীন ত্বারিত্যে,
নির্ভুলভাবে ;
এমনি ক'রে কৃতী হও,
আর, শ্রদ্ধাপূত এমনতর কৃতী চলন
তোমাকে কৃতকৃতার্থ ক'রে তুলুক,

ওতেই তো তোমার সাত্বত আশীর্ব্বাদ ;

মনে রেখো—
ক'রে যা' পাও নি,
পেলেও তা' তোমার হয় নি,
সাত্বত বীক্ষণায়
সত্তায় সংগ্রথিত হ'য়ে ওঠে নি,
তাই, তা' তোমার নয় । ৮৩৪০ ।
১৪।৭।১৯৫৭, রাত ৮-৪০

নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি
বৃদ্ধির কিছু নয়কো,
সম্বর্দ্ধনার কিছু নয়কো ;
সত্তাকে
স্মৃতিবাহী চেতনায় চলন্ত ক'রে
ধৃতিমুখর পরিচর্য্যায়
ক্রমাগতিশীল ক'রে তুলবে—
তা' কি করে ?
তাই ধর,
কর,
নিখুঁতভাবে নিষ্পন্ন কর,
আর, কর্ম্মদেবতা তোমাকে
অমৃত-অভিষিক্ত ক'রে তুলুন ;
নৈষ্কর্ম্য মানে কর্ম্ম না করা নয়কো,
বরং স্বার্থপরামৃষ্ট প্রবৃত্তিকর্ম্ম-বিরত হ'য়ে
সাত্বত কর্ম্মে রত হওয়া—
লোকসম্বর্দ্ধনী কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করা,
অমৃত-সন্ধিৎসু হ'য়ে চলা । ৮৩৪১ ।
১৪।৭।১৯৫৭, রাত ৮-৫০

স্বাধীন না হ'য়েই,
অর্থাৎ ইষ্টায়িত আত্মনিয়মনায়

সার্থক সঙ্গতিশীল বিনায়নে
ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত না ক'রেই,
সর্ব্বতোভাবে
ধারণ-পালনক্ষম না হ'য়েই
যা'র সাত্বত অধীনতা ছুটে যায়,
তা'র স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারই হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ স্বেচ্ছাচার
সাত্বত আচারকে
বিমর্দ্দিত ক'রে
প্রবৃত্তিপরামৃষ্ট ক'রে তুলে থাকে,
ফলে, তা'র ঐ স্বাধীনতা
সর্ব্বনাশাই হ'য়ে উঠতে থাকে । ৮৩৪২ ।
১৪।৭।১৯৫৭, রাত ১০-৩০

যদি অস্তিত্বের তেষ্টায়,
বর্দ্ধন-বিভূতির তেষ্টায়
তৃষ্ণাতুরই হ'য়ে থাক তুমি,
আদর্শ যিনি,
মূর্ত্ত কল্যাণ যিনি,
তাঁর গুণান্বিত চারিত্রিক দ্যোতনধারাগুলিকে
সঙ্গতিশীল সক্রিয় সার্থকতায়
আমূল পান ক'রে নাও—
এমনতর ক'রে,
যা'তে তার জলুস
তোমার চলন-চরিত্রেও
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে,
বিকিরণায়
পরিবেশকে ধৃতি-পদক্ষেপে
নন্দন-দীপনায়
ক্রিয়াশীল উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে—
মূর্ত্ত কল্যাণ বা ইষ্টার্থ-পরায়ণ ক'রে ;

সার্থক হবে তুমি,
সার্থক হবে তোমার পরিবার,
সার্থক হ'য়ে উঠবে পরিবেশ তোমার ;
তোমার তৃষ্ণা
প্রীতি-পর্য্যাপ্তিতে
প্রবুদ্ধ হ'য়ে
সবার ভিতর
ঐ প্রীতি-অনুচর্য্যায়
তোমাকে পরিব্যাপ্ত ক'রে তুলবে ;
তৃষ্ণা
প্রীতি-অনুবেদনায় গেয়ে উঠবে—
"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ !
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়" । ৮৩৪৩ ।
১৫।৭।১৯৫৭, সকাল ৬-৪৪

মহৎ ও মনীষীরা
যা' করেছেন,
যা' বলেছেন,
অন্বিত তৎপরতায়
সেগুলিকে দেখ, শোন, বোঝ ;
ঐ সঙ্গতিশীল অর্থনাকে অনুধাবন ক'রে,
ঐ অর্থনায় দাঁড়িয়ে
তোমার বোধে যা' আসে,
সেগুলি চিন্তা কর,
আর, স্বাধীনভাবে
উদ্ভাবনী পদক্ষেপে
ঐ চিন্তাচর্য্যার ক্রমগুলিকে

বিনায়িত ক'রে চলতে লাগ—
তোমার দেখা, শোনা, বোঝা
ও করার বিন্যাস ক'রে
ঐ অমনতর সঙ্গতিশীল অর্থনায় ;

আবার,
তোমার দেখা, শোনা, বোঝা
যদি না থাকে,
যা'-কিছু তোমার সম্মুখে পড়ে,
যা'তে তুমি অন্তরাসী,
তা'কে দেখ, শোন, বোঝ,

আর, তা'র সংগ্রথনে
উদ্ভাবন-অনুদীপনায়
অন্তরাস-দৃষ্টিতে
তাৎপর্য্যকে বিনায়িত ক'রে
বাস্তবতাকে নির্ণয় ক'রে চল,
আর, অমনি ক'রেই
নবীন উদ্ভাবক হ'য়ে ওঠ । ৮৩৪৪ ।
১৫।৭।১৯৫৭, সকাল ৭-১৫

কোন একটা কাজ ধর,
তা' তোমারই হো'ক
বা অন্যেরই হো'ক
বিহিত ত্বারিত্যে
তাকে নিষ্পন্ন কর—
সুন্দর সৌষ্ঠবে ;

ছোটখাটই হো'ক
আর বড়সড়ই হো'ক,
যে কাজ ধরবে,
অমনি ক'রে নিষ্পন্ন করবে,
সঙ্গে সঙ্গে

সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার, বাক্য ও অনুচর্য্যার
বিনয়ী বিশেষণে
সব যা'-কিছু
অন্যের হৃদ্য হ'য়ে ওঠে—
এমনতর চলনে যদি তুমি চলতে পার,
কৃতার্থ হওয়ার
ও বর্দ্ধন-ঐশ্বর্য্যের যা'-কিছু
তোমাতে সার্থক হওয়ার জন্য
ক্রমেই জমায়েত হ'য়ে উঠবে
তোমার কাছে ;
ঐ সাধু নিষ্পাদনী চলনের
চেষ্টা ছাড়া
তোমার চলবে কিসে—
এমনতর চিন্তায়
বেশী মাথা ঘামাতেই হবে না,
যেমন করতে পারবে,
দয়াও সেইরূপেই আসবে
তোমার কাছে । ৮৩৪৫ ।
১৫।৭।১৯৫৭, সকাল ৮-৩০

কৃতিচলনই
হওয়ার আদিপুরুষ,
যেমন করবে,
হয়েও উঠবে তুমি তেমনই,
আর, এই হওয়াই
তোমার সাত্বত সম্পদ । ৮৩৪৬ ।
১৬।৭।১৯৫৭, সকাল ৭-৪৫

যত পার, মানুষের আশ্রয় হও—
সত্তাপোষণী সজাগ সন্ধিৎসা নিয়ে,

তবে আশ্রয় দিতে গিয়ে
বিকৃত বা অপকৃষ্ট প্রবৃত্তির
প্রশ্রয় বা আস্‌কারা
দিতে যেও না কিন্তু ;
অমনতর কিছু দেখলে
পার তো তখনই নিরোধ ক'রো,
নয়তো, সমীচীন নিরপেক্ষতা নিয়ে
অপেক্ষা ক'রো,
আর, প্রস্তুত থেকো—
উপযুক্ত সময়ে যা'তে
অসৎ যা'-কিছুকে
নিরোধ করতে পার,
কারণ, উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণে
বিহিত সময়ে
অসৎ-উদ্দীপনাকে
যদি নিরোধ করতে পার,
তা' তোমারও ভাল,
তা'রও ভাল । ৮৩৪৭ ।
১৬ ৭।১৯৫৭, রাত ৭-২৮

প্রেষ্ঠ-প্রয়োজনের কাছে
অন্য প্রয়োজন
বিশেষতঃ তোমার নিজ প্রয়োজন
অতি নগণ্য হ'য়ে ওঠে যখন যতই
—প্রেষ্ঠে অচ্ছেদ্য আপ্রাণতা নিয়ে,—
তোমার প্রীতি
উদ্ধব-অনুকম্পায় যে উৎসারণশীল,
আপূরণী উদ্‌ভাবন-নন্দন-দীপ্ত,
প্রেষ্ঠ-অভিপ্রায়-অনুসারিণী,
সেবানিষ্ঠ কৃতিমুখর উচ্ছল

নিয়ন্ত্রণশীল—
তা' কিন্তু ঠিকই। ৮৩৪৮।
১৭।৭।১৯৫৭, সকাল ৭-১৫

যে ভাবই হো'ক,
স্বার্থলুব্ধতাই যদি তা'র নিয়ামক হয়,
তা' কিন্তু নারকীয় ;
আর, প্রেষ্ঠ-ব্যক্তিত্ব-গুণ-মুগ্ধ
অচ্ছেদ্য কৃতিচর্য্যা-পরায়ণ যদি হয়,
তা' কিন্তু স্বর্গীয়। ৮৩৪৯।
১৭।৭।১৯৫৭, সকাল ৭-২৬

ধৰ্ম্ম ও ধৰ্ম্মের স্থাবর ঐশ্বর্য্য হ'চ্ছে
ইষ্টে অচ্ছেদ্য শ্রদ্ধানুবন্ধন
ও তদনুচর্য্যী ধারণ-পালনী উৎসর্জ্জনা,
এর ভিতর-দিয়েই
উৎসারণী অনুকৃতি নিয়ে
যতই ব্যাপ্তির পথে
প্রসারণশীল হ'য়ে উঠবে,
ক্রমপদক্ষেপে
বিশ্বপ্রেমের আবির্ভাব হ'তে থাকবে—
তখন থেকেই,
যদিও বিশ্বপ্রেমিক
নিজেকে বিশ্বপ্রেমিক ব'লে বুঝতে পারে না। ৮৩৫০।
১৭।৭।১৯৫৭, সকাল ৮-৪৫

ধৰ্ম্মের আবির্ভাবই হ'চ্ছে
প্রীতিপ্রসন্ন কৃতিতপের
যজ্ঞ-আহুতিতে ;
ইষ্টার্থে আত্মোৎসর্গই হ'চ্ছে
তা'র চারিত্রগত অনুচলন,

আর, তার ঐশ্বর্য্যই হ'চ্ছে
বোধ-দীপ্ত ধারণ-পালনী সম্বেগ—
ইষ্টার্থ-অনুসেবনী তৎপরতা ;
তাই, ধর্ম্মই নীতির সবিতা-দেবতা,
ধর্ম্মই সাত্বত যোক্তা ;
আবার, নীতির সাথে যদি যুক্তি না থাকে,
আর, নীতি যদি ঐ ধর্ম্ম-বিকিরণী
বোধ বা ভাবানুকম্পিতায় অভিষিক্ত হ'য়ে
কৃতি-তৎপর হ'য়ে না ওঠে,—
অর্থাৎ ঐ ধর্ম্মই
নীতিচলনের উৎস না হ'য়ে
শুষ্ক প্রয়োজন ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি
তা'র নিয়ামক হ'য়ে ওঠে,
তবে তা' বন্ধ্যাই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,—
সে নীতি-অনুচর্য্যায়
অন্তর ও জীবন ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে কমই ;
কারণ, তাতে অনুচলনী আবেগই
সৃষ্টি হ'তে দেখা যায় না—
যা' বাধার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরকেও
অতিক্রম করতে পারে । ৮৩৫১ ।
১৭।৭।১৯৫৭, সকাল ৯টা

প্রেষ্ঠের বিরক্তি, দুর্ব্ব্যবহার, কটূক্তি,
তাচ্ছীল্য,
প্রীতি-অবদানস্বরূপ
তাঁর তরফ থেকে
তোমার কিছু না-দেওয়া
বা যা'ই হো'ক না কেন,
তোমার জীবন-আগ্রহ
যদি ওসব সত্ত্বেও
তাঁর পরিচর্য্যা

ও পোষণ-পালনী অনুরাগ হ'তে
সক্রিয়ভাবে
কিছুতেই বিরত না হয়,
তাঁর প্রতি তোমার অকাট্য অন্তরাস
অবাধ্য অনুনয়নে
অনুরাগদীপ্ত না হ'য়েই পারে না,—
বুঝো—
তোমার অভিমান নিরস্ত হ'য়ে
তাঁর মান, ওজন ও প্রয়োজন
তোমার কাছে
অপরিহার্য্য হ'য়ে উঠেছে,
আর, এই অপরিহার্য্য অনুবেদনা
সব দিক দিয়ে
সার্থক সঙ্গতিতে
তোমাকে তাঁর শরীর, মন ও সত্তাস্বার্থে
স্বার্থান্বিত ক'রে তুলেছে ;
তাঁর জীবন-মন্দিরে
তুমি হ'চ্ছ নিরভিমান পূজারী,
উচ্ছল রাগ তোমাকে
ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত না ক'রেই পারবে না । ৮৩৫২ ।
১৭।৭।১৯৫৭, রাত ১১-৩০

সুর হ'ল আবেগ-উদ্দীপ্ত স্বর,
ভাবাবেগ-সন্দীপ্ত সুর বা স্বরই রাগ,
রাগের বিন্যাসই রাগিণী,
তান হ'ল আবেগ-তরঙ্গ,
মান হ'ল পরিমাপনা—মাত্রা,
লয় হ'চ্ছে সর্ব্বাঙ্গ-সঙ্গতির শ্রেয়ার্থ-মূর্ত্তনায় লয় ;
গান বা সঙ্গীত যদি
ভাবে উচ্ছল না হ'য়ে ওঠে,
আর, ভাব যদি

অনুকম্পী অনুবেদনায়
উদ্বেলিত না হয়,
আর, ঐ উদ্বেলন যদি
সুর, রাগ, রাগিণী, তাল, মান, লয়ে
তরঙ্গায়িত হ'য়ে
স্রোতোদীপনী না হ'য়ে ওঠে—
সমীচীন মাত্রিক বিন্যাসে,
আর, সব মিলে তা' যদি
অর্থান্বিত সঙ্গতি নিয়ে
অভিষিক্ত অনুবেদনী মূর্চ্ছনায়
প্রেষ্ঠ-মূর্ত্তনায় প্রদীপ্ত হ'য়ে
শ্রদ্ধাপূত প্রবণতায়
উচ্ছল না হ'য়ে ওঠে,
সে গান বা সঙ্গীত
শব্দের লহরী মাত্র,—
তা' হৃদয়কে উৎসারণী হৃদ্যতায়
মননদীপ্ত ক'রে
সার্থকতার শুভ আলিঙ্গনে
পূরিত করতে পারে কি?
তাই, কানু ছাড়া গীত নাই,
আর, কানুই হ'লেন ধ্রুব,
কানুতে যা' সার্থক হয়,
তাইই ধ্রুবপদ,
খেয়াল বা যা'-কিছুই বল—
ঐ ধ্রুবতেই তা'র প্রতিষ্ঠা,
আর, ধ্রুব মানে স্থৈর্য্যগতিসম্পন্ন। ৮৩৫৩।
১৮।৭।১৯৫৭, সকাল ৬-৩০

তুমি যদি এমন কিছু ক'রে থাক—
যা' আপাতদৃষ্টিতে
দোষাবহ হ'য়েও

দক্ষকুশল তৎপরতায়
প্রেষ্ঠ
অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে পূজার পাত্র
যিনি তোমার,
সুনিষ্ঠা-নন্দিত অনুচর্য্যী আত্মোৎসর্জ্জনায়
তাঁর বন্দনামুখর শুভসম্বর্দ্ধনী
অর্ঘ্য হ'য়ে ওঠে—
কৃতিকুশল তৎপরতার
শুভসুন্দর বিনায়নে,
চারিত্রিক কুশলসুন্দর
চর্য্যা-বিভূষিত হ'য়ে,—
ঐ তা' শ্রেয় কর্ম্মই,
কারণ, তা' শ্রেয়ফলপ্রসূ ;
আবার, এমন যদি কিছু কর
যা' লোকচক্ষুতে
আপাতদৃষ্টিতে
শুভপ্রসূ ব'লে প্রতীয়মান হ'লেও
বাস্তবে অপকর্ম্মেরই স্রষ্টা হয়ে ওঠে,
এবং এমনতর দুর্ব্বল বিষাক্ত ফল
কিছু প্রসব করে,
যা'তে লোকের সাত্বত স্থিতিকেই
ক্ষুণ্ণ ক'রে তোলে,
তা' কিন্তু দুষ্ট কর্ম্মই। ৮৩৫৪।
১৮।৭।১৯৫৭, বেলা ১০-৪০

আবার বলি—
শোন—
যা' বলছি তা' যদি অকাট্য সংকল্প নিয়ে কর,
দেখবে—
কিছুদিনের ভিতরই
তুমি কেমনতর পারগতার দিকে

এগিয়ে যাচ্ছ—
একটা খোসমেজাজী তৎপরতা নিয়ে ;
প্রথমে
তোমার অন্তঃকরণ যেমনই থাক্
অকাট্যভাবে ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে ওঠ—
তা' কথায়, কাজে,
চালচলনে,
সব দিক দিয়ে ;
আর, মাঝে-মাঝে
নিজে নিজে ভেবে দেখ—
তোমার ভিতরে কী কী দোষ আছে,
অবগুণই বা কী আছে,
গুণেরই বা কোথায়
কতখানি উৎকর্ষ করতে হবে,
তুমি কী পার,
কীই বা পার না,
কিসে কিসে অভ্যস্ত,
বিকৃতির রকমই বা কী ?
তুমি লোকের কী কী পছন্দ কর,
কীই বা কর না,
আর, তোমারই বা
লোকে কী কী পছন্দ করে,
কী পছন্দ করে না ;
অবগুণ বা দুর্ব্বলতা দেখলেই
ঐ অমনতর সঙ্কল্প নিয়ে
সেগুলি নিরাকরণ করবেই কি করবে,
যেই দেখলে
অমনি নিরাকরণে লেগে গেলে,
আর, ততদিন পর্য্যন্ত ক'রেই চলতে হবে,
যতদিন ঐ দোষ নির্ম্মূল না হয় ;
লজ্জা বা সমীহ ত্যাগ ক'রে

যা' করণীয়
হাতেকলমে, বাক্যে-ব্যবহারে
তা' করবেই কি করবে,
কিছুদিন এমনতরভাবে
খুঁজেপেতে দেখে
নিরাকরণে লেগে গেলে—
আর, যা'কে উৎকর্ষী করতে হবে
তাতে অন্তঃকরণ দিয়ে লেগে গেলে—
দেখবে —
তোমার অভ্যাস এমনতর হ'য়ে উঠেছে
যে তুমি
মন না থাকলেও
ঐ অমনতরভাবে কর, চল,
অর্থাৎ তোমার মন অজ্ঞাতসারে লেগে থাকে
বিহিত যা'
তা' করতে ;
এতে উৎকর্ষী পরিবর্ত্তনও পুষ্ট হ'য়ে উঠবে,
অবগুণ-নিরাকরণ-শক্তিও
সুদর্পী হ'য়ে উঠবে ;
আচার, ব্যবহার, চালচলনে
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী অনুচলন নিয়ে
লোককে নিয়ে
তুমি সুখী হবে,
লোকও তোমাকে নিয়ে সুখী হবে ;
আর, ঐ নিষ্ঠা-প্রভাব
সবার অন্তঃকরণে
চারিত্রিক দীপনায়
জলুস বিকিরণ ক'রে
তাদিগকেও
সৎপ্রভাব-প্রবুদ্ধ ক'রে তুলবে,
তৃপ্তি পাবে অনেক,

আর, ঐ সুসজ্জিত তুমি
তোমাকে
তোমার প্রেষ্ঠ বা ইষ্ট-বন্দনায়
উপহার দিয়ে
কৃতকৃতার্থ হ'য়ে উঠবে। ৮৩৫৫।
১১।৭।১৯৫৭, বিকাল ৪-২০

ইষ্টভৃতিতে যাদের নিষ্ঠা শিথিল,
যাদের ইষ্টভৃতি ব্যত্যয়ী
বা বিপর্য্যয়ীক্রমে চলৎশীল,
ইষ্টভৃতি জীবনযজ্ঞের
প্রধান আহুতি ব'লে
যা'রা গ্রহণ করে নি,
বা মুখে বললেও
কাজে তাতে তাচ্ছীল্যই ক'রে থাকে,
ইষ্টভৃতি সম্বন্ধে
তা'র আয়-ব্যয় সম্বন্ধে
যাদের অন্তরেই হো'ক—
আর, বাহিরেই হো'ক—
কৈফিয়তের অবতারণা হয়,
ভ্রাতৃভোজ্য, ভূতভোজ্যকে
যা'রা ইষ্টভৃতির পুজা-উপকরণ ক'রে
শ্রদ্ধানিয়ন্ত্রিত অন্তঃকরণে
নিবেদন করে না,
ইষ্টভৃতি ইষ্টে নিবেদন ক'রে
আত্মপ্রসাদের বদলে
যা'রা আপশোষই ক'রে থাকে,
এমনতর যা'রা—
তাদের ইষ্টভৃতি
সত্তার প্রস্বস্তিকর হ'য়ে উঠতে পারে না ;

যদিও এমন স্থলেও
ইষ্টভৃতি করা মন্দের ভাল,
জীবনকে তা' খানিকটা এগিয়ে দেয় যদিও,
তথাপি এমনতর ইষ্টভৃতি
ইষ্টে সার্থক হ'য়ে ওঠে না ;
ঐ ভৃতি কলঙ্ক-মর্দ্দিতই হ'য়ে ওঠে,
আর, তা'র নিবেদনও
প্রতিষ্ঠা লাভ করে না,
তাই, তা'র সার্থকতা অতি মন্থর,
ব্যত্যয় ও বিভ্রান্তির কবল-কলুষিত ;
ইষ্ট কি তা' গ্রহণ করেন ?
সে-উৎসর্গ কি জীবনে
সম্বর্দ্ধনী উৎসর্জ্জনা সৃষ্টি করতে পারে ?
—তা' কখনও নয়,
ঐ দ্বিধাদুষ্ট উৎসর্গ
তাঁ'র প্রস্বস্তির অর্ঘ্য হ'য়ে ওঠে না,
বরং হয় অস্বস্তির সাজা । ৮৩৫৬ ।
১৯।৭।১৯৫৭, রাত ৮-৩০

যতক্ষণ পর্য্যন্ত
ব্যত্যয়ী সংস্রবে
তোমার রক্তবিকৃতি না হ'চ্ছে,
বা না হ'য়ে থাকে,
সে পর্য্যন্ত তুমি
যে কোনরকম ব্যাভিচারই
ক'রে না থাক,
অর্থাৎ ব্যতিক্রমী আচারপরায়ণ
হ'য়ে না থাক,
তা' সংশোধিত হয়ই কি হয়,—
যদি তোমার অন্তঃকরণ
শ্রদ্ধাপূত নিষ্ঠানন্দিত থাকে,

আর, তা' পুরুষ-নারী নির্ব্বিশেষে
উভয়েরই । ৮৩৫৭ ।
১১।৭।১৯৫৭, রাত ১০-১২

অধ্যাত্ম-জীবন যাপন মানে
বাস্তবতায় সত্তার গতিসম্বেগকে—
প্রাণন-প্রগতিকে
ধারণে, পোষণে, দানে
স্বস্থ ক'রে তোলা,
উচ্ছল ক'রে তোলা—
সপরিবেশ নিজের ;
তা' না বুঝে
যদি অন্য কিছু বোঝ,
তা' হাওয়ার লাড়ুরই হ'য়ে যাবে । ৮৩৫৮ ।
২০।৭।১৯৫৭, রাত ৮টা

যা'রা শিথিলনিষ্ঠ,
লিপ্সা-দোদুল্যমান,
ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠায় অলসক্রিয়
বা স্বার্থ ও আত্মগৌরব-প্রতিষ্ঠার্থে
ইষ্টকর্ম্মে ছন্নতালে বিনায়িত,
বিরুদ্ধ দলের স্রষ্টা ও উদ্গাতা,
আদর্শের নীতিবিধির কদর্থপরায়ণ,
মিথ্যুক, প্রবঞ্চক,
কুৎসিত ধাপ্পাবাজ,
কথা ও কাজে সামঞ্জস্যহারা,
ইষ্ট বা শ্রেয়-সান্নিধ্যলোলুপ নয়কো,—
ব্যক্তিত্বের পুতঠাম লাভ করা
দুরূহ তাদের পক্ষে,
তাই, তাদিগকে
সঙ্ঘকর্ম্মে নিয়োগ করতে যেও না,

এতে তোমাদের সঙ্ঘশক্তি
দুর্ব্বলই হ'তে থাকবে,
আর, ঐ দুর্ব্বল আত্মপ্রত্যয়
ও আত্মশক্তি
সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন ক'রে তুলবে,
সঙ্ঘনায়ক বা সঙ্ঘকর্ম্মী যা'রা
তাদেরও আপশোষ ছাড়া
অর্জ্জনার কিছুই থাকবে না—
একটা ক্ষয়িষ্ণু বিহ্বলতায় । ৮৩৫৯ ।
২১।৭।১৯৫৭, সকাল ৮-৫

সাত্বত কর্ম্ম, সৎকর্ম্ম অর্থাৎ জীবনীয় কর্ম্ম—
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনী কর্ম্ম—
তা' তোমারই হো'ক বা অন্যেরই হো'ক,
তা'ই যেন তোমার
জীবন-কর্ম্ম হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
প্রতিটি কর্ম্মের আবাহন ক'রো
অর্থাৎ আহুতি দিও—
তা'র শুভ নিষ্পন্নতায়,
ত্বারিত্যের হোম-আরতি নিয়ে ;
আর, ঐ নিষ্পন্নতা
বোধনদীপী ক'রে
অর্ঘ্য দিও
তোমারই প্রেষ্ঠ পুরুষ যিনি
তাঁকে,
ইষ্টে,
প্রিয়পরমে—
যিনি তোমাদের মূর্ত্ত কল্যাণ ;
এমনি ক'রে তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ
সার্থক হ'য়ে উঠুক,

ধন্য হ'য়ে উঠুক—
ধ্বনন-দীপনায়,
প্রতিপ্রত্যেককে প্রদীপ্ত ক'রে ;
তাদের সমস্ত প্রবৃত্তি
রঙ্গিল হ'য়ে
আরাধনা-তৎপরতায়
ঐ কর্ম্ম-নিষ্পন্নতার আহুতি
অর্থাৎ আহ্বান নিয়ে
যেন তোমারই মত
ঐ শ্রেষ্ঠ পুরুষে,
ইষ্টে,
মূর্ত্ত কল্যাণে
অর্ঘ্যাঞ্জলি দিয়ে সার্থক হয় ;
বিধাতার বৈধী-আশীর্ব্বাদ
তোমাদিগকে ধন্য ক'রে তুলুক—
সব দিক দিয়ে,
সব রকমে। ৮৩৬০।
২১।৭।১৯৫৭, রাত ৭টা

তুমি কর্ম্মের দক্ষ নিয়ন্তা হও,
তোমার নিষ্পন্নতায়
কর্ম্ম সার্থক হ'য়ে উঠুক ;
কিন্তু স্মরণ রেখো—
কর্ম্ম যেন তোমার
পায়ের শিকল না হ'য়ে ওঠে ;
তুমি সাপুড়ে হও,
সাপ খেলাও,
কিন্তু সাপের ছোবল
তোমাকে কিছু না করতে পারে—
নজর রেখো। ৮৩৬১।
২১।৭।১৯৫৭, রাত ৭-৫

স্ত্রী যদি
পুরুষের অনুগ আপোষণী
প্রকৃতিসম্পন্না না হয়,
ঐ নারী-প্রকৃতি
পুরুষ-বৈশিষ্ট্যকে
সন্তানের ভিতর
প্রকৃত ক'রে তুলতে পারে না—
তা'র অভিপ্রায়-অনুসারী অনুচলনে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে ;
ফলে, ব্যত্যয়ী সংশ্রয়সম্পন্ন সন্ততির
আবির্ভাব হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ । ৮৩৬২ ।
২৪।৭।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-৪৫

সবার কাছেই ব'সো,
আনন্দ ক'রো সবার সাথেই,
আর, যে যা' বলে
তা' যতখানি মেলে
তোমার শ্রেষ্ঠ বা প্রিয়পরমের
নিদেশ-অনুচলনের সাথে,
সেইটুকুই নাও ;
অতি অকিঞ্চিৎকর ব'লে
যা'কে মনে করছ,
সে যদি কৃতিনিপুণ
ইষ্ট-সুনিষ্ঠ হয়,
তা'র কথাও
সশ্রদ্ধ তৎপরতায় শ্রবণ কর,
আর, যে যতটুকু
তাঁর নিদেশ-নিয়ন্ত্রিত—
তাকে গ্রহণও ক'রো তেমনি ;
যে তাঁতে যতখানি,

সেও তোমার ততখানি কিন্তু। ৮৩৬৩।
২৫।৭।১৯৫৭, বেলা ১১-৪০

শুধু চিন্তাবিলাসী হ'য়ে
বসে থেকো না,
সন্ধিৎসু আগ্রহ নিয়ে
দেখ, শোন, বল,
আর, এই দেখা, শোনা, বলার সঙ্গে
কর,
সমীচীন করণীয় যা'
মনোনিবেশ কর তাতেই—
বিহিত নিষ্পন্নতায়,
সাধু নিক্বণ-মাধুর্য্যে,
প্রবুদ্ধ প্রলোভনে,
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে ;
প্রতিটি পদক্ষেপে
লক্ষ্য রেখে চল,
এমনি ক'রে আরো আরো করার চলনে
তোমার সামর্থ্যকে বাড়িয়ে তোল—
উপচয়ী উৎপাদনে,
মিতি ব্যবস্থিতিতে ;
এমনি ক'রে
করার ভিতর-দিয়েই
আচারে, বাক্যে, ব্যবহারে
আপ্যায়নী অনুচর্য্যায়
যেখানেই দাঁড়াও না কেন,
সেই পরিবেশকে
সেবা-সন্দীপ্ত আকর্ষণে
আকৃষ্ট ক'রে তোল ;
তুমি তাদের হও,
তা'রাও তোমার হো'ক—

যা'র যেমন প্রয়োজন
তেমনতরই লগ্ন নিয়ে তোমাতে,
শুভপ্রসূ সম্বন্ধে সম্বন্ধান্বিত হ'য়ে ;
বেঁচে থাক—
স্বস্তি নিয়ে,
কৃতি-পদক্ষেপে,
সম্বর্দ্ধিত হ'তে থাক এমনি ক'রেই—
স্বাস্থ্যে, সমৃদ্ধিতে, সৌহার্দ্দ্যে,
আমোদিত ক'রে সবাইকে,
আনন্দিত হ'য়ে নিজে ;
আর, শিবসুন্দরের আবির্ভাব
এমনি ক'রেই
তোমাতে অধিষ্ঠিত হ'য়ে উঠুক,
তোমার ব্যক্তিত্ব
লোকস্বস্তির সামগানে
উৎসারিত হো'ক । ৮৩৬৪ ।
২৬।৭।১৯৫৭, রাত ৭-৪৫

ঈশ্বর কথার মানেই হ'চ্ছে
আধিপত্যই যাঁর স্বভাব,
স্বতঃ-উৎসারণশীল আধিপত্য যেখানে,
অর্থাৎ ধারণ-পালনী সম্বেগ
স্বতঃ-উৎসারণশীল যেখানে,
তাই, তিনি সৎপদ,
অর্থাৎ সাত্বত অনুচলনই
তাঁর স্বতঃ-স্বভাব ;
আর, প্রতিটি সত্তাই তাঁর অভিব্যক্তি—
তা রকম-বেরকমে, নানান ধাঁজে,
আবার, যে-মূর্ত্তনার ভিতর-দিয়ে
বিশেষ বিনায়নে
ধারণ-পালনী সন্দীপনা

সার্থক সঙ্গতিশীল তৎপরতায় সুমূর্ত্ত,
তিনি মূর্ত্ত ঈশ্বর,
তিনিই লোক-উদ্ধাতা ;
ঈশ্বরই বল,
আর ব্রহ্মাই বল,
তিনি তাঁর সার্থক সুপ্রতিষ্ঠা ;
শ্রদ্ধাপূত প্রীতি-সন্দীপনায়
নন্দন-দীপনী কৃতিচলনের ভিতর-দিয়ে
তাঁকে সত্তায় অভিষিক্ত ক'রে
সার্থক সঙ্গতিতে
বৈশিষ্ট্যানুগ বিনায়নে
সম্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারেন ব'লেই
তিনি 'লোকরঞ্জন রামচন্দ্র' ;
তিনিই সাত্বত অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
মানুষকে সুবিনায়নে
আকৃষ্ট ক'রে তোলেন,
তাই, তিনি 'শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র' ;
এমনি ক'রেই তিনি
বাস্তব ব্যক্তিত্ব নিয়ে
লোক-আপূরণী হ'য়ে
সন্দীপনী তৎপরতায়
তাদিগকে সম্বর্দ্ধনায় সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে তোলেন,
এবং নানা জঞ্জালকে
আবর্ত্তন-অনুনয়নের ভিতর-দিয়ে
নিয়ন্ত্রণ ক'রে
ঐ তাঁরই চরিত্রানুপাতিক
প্রতিটি বিশেষকে
বিশেষ রকম তাৎপর্য্যে
অভিষিক্ত ক'রে
বৈশিষ্ট্যপালী পারস্পরিক সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
উৎক্রমণী প্রবর্ত্তনায়

উৎসারণশীল ক'রে তোলেন,
তাই, তিনি গোবর্দ্ধনধারণ,—
অর্থাৎ লোকবর্দ্ধনাই তাঁর স্থিতি,
এমনতরই আরো অনেকে ;
আর, নন্দনহিল্লোলের ভিতর-দিয়ে
আন্দোলিত হ'তে হ'তে
নন্দনদোলার দোলোৎসবে
জীবন যখন গেয়ে ওঠে,
উদাত্ত স্বরে যখন ব'লে ওঠে—
'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ !
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়',—
তখন তাঁর ঐ বিবর্দ্ধনী
অভিসার-আদিত্য-দ্যোতনাই
জীবনসূর্য্যে সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
তাঁকে যা'রা ভালবাসে,
প্রীতি-উচ্ছল আচার-উদ্দীপনায়
তাঁকে যা'রা নিজের বৈশিষ্ট্যে ভ'রে নিয়ে
নিজের বৈশিষ্ট্যকে আপূরিত ক'রে
গণজীবনকে উচ্ছলার ওজঃতীর্থে
আহ্বান করে,
তা'রাই তো স্বর্গের সুদীপ্ত
সুখী-সাথীয়া ;
তাই তাঁরা সবারই নমস্য,
শ্রদ্ধাপূত অন্তঃকরণে
বিস্ফারিত সার্থক সঙ্গীতশীল
অনুনয়ন-দৃষ্টিতে
সৌর্য্যদীপনী উদাত্ত কণ্ঠে

কবির কথায় ব'লে ওঠেন তাঁরা—
'বিধ্বস্ত মানব !
না পূজিবে কেন পার্থ ! ক্ষুদ্র বালুকায় ?'
ঐ ধারণ-পালনী সম্বেগ
সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
যখন যেখানে সবাইকে
আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে চলে,
ঈশ্বর তো সেখানেই ;
ঐ ঈশ্বর উদাত্ত সম্বেগে
তাঁরই অন্তঃস্থ ভাস্বর কণ্ঠে ব'লে থাকেন—
"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে
যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি
তত্র তিষ্ঠামি নারদ" !
তাই বলি—
তিনি যখন মূর্ত্ত প্রিয়পরম,
মূর্ত্ত লোক-উদ্ধাতা,
তখনই তিনি প্রকট আমাদের কাছে ;
তা ছাড়া, যেখানে যখন যেমনতরভাবে
যেমন উচ্ছলায়
ঐ ধারণ-পালনী সম্বেগ
ঐ প্রীতিকেন্দ্রকে আলিঙ্গন ক'রে
উচ্ছল হ'য়ে চলেছে,
তা' ঐ তাঁরই সম্বেগ ;
তিনিই জীবের জীবন-প্রেরণা,
সত্তার উৎসব-সঞ্জীবন,
উৎসাহের উৎস-নন্দনা,
উৎসারণী প্রদীপনা মানুষের,
তাই বন্দনা কর—
'মূকং করোতি বাচালং
পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং

যৎকৃপা তমহং বন্দে
পরমানন্দমাধবম্'। ৮৩৬৫।
২৮।৭।১৯৫৭, রাত ৭টা

প্রীতি যেখানে নিমকহারাম,
শকুনিস্বার্থদৃষ্টিসম্পন্ন,
বিদ্রূপাত্মক,
সঙ্গ-লালসা-বিহীন,
বিকৃত, ব্যত্যয়ী,
ক্ষতিজনক,
ব্যঙ্গশ্লেষপূর্ণ,—
তা'র সব কিছুই সন্দেহের,
কেবল সন্দেহের নয়—
প্রিয়ের ক্ষতি ও আত্মস্বার্থবৃদ্ধির চেষ্টা। ৮৩৬৬।
২৯।৭।১৯৫৭, বিকাল ৪-৩০

প্রিয়পরমকে অন্তরে প্রতিষ্ঠা কর—
ধৃতিচেতন তৎপরতায়,
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,—
পুণ্য-প্রতিষ্ঠা তোমার অন্তরে
স্বতঃ হ'য়ে উঠুক। ৮৩৬৭।
২৯।৭।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-৪০

তোমার জীবন
যাঁতে কেন্দ্রায়িত ক'রে
উৎসারণশীল ক'রে তুলবে,
যাঁর প্রভাবে অভিষিক্ত হ'য়ে
সেই ভাবে ভাবান্বিত ক'রে
তোমার যা'-কিছুকে
বিনায়িত ক'রে তুলবে,

তাঁর ও তোমার মাঝে
স্বার্থ ও স্বার্থ-উদ্দেশ্যসম্পন্ন কিছু
রাখতে যেও না,
অনুশীলনও করতে যেও না,
তাহ'লে ঐ প্রভাবে তুমি
অভিষিক্ত না হ'য়ে
ঐ স্বার্থচাহিদার আবর্ত্তনে
আবর্ত্তিত হ'তে থাকবে,
বলবে তাঁর কথা,
চলবে কিন্তু ঐ চাহিদার চলনে ;
তাতে হবেও না,
পাবেও না,
ধর্ম্মের বণিকবৃত্তি নিয়েই
বা ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে
লোককে দোহন ক'রেই
চলতে হবে তোমাকে,
করবেও ফাঁকি
পাবেও ফাঁকি ;
মনে রেখো—
সেই কিন্তু বান্ধব তোমার—
ইষ্ট ও যা'র মাঝখানে
ঐ স্বার্থ-সন্ধিৎসা নেইকো,
আছে সে আর তিনি । ৮৩৬৮ ।
৩১।৭।১৯৫৭, রাত ৭-২৫

ভক্তিকে অচ্ছেদ্য ও অকাট্য ক'রে নাও—
যিনি মূর্ত্ত ঈশ্বর,
নটরাজ যিনি,
তাঁকে দেখে
তাঁর প্রভাব-পূরিত হ'তে চাও যদি ;
চর্ম্মচক্ষুতে যেমন

সূর্য্য দেখা যায় না—
জ্যোতিতে ধাঁধাঁন ছায়া ছাড়া,
তেমনি জ্ঞানচক্ষুতে
ব্রহ্ম বা ঈশ্বর-জ্যোতি দেখতে পার,
কিন্তু ঐ ভক্তিচক্ষু ছাড়া
ভাগবত আদিত্য যিনি,
যিনি বিশ্বনটরাজ,
পরাৎপর ব্রহ্ম,
পুরাণপুরুষ,
যাঁ'র অভিব্যক্তি মূর্ত্ত ঈশ্বর
বা মূর্ত্ত ব্রহ্ম,
তাঁকে উপভোগ করতে পারবে না—
তোমার সব যা'-কিছু দিয়ে। ৮৩৬৯।
৩১।৭।১৯৫৭, রাত ৭-৩৫

স্বার্থ-পরিচর্য্যার মাধ্যমে
যারই অনুচর্য্যা কর না কেন,
তা'র হৃদয় স্পর্শ করা
দুরূহই হ'য়ে উঠবে,
হৃদয়ের আদর-আকূতি নিয়ে
সেবা-সম্বর্দ্ধনায়
কল্যাণ-অভিষিক্ত ক'রে তোল তাকে,
ব্যক্তিত্বের প্রভায়
মানুষের অন্তরকে
আরতি-মুগ্ধ ক'রে তোল,
হৃদয় দাও,
হৃদয় পাবে। ৮৩৭০।
৩১।৭।১৯৫৭, রাত ৯-৫৫

ভগবান
স্বভাবতঃই ভজমান,

ভজন
অর্থাৎ প্রীতি, সেবা, কৃষ্টি, উপভোগ
তাঁ'র স্বতঃ-স্বভাব-সন্দীপ্ত
পূত প্রভাব—
চারিত্রিক অভিব্যক্তি । ৮৩৭১ ।
১।৮।১৯৫৭, সকাল ৭-২৩

অকম্পিত অটুট নিষ্ঠা নিয়ে
ইষ্টার্থ-অনুচর্য্যী আগ্রহে
অভিনিবেশ-সহকারে
নিদেশ-পালনী তৎপরতায়
অন্তরকে উচ্ছল রেখে
নিষ্পাদনার কৃতি-অনুচলনী অনুশীলনায়
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
নিজেকে ব্যাপৃত রেখে চলতে
যদি বদ্ধপরিকর হও,
তবে এস,
ওজর, আপত্তিকে
এতটুকু প্রশ্রয় দিতে পারবে না—
অশক্ত হওয়া ছাড়া ;
নয়তো—
অলস নিষ্ঠা,
শ্লথ কর্ম্মদীপনা,
মন্থর স্বার্থলিপ্সু আগ্রহ
তোমার উৎকর্ষের কীই বা করতে পারে ?
আর, তাতে তুমি
কৃতি-উৎসারণায়
সম্বর্দ্ধিতই বা হ'তে পার কতটুকু ? ৮৩৭২ ।
৪।৮।১৯৫৭, সকাল ৯-৯

মানুষকে দাও,
অনুচর্য্যায় উচ্ছল ক'রে তোল,
কিন্তু তা' এমন নীতি-নিয়মনায়—
সে যেন
স্বার্থলুব্ধ কপটাচারী কৃতঘ্ন হ'য়ে না ওঠে ;
অনুচর্য্যা-প্রবৃত্তি
ক্লীব শৈথিল্যে
অপটু স্বার্থসন্ধানী হ'য়ে
মানুষকে অপচয়ে
শীর্ণ ক'রে না তোলে,
অপটু ক'রে না তোলে,
উদ্‌ভ্রান্ত খেয়ালী ক'রে না তোলে,
প্রীতিপূর্ণ সেবাসন্ধানী তৎপরতাকে
সে যেন হারিয়ে না ফেলে ;
যা'তে তোমার দান-অনুচর্য্যা
তা'র প্রতি কল্যাণ-স্রোতা হ'য়ে ওঠে,
তীক্ষ্ন নজর নিয়ে
বিবেকী অনুকম্পায়
আরতি-নন্দনা নিয়ে
তা'ই ক'রো ;
অন্তরের সম্পদ,
কৃতি-দীপনা,
অনুশীলনী আগ্রহ
যেন তাকে
কৃতজ্ঞ, সুকেন্দ্রিক,
তীক্ষ্ন কৃতি-সন্ধিৎসা-উচ্ছল ক'রে তোলে । ৮৩৭৩ ।
৪।৮।১৯৫৭, সকাল ১০-১০

ইষ্টার্থ-সমর্থন ও সহানুভূতির ভাঁওতায়
যা'রা তোমাদের ভিতর
বিরোধ সৃষ্টি করে,

প্রতারণার ভিতর দিয়ে
এক হ'তে অন্যকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে,
ইষ্টার্থ-সার্থকতার
নানা কিছু অবতারণা ক'রে
স্বার্থসিদ্ধির বা উদ্দেশ্যসিদ্ধির
ভাঁওতাবাজি জাল সৃষ্টি ক'রে চলে,
ইষ্ট বা আদর্শ হ'তে
মানুষকে বিভ্রান্তির মহড়ায়
ভিন্ন বা আলাহিদা করবার
প্রয়াসী যা'রা,
আদর্শপূজার বাহানায়
মানুষকে আদর্শচ্যুত ক'রে তোলবার
পরিচালনা নিয়েই চলে,
সংহতিকে ভেঙ্গে নানারকমে
দলের সৃষ্টি ক'রে থাকে,
স্তোতন-অনুকম্পায় নিন্দাবাদ করে
বা নিন্দাবাদের প্রশ্রয় দিয়ে
মানুষের অন্তঃকরণ
ভ্রান্তি-কোটরস্থ ক'রে তোলবার প্রয়াসই
যাদের বদান্য আপ্যায়না,
—এক কথায়, হজরত রসুলের ভাষায়
যা'রা স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ মোনাফেক,
এমনতর সংস্রব হ'তে
নিজেকে সাবধান রেখো,
অন্যকেও সাবধান করতে কসুর ক'রো না ;
কারণ, এর আওতায় পড়লেই,
তোমার অন্তঃস্থ সাত্বত অভিনিবেশ
ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে উঠবে,
আদর্শে বিক্ষেপ সৃষ্টি হবে,
পারস্পরিকতা ব্যাহত হ'য়ে উঠবে ;
এই এমনতর অক্টোপাসের

কূট আলিঙ্গন

তোমার জীবন ও বর্দ্ধন-স্রোতকে
বিক্ষিপ্ত ও বিকেন্দ্রিক ক'রে
সার্থক সঙ্গতিশীল চলনকে
ধ্বংস-ধর্ষিত ক'রে তুলতে
একটুও ত্রুটি করবে না কিন্তু ;
তোমার সত্তা,
ইষ্টীচলন
ও সম্বেদনী পারস্পরিক সংস্রব
ঐ সংঘাতে দীর্ণ ও বিদগ্ধ হ'য়ে
জাহান্নমের দিকে চলতে থাকবে ;
ধর্ম্মের অলৌকিক প্রত্যাশায়
দীক্ষা, অনুশীলন ও অনুচলন
কেন্দ্রচ্যুত হ'য়ে
ইষ্টহারা হ'য়ে
আত্মোন্নতির বাস্তব প্রস্তাবনা
ও প্রকৃষ্ট চলনকে
নিকেশ ক'রে
সম্যক সার্থক সঙ্গতিশীল কৃতিচলনকে
নষ্ট ক'রে তুলবেই কি তুলবে ;
তাই ভগবান রসুলের কথা—
'যাহারা স্বীয় ধর্ম্মকে
খণ্ড খণ্ড করে
ও দলে দলে বিভক্ত হয়,
তাহাদিগের সহিত তোমার কোন
সম্বন্ধই নাই,
তাহাদের কর্ম্মফল তো আমার হাতে,
পরন্তু তাহারা পৃথিবীতে
যাহা কিছু করিয়াছে,
তাহার ফলাফল
তিনি তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিবেন' ;

তাই বলি—সাবধান,
এমনতর কাউকে দেখলে
বা বুঝতে পারলে
তোমাদের সঙ্গ ও সঙ্গীতি হ'তে
দূরেই রেখো তাদের,
নিজেরাও দূরে থেকো ;
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
সেগুলিকে একদম নিরাকরণ করতে
এতটুকুও কসুর ক'রো না—
যদি বাঁচতে চাও,
আর, অন্যকেও বাঁচাতে চাও । ৪৩৭৪ ।
৬।৮।১৯৫৭, সকাল ৭-৫০

ইষ্ট বা আদর্শের পাদপীঠমূলে
অর্থাৎ তাঁর অবস্থিতির বেদীমূলে
বা কোন দেবতার আসনমূলে
সংঘ-কর্ত্তৃক সমবেতভাবে আহূত ও অনুষ্ঠিত
প্রার্থনা-উৎসবে
বা ধর্ম্ম-যজ্ঞে
যেখানে তদনুধ্যায়ী যা'রা,
তাদের সমবেত
উপস্থিতি ও অনুচর্য্যা ইত্যাদির প্রয়োজন—
এমনতর কোন অনুষ্ঠানকে
কখনও ভিন্ন-ভিন্ন ক'রে
বা ব্যবচ্ছেদ ক'রে
তজ্জাতীয় কিছু করতে যেও না,
এতে তোমাদের আন্তরিক সম্প্রসারণা
ব্যাহত হ'য়ে উঠবে,
পারস্পরিক অনুবেদনা
খাঁকতিগ্রস্ত হ'য়ে উঠবে ;
এমন-কি, যাদের পক্ষে

সেখানে যোগ দেওয়া
কোন কারণে
বাস্তবিকভাবে অসম্ভব,
পূজা-প্রার্থনা বা অমনতর অনুষ্ঠান
তারা যেন তখন
সমবেতভাবে আলাদা ক'রে না করে ;
তাদের অন্তঃকরণের
অনুধ্যায়নী অনুবেদনা তখন
যেন ঐ অনুষ্ঠানেরই অনুধ্যানে
সমাহিত থাকে ;
তখন তা'রা যা'ই করুক,
অন্তর-বাহিরের দৃঢ় সংহতিতে
কোনপ্রকার ব্যত্যয়ী বিভেদী চিন্তাও
যা'তে না আসে
এমন ক'রেই তা' প্রতিপালন করা উচিত ;
যা'রা অমনভাবে
সেগুলি নিষ্পন্ন না ক'রে
পৃথকভাবে নিজেদের মত নিষ্পাদন করে,
তারা সঙ্ঘ-সভ্য আখ্যায়
আখ্যায়িত হওয়ার
উপযুক্ততা হ'তে
ব্যতিক্রান্তই হ'য়ে থাকে,
এবং ঐ বেদী-উপনিষণ্ণ প্রসাদ হ'তেও
তা'রা বঞ্চিত থাকে,
ফলে, পারস্পরিকতার প্রীতি হ'তেও
বঞ্চিত হ'য়ে থাকে তা'রা ক্রমশঃ ;
তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি
দূরনিবদ্ধ ক'রে
একটু অনুধাবন করলেই বুঝতে পারবে—
কেমনতর কী জাতীয় ব্যতিক্রমকে
তা'রা আহ্বান করছে,

আর, জাতীয়তার বিরুদ্ধেও বা
কেমনতর সংঘাত সৃষ্টি করছে ;
যদি প্রসন্ন হ'তে চাও,
প্রসাদপূর্ণ হ'তে চাও,
প্রীতি-মাধুর্য্যে প্রতিষ্ঠিত থাকতে চাও,
অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে
ইষ্টার্থ-অর্থনায়
নিজেকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে চাও,
অমনতর ইষ্টার্থ-প্রতিদ্বন্দ্বী
ভাগবাটোয়ারার ব্যাপারে
কখনই আত্মনিবেশ ক'রো না,—
নিজে তো নষ্ট পাবেই,
অন্যকেও করবে,
মনে রেখো—
সাবধান। ৮৩৭৫।
৬।৮।১৯৫৭, সকাল ৮-৩০

তপ-অরুণিমা

তুমিই হও আর তোমরাই হও,
পুরুষমাত্রেই
যেই হও না কেন,
বিশেষতঃ ঋত্বিক, অধ্বর্য্যু, যাজক, উদ্গাতা
তোমরা যা'রা
আগ্রহ-নিরতি নিয়ে
এগুলি—
যা' বলি সেগুলিকে
তোমাদের ব্যক্তিগত চরিত্রে
মূর্ত্ত ক'রে তোল ঃ—

১। ইষ্টার্থপরায়ণ হও—
অচ্ছেদ্য আকূতি-আগ্রহে,
অযুত আঘাতেও যেন তা' ছিন্ন না হয়;
বোধিবিনায়িত উপচয়ী তৎপরতায়
দক্ষ দীপনার সহিত
ইষ্টানুচর্য্যা ও ইষ্টনিদেশ-পরিপালন
নিজের জীবনে
প্রথম ও প্রধান ক'রে তোল—
স্মৃতি-বিনায়িত সক্রিয় চকিত বীক্ষণায়,
প্রতিটি মননে
প্রতিটি কর্ম্মে
সাত্বত তপোনিরতি নিয়ে;
ইষ্টে একনিষ্ঠতা
নষ্ট ক'রো না,
ধর্ম্মসাধনায়
জারবৃত্তিসম্পন্ন হ'তে যেও না,
তা'তে কিন্তু
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টতা অবশ্যম্ভাবী;
আর, যা'-কিছুর ভিতরই
তোমার যেমনতর কর্ম্মই থাকুক না কেন,
তা' যেন সাত্বত নৈবেদ্যে
ইষ্টার্থ ও সুসঙ্গতিপূর্ণ অনুশীলনে
নিষ্পন্ন করাই
তোমার অন্তর-বাহিরের
অভিনিবেশী আগ্রহ হ'য়ে ওঠে;
সমীচীন ত্বরিত্যে
তীব্র কৃতী হ'য়ো,
সৌম্য অভিব্যক্তি নিয়ে চ'লো—
কি অন্তরে, কি বাহিরে।

২। কাঠ-গম্ভীর হ'তে যেও না,
বরং তোমার সব প্রকৃতির

সমন্বয়ী নিয়ন্ত্রণে
সৌম্য হ'য়ে ওঠ—
শান্ত অনুবেদনা নিয়ে ;

মেয়েদের থেকে
সম্মানযোগ্য দূরত্ব বজায় রেখে
চলবেই কি চলবে ;

প্রীতি-আপ্যায়নাকে,
সমীচীন অনুচর্য্যাকে
কখনও ভুলে যেও না,
কৃতি-তর্‌তরে থেকো ;

আর, তোমার সান্নিধ্যে
যে-কেউ আসুক না কেন,

সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়নায়
প্রীতি-উচ্ছল অনুচর্য্যা নিয়ে—

তার সব কথা শোন,
যা' বলবার বল,
তোমার করণীয় যা'
সেখানে তা' কর,

সে যেন হৃষ্ট-অনুবেদনা নিয়ে
হৃষ্ট অন্তঃকরণে
অন্তরে তোমার শুভ-কামনায়
সন্দীপ্ত হ'য়ে যায় ;

স্বতঃ-দায়িত্বে
সবারই সব রকম খোঁজখবর নিও,

আবার, সর্ব্বদা জাগ্রত অনুসন্ধিৎসা নিয়ে
স্বতঃ-প্রণোদনায়
লোকের সংস্পর্শে গিয়ে
আপ্যায়নী যাজন-সেবায়
তাদের প্রবুদ্ধ ও উন্নত ক'রে তুলো
তা' সত্তা, স্বাস্থ্য ও সংসার সব দিক দিয়ে।

৩। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়কে
তীক্ষ্ন, সজাগ ও সংযত করতে
একটুও ত্রুটি ক'রো না,
আর, মাঝে-মাঝে চিন্তা ক'রে দেখো—
তোমার ভিতরে
কী কী অবগুণ বা খাঁকতি আছে,
আর, যা' ধরতে পার,
তন্মুহূর্ত্তেই তা'র
নিরাকরণ-তৎপর হ'য়ে চল ;
অন্যকে যেমন চাও,
অন্ততঃ তেমন হও,
আর, তোমার হওয়াই
অন্যকে হওয়াতে সাহায্য করবে,
নিজে না হ'য়ে
অন্যের কাছ থেকে
কী আশা করতে পার ?

৪। ইষ্টার্থ-অবদান
যা'-কিছু হো'ক না কেন,
সমীচীন তত্ত্বাবধানে
আহরণ, সংরক্ষণ ও সম্বর্দ্ধন করতে
ত্রুটি ক'রো না,
ও-ত্রুটি কিন্তু
মানুষের সাত্বত ত্রুটিকেই
আমন্ত্রণ ক'রে থাকে ;
মিতি-চলনে চ'লো,
যত বেশী উপচয়ী হ'য়ে চলতে পার—
তা'ই ক'রো,
শ্রদ্ধাপ্লুত অন্তঃকরণে
তোমাকে যদি কেউ কিছু দেয়—
যা' নিলে সে খুশী হয়,
আর, তা' যদি তোমার

নেওয়ার উপযোগী হয়,
তা' গ্রহণ ক'রো ;
মানুষকে চাপাচাপি ক'রে
তোমার নিজের জন্য
কিছু করতে যেও না,
বরং যা' পার তা' দিও,
অমনতর নেওয়া কিন্তু
তোমার অন্তর-তর্পণার অন্তরায় !

৫। সব সময়েই
সত্তা ও স্বাস্থ্যের
সমন্বয়ী সুচলনকে
অব্যাহত রাখতে
যত্নবান থেকো,
যা' যা' করলে
তোমার সত্তা ও স্বাস্থ্য সুস্থ থাকে—
সেগুলি ক'রো।

৬। কৃতি-পরায়ণ হও—
সন্ধিৎসু সমীক্ষা নিয়ে,
একটা মুহূর্ত্তকেও
অলসভাবে খরচ করতে যেও না—
উপযুক্ত বিশ্রামের সময় ছাড়া ;
আর, যা'ই ধরবে,
যা'ই করবে,
তা' যেন শুভ-সন্দীপী
নিষ্পন্নতা-প্রদীপ্ত হয় ;
কথায়-কাজে যেন মিতালী থাকে,
কাউকে কথা দিলে,
কিন্তু করলে না—
তা' করতে যেও না,
আর, হিসাব ক'রে কথা দিও—
যেমন কর বা করতে পারবে ;

অর্থ-বিত্তাদি সম্বন্ধেও তাই,
তাতেও যেন বিশ্বস্তির খাঁকতি না হয় ;
প্রতিটি কর্ম্মের
পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে চ'লো,
কাউকে দায়িত্বের অংশীদার ক'রে
দায়িত্ব এড়াবার বুদ্ধিকে
কিছুতেই প্রশ্রয় দিও না,
সমবেতভাবে
কোন কাজ করলেও
প্রত্যেকেই
সে-কাজের পূর্ণ দায়িত্ব
নিজের ব'লে গ্রহণ করবে,—
যে গ্রহণ করবে না,
প্রত্যবায় কিন্তু তা'রই।

৭। শ্রেয়-সংহত
বা সত্তাচর্য্যী পারস্পরিকতাকে
শ্রদ্ধা ক'রো,
সমবেদনার সহিত
যথ্যসম্ভব তা'র অনুচর্য্যা ক'রো,
কেউ যদি অন্যায্য কিছু
করে বা বলে—
বিনয়পূর্ণ আপ্যায়না নিয়ে
শৌর্য্য-সন্দীপনায়
তা' নিরোধ ক'রো,
সে-নিরোধে যেন
আপ্যায়িত হয় সে,
সুখী হয় সে,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমকে
হীনপ্রভ হ'তে দিও না—
বীর্য্যবান সাধু নিয়ন্ত্রণে ;
আর, সব পরাক্রমই যেন

সৌম্যোন্দদীপ্ত, হৃদ্য ও পরিচ্ছন্ন হয় ;
দ্বন্দ্ব-সংঘাত
যদি কোথাও উপস্থিত হয়—
বোধ-বিচক্ষণতার সহিত
তা'র খবর নাও,
আর, তা' হ'তে যা'তে
সংঘাত-বিধ্বস্ত যা'রা—
সহজেই রেহাই পায়,
সমীচীন অভিনিবেশের সহিত
সেগুলি নিষ্পন্ন করবেই কি করবে—
সজাগ সতর্কতা নিয়ে ;
আর, সমবেত সংহতি
যা'তে অচ্যুত ধৃতি নিয়ে
চলৎশীল থাকে—
ইষ্টার্থ-অনুরঞ্জনায়,
কৃতি-মুখর উৎসবে,—
তা'র প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে দিও,
আর, যখন যা' করণীয়
তখনই তা' নিষ্পন্ন ক'রো ;
দুষ্ট মুহূর্ত্তকে অবসর তো দেবেই না,
যা'তে তা'র
নিমেষেই নিরাকরণ করতে পার,
তা' ক'রো ;
এই নীতি-তপ-অরুণিমায়
অনুরঞ্জিত হও,
অচ্ছেদ্য নিষ্ঠায়
পরিপালন কর,
আপালিত হবে—
প্রাপণায় পরিস্রুত হ'য়ে ;
করবে ?
পারবে ?

করাই চাই,
পারাই চাই,
উন্নতির স্থণ্ডিলই কিন্তু ঐ । ৮৩৭৬ ।
৮।৮।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬টা

অদ্বিতীয়ই ধর্ম্মের উৎস,
ধৃতিই তাঁর মূর্ত্ত সম্বেগ,
তাই, ধর্ম্ম এক—অদ্বিতীয়,
ধর্ম্মের স্বরূপও তাই,
ধর্ম্মের ভেদ নেই,
দেশকালপাত্র-ভেদে আছে শুধু
তার পদ্ধতির রকমারি বিনায়ন—
যে নীতি, বিধি ও চলনের ভিতর-দিয়ে
যেখানে যে-অবস্থায়
ঐ ধারণ-পালনী সম্বেগ
সক্রিয় হ'য়ে ওঠে । ৮৩৭৭ ।
১০।৮।১৯৫৭, বেলা ১১-৩৫

ভক্তির অভিব্যক্তি অচ্যুত নিষ্ঠায়,
ভজনে,
আসঙ্গলিপ্সার উদগ্র আকূতির ভিতর-দিয়ে
রাগদীপনী যোগ-ঐশ্বর্য্যে ;
আর, ভজনের অভিব্যক্তি হ'চ্ছে—
প্রীতি, সেবা-উচ্ছল একাগ্রতা,
সেবাপ্রাণ কৃষ্টিমুখর
অনুশীলনী বোধন-পরিচর্য্যা,
আর, সবটা নিয়ে
সবটার ভিতর-দিয়েই
তাঁকে উপভোগ ;

ভক্তির বিভব-মূর্ত্তনার
রূপরেখাই এমনতর। ৮৩৭৮।
১১।৮।১৯৫৭, সকাল ৬-৪৫

বোধন-আরতি,
নিষ্ঠা,
আসঙ্গ-লিপ্সা,
অভিপ্রায়-অনুসারী চলন,
সেবা-আকূতি ও অনুচর্য্যী অনুশীলন,—
প্রীতি যেখানেই প্রকৃত
এ কয়টি সেখানে বিদ্যমান থাকে
স্বতঃই। ৮৩৭৯।
১২।৮।১৯৫৭, বিকাল ৪-৩০

সদ্‌গুরু বা সদ্‌ আচার্য্যের কাছে
দীক্ষা নিয়ে
তাঁর নিদেশ-মত
যতটুকু পার, না পার
করতে লাগলে,
সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু মন্ত্র
বা দীক্ষার ব্যবস্থা ক'রে
তাও করতে লাগলে,
ফলে হ'ল তোমার তপস্যা জারধর্ম্মী ;
কারণ, এই করতে গিয়ে
ঐ যে মিশ্রণ হ'ল—
তা'তে বিক্ষুব্ধ অনুচলন এল,
অনুরাগ দ্বিধাক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠল,
যা'র ফলে
তোমার বোধি-অনুচলন
ও বহিরনুচলন

ব্যসন-বিলোলী হ'য়ে
ছন্ন তালে চলতে লাগল,
আর, তুমি
অলৌকিকত্বের দোহাই দিয়ে
ঐ সমর্থনায় খাপ খাইয়ে চলতে লাগলে,
ফলে কী হ'ল জান ?
তুমি নষ্ট হ'লে,
তোমার ব্যর্থ চলন
বিকৃত অনুশীলনে
বৃথা হ'য়ে
বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিত্বের বিভ্রান্ত ঘূর্ণি নিয়ে
চলতে লাগল—
জারধর্ম্মী ব্যত্যয়ী সংস্কৃতি নিয়ে,
—লাভ হ'ল তোমার এই ;
কিন্তু যদি তুমি
ঐ সদ্‌গুরু বা আচার্য্যকে কেন্দ্র ক'রে
দুনিয়ার যা'-কিছুকে
সঙ্গতিশীল অর্থনায় বিনায়িত ক'রে
তপ-অনুক্রমণায় চলতে,
শ্রেয় লাভ করতে পারতে অনেক ;
একার্থ-সার্থকতায় উৎক্রমণই শ্রেয়,
অপক্রমণ জীবনে অপঘাত সৃষ্টি করে। ৮৩৮০।
১২৷৮৷১৯৫৭, বিকাল ৪-৪৫

যা'রা কাউকে ভক্ত ব'লে
বা ভক্তির কথা ব'লে
বিদ্রূপ করার হঠকারিতা পোষণ করে,
সাধারণতঃ তাদের ভিতর
প্রতারণা, অকৃতজ্ঞতা বা কৃতঘ্নতা
অন্তঃশায়ী হ'য়ে থাকে ;

যেমন অসতী স্ত্রী
নিজের অসৎ-প্রকৃতির প্ররোচনায়
অন্যাকে উপহাস করে,
এও তেমনতর প্রায় । ৮৩৮১ ।
১২।৮।১৯৫৭, রাত ১০-৩০

দুর্দ্দশা, দুর্ব্ব্যবহার,
প্রলোভন ও অহংয়ের বিক্ষোভেও
যদি তুমি সৎনিষ্ঠ থাক—
সক্রিয় চর্য্যায়,—
বুঝো—
ঐ নিষ্ঠা তোমার খাঁটি । ৮৩৮২ ।
১৩।৮।১৯৫৭, সকাল ৯-৫৮

যে তোমার প্রেষ্ঠে
সুনিষ্ঠ নয়কো,
তোমার প্রেষ্ঠের বান্ধব নয়কো,
সে তোমার বান্ধব হ'তে পারে না
কিছুতেই,
তা' সত্ত্বেও যদি তুমি
তাতে সুনিবন্ধ থাক,
তাহ'লে তোমাকেও তুমি বুঝে নিও—
তুমিও তোমার
প্রেষ্ঠের বান্ধব নও,
আবার, যিনি সর্ব্বতোভাবে
তোমার প্রেষ্ঠনিষ্ঠ, প্রেষ্ঠ-বান্ধব,
তিনি যদি তোমার
বান্ধব না হ'য়ে ওঠেন,
তা'ও কিন্তু তাই,
অর্থাৎ স্বার্থ-নিবন্ধই তোমার চালক,

আর, সেইজন্যই তুমি প্রেষ্ঠের
অভিপ্রায়-অনুসারী অনুচলনে
উদ্‌গ্রীব ও উদ্বুদ্ধ হ'য়ে থাক না,
তাই, তা' পারও না ;

প্রেষ্ঠকে লক্ষ্য ক'রে
দুনিয়ার প্রত্যেককে
পরিচর্য্যা করতে পার—
তা' প্রেষ্ঠপ্রতিষ্ঠায়,
প্রেষ্টার্থবাহী হ'য়ে ;

সেখানে প্রেষ্ঠস্বার্থই তোমার স্বার্থ,
আর, মানুষের প্রতি প্রীতি ও অনুচর্য্যাও
ঐ তাঁতেই অর্থান্বিত হ'য়ে থাকে,
অর্থাৎ ঐ প্রেষ্ঠেই
অর্থান্বিত হ'য়ে থাকে । ৮৩৮৩ ।
১৩।৮।১৯৫৭, রাত ৮-৩০

তুমি যেই হও,
আর যাই হও,
যখনই তুমি তোমার ইষ্টার্থ-অপহারী হও —
তা' যে-কোন রকমেই হো'ক না কেন,
তুমি ইষ্টনিষ্ঠ নও,
কৃতঘ্ন,
লোকপ্রতারক,
কাজে-কাজেই
তুমি আত্মপ্রতারকও তেমনি । ৮৩৮৪ ।
১৪।৮।১৯৫৭, সকাল ৯-৩১

কেউ যদি তোমার প্রেষ্ঠ থাকেন,
অর্থাৎ কাউকে যদি তুমি
প্রেষ্ঠ ব'লে আখ্যায়িত কর,

আর, তাঁর দুর্ব্যবহার বা অবজ্ঞা
যদি তোমাকে
বিরক্ত বা বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে,
ঠিক বুঝে নিও—
ঐ প্রেষ্ঠ তোমার
বাস্তব প্রেষ্ঠ নয়কো,
কারণ, তিনি যদি তোমার প্রেষ্ঠ হতেন—
কোনক্রমেই
তুমি তাঁর প্রতি বিরক্ত বা বিক্ষুব্ধ হ'য়ে
তাঁ হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'তে পারতে না ;
তোমার সত্তায় এমনই সংঘাত লাগত,
যা'র ফলে, তোমার অস্তিত্বই
বিক্ষিপ্ত সংঘাতে
ব্যামূঢ় হ'য়ে উঠত,
তুমি অস্থির হ'য়ে উঠতে,
যন্ত্রণা ব্যাকুল হ'য়ে উঠতে,
তাই তুমি তাঁকে প্রেষ্ঠ বল,
ভাব' বা দেখাও কেমন করে ?
তাঁকে দিয়ে
তুমি উৎফুল্ল হ'তে পার না,
ধন্য হ'তে পার না,
নেওয়ায় যেমন হও ;—
তিনি যে তোমার প্রেষ্ঠ নন
তা'র স্বাভাবিক লক্ষণই এই ;
আরো, তাঁর প্রিয় যা'রা,
যাদের তিনি আদর করেন,
বা যত্ন করেন
এমনতর যে কেউ হো'ক না কেন,
তাকে তুমি
তাঁর মত কিছু করতে পার না,
এমন কি,

সক্রিয় অনুকম্পাও নেইকো তাতে,
তা'র মানেও কিন্তু ঐ-ই ;
তাঁর বান্ধব নয়,
এমনতর কেউ যদি
তোমার বান্ধব হ'তে পারে,
আপনার জন হ'তে পারে,
যা'তে তুমি স্বার্থ-সম্বন্ধ,
তাহ'লেই বুঝে দেখো—
তিনি তোমার কে,
তাঁর সাথে তোমার কী সংস্রব ;
তাঁর ভালই থাক্,
মন্দই থাক্,
ব্যক্তিত্বে যা' কিছু আছে,
তা'র সব কিছু নিয়ে
তিনি তোমার আপনার জন,
প্রিয়জন
বা প্রেষ্ঠ ন'ন কিন্তু ;
অন্তরের গোপনে
তাঁর সহিত তোমার কী সম্বন্ধ,
এ-সব লক্ষণ কিন্তু ধরিয়ে দেয় তা',
অর্থাৎ তিনি যে তোমার
আপনার কেউ নন,
এটা কিন্তু স্পষ্ট ;
তোমার আত্মস্বার্থই
সেখানে তোমার প্রেষ্ঠ,
তিনি ন'ন,
তিনি তোমার স্বার্থদোহনের প্রতীকমাত্র,
আর, সেইজন্যে
তাঁর অভিপ্রায়-অনুসারী চলন
তোমার সন্দেহের,
দুঃখের,

ও তা'তে অপরাগ তুমি ;
তোমার জীবনগতি বিকেন্দ্রিক তো হবেই,
আর, বিকেন্দ্রিকতায়
যে-সব অনাসৃষ্টির সৃষ্টি হয়,
তা'ও এড়াতে পারবে না ;
তাঁর লক্ষ দয়া
ব্যতিক্রম-আক্রান্ত হ'য়ে
ধৃক্ষা-দীর্ণতা হ'তে
তোমাকে রক্ষা করতে পারবে কিনা
সন্দেহ ;
বিমর্দ্দনের বৈধী সংঘাতই
তোমার বান্ধব সেখানে । ৮৩৮৫ ।
১৪।৮।১৯৫৭, বেলা ১০-৩৩

মুখের কথা,
আপশোষের ভনিতা,
বিচক্ষণ ব্যাখ্যান—
এগুলি কিন্তু প্রীতির লক্ষণ নয়কো ;
প্রীতির লক্ষণ—
কৃতি-উদ্দীপনা,
অকাট্য আসঙ্গ-লিপ্সা,
অনুচর্য্যী আরতি,
প্রেষ্ঠ-অভিপ্রায়-অনুপাতিক আত্ম-নিয়মন ;
এগুলি তোমার কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
যতই বাস্তব হ'য়ে উঠবে—
বাধা-বিপত্তিকে ব্যাহত ক'রে,
আগ্রহ-উন্মাদনী উদ্দীপ্ত আকাঙ্ক্ষায়,
বাস্তবায়িত নিষ্পাদনে,—
তোমার অন্তঃস্থ প্রীতি-সন্দীপনাও
তেমনতরই অর্থান্বিত হ'য়ে উঠবে—
বাস্তবে ;

ওতেই আছে—
প্রিয়-আগ্রহ,
উদ্দীপ্ত কৃতি-উন্মাদনা,
আর, সব-কিছুকে অতিক্রম ক'রে আছে
প্রিয়সান্নিধ্যকে
অকাট্য ক'রে তোলা ;
ঐ অকাট্যতা আনে
ব্যক্তিত্বের মহান উন্মেষ,
আরো আনে প্রিয়-আরতি-উদ্দাম,
প্রিয়-প্রতিষ্ঠ, অনুচর্য্যী বোধনা,
যা'র ফলে, তোমার তৃপণা
উদ্দাম অভিষেকে
সৌম্য উৎসর্জ্জনায়
অভিদীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
তুমি হও তখন
প্রিয়র সাত্বত আরাধনার
প্রত্যক্ষ পুরোহিত । ৮৩৮৬ ।
১৪।৮।১৯৫৭, বেলা ১১-৩০

সেব্যের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়কে
অবধায়ন ক'রে,
তা' বুঝে,
যে যেমনতরভাবে নিজ কর্ম্মকে
নিয়ন্ত্রিত ও নিষ্পন্ন করতে পারবে—
শুভ-সম্পাদনী বাস্তবতায়,—
অনুকম্পা ও অনুভব তা'র তেমনতরই তীক্ষ্ন,
দক্ষ, কৃতীও সে তেমনতরই ;
কবির কথায় বলা আছে—
'না বলিতে কাজ বুঝিয়া করিবে,
সেই সে সেবক নাম,

সেবক হইয়া কহিলে না করে
তাহার করম বাম'। ৮৩৮৭।
১৪।৮।১৯৫৭, বিকাল ৪-৩০

যাদের নিষ্ঠা স্বার্থ-প্রবঞ্চিত,
যা'রা ইষ্টার্থ-ব্যত্যয়ী,
ইষ্টার্থ-অপলাপী,
ইষ্টার্থ-প্রতারক,
ইষ্টস্মরণ যাদের
স্বার্থলিপ্সার ইন্ধন হ'য়ে উঠেছে,
ইষ্টার্থের অনুকম্পা
যাদের অন্তরে,
স্বার্থলোলুপ জিহ্বায়—
তাঁতে
কখনও অনুরাগের ভাঁওতায়,
কখনও বিরাগী উচ্ছ্বাসে,
যে পথে তার
স্বার্থ ও গর্ব্বেপ্সার প্রতিষ্ঠা হয়—
তাতেই নিয়োজিত,
দোদুল চলনে
যা'রা ইষ্ট ও প্রবৃত্তির
সংবেদনার ভিতর-দিয়ে
গর্ব্বেপ্সার পূজারীর মত
আত্মস্বার্থেরই আরাধনা ক'রে চলেছে,
তা'রা যতই
সুষ্ঠুদৃষ্টিসম্পন্ন হো'ক না কেন,
নরক-দুন্দুভির অগ্রদূত তা'রা ;
ইষ্টাসন লাভের
আগ্রহ-মাদকতার ভিতর-দিয়ে
গুরুত্বকে আহ্বান ক'রে
যা'রা নিজের শাতনশ্রী

বৃদ্ধি করতে চায়,
তা'রা কিন্তু বীভৎস,
নারকীয়,
শাতনের ব্যামূঢ় মন্ত্রপূত অভিচারের
অগ্রদূত ;
তাদের হ'তে সাবধান থেকো,
নয়তো তোমার সাত্বত কৃষ্টিতে
সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
সর্ব্বনাশা শিলা-সংঘাতে
তোমার সত্তা-সম্বৃদ্ধিকে
নিকেশ ক'রে দেবে—
ভক্তিবিটেল,
স্বার্থলোলুপ
বেড়াজাল সৃষ্টি ক'রে ;
ওদের চাইতে
সৎ-প্রকৃতি-সম্পন্ন পাপকর্ম্মা ঢের ভাল ;
রত্নাকর, অজামিল ও বিল্বমঙ্গলের মত
তাদের সৎ-আরতি
একদিন
কল্যাণ-স্রোতা ধাতা-ধৃতিতে
সুনিষ্ঠ দীপনায়
আরূঢ় হ'তে পারে ;
কিন্তু ও জাতীয় যা'রা,
তা'রা কিন্তু ভয়াল,
বিকৃতির স্বার্থান্ধ ব্যালোল-আকর্ষণ । ৮৩৮৮ ।
১৫।৮।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-৫০

তুমি ইষ্টনিষ্ঠ হও,
ইষ্টার্থপরায়ণ হও—
তোমার যাবতীয় যা'-কিছু আছে
সবগুলিকে

ঐ ইষ্টার্থে বিনায়িত ক'রে—
তা' বাক্যে, ব্যবহারে, কর্ম্মে ;
এমনতর অবস্থায় দাঁড়ালে
তোমার অন্তর স্বতঃই গেয়ে উঠবে—
'হে দয়াল !
আমি বেঁচে গেছি,
তোমার প্রসাদ
প্রতিটি কর্ম্মে
প্রতিটি মননে
আমাকে অভিষিক্ত ক'রে তুল্‌ক,
একটুও যেন ব্যত্যয় হয় না তা'র' ;
বোধ কর—
সব অন্তর দিয়ে—
'আঃ ঈশ্বর !
আমি বেঁচে গেছি' । ৮৩৮৯ ।
১৫।৮।১৯৫৭, রাত ৭-২৪

অনেকবার অনেকরকমে বলেছি,
আবার বলি—
নিষ্ঠা-তৎপরতা নিয়ে
দৈনন্দিন জীবনযজ্ঞে
প্রথম আহুতি হ'চ্ছে ইষ্টভৃতি,
আর, ঐ নিষ্ঠা-আকূত তৎপরতায়
স্বস্তির পথে চলাই হ'চ্ছে—
স্বস্ত্যয়নী ;
স্বস্ত্যয়নী মানে হ'চ্ছে—
ভাল থাকার পথে চলা,
আর, ঐ দক্ষ চলনার দক্ষিণাস্বরূপ
ইষ্টসান্নিধ্যে
নিয়মিত অর্ঘ্য-নিবেদন,

যে-অবদানকে সম্বল ক'রে
ঐ নিষ্ঠা-তৎপরতায়
সারাদিনটি চলা যায়—
ঐ পাঁচটি নীতি-বিনায়িত পথে ;
ইষ্টভৃতিই বল,
আর, স্বস্ত্যয়নীই বল,
তা' যতক্ষণ না বিধিমাফিক
ইষ্টকে বাস্তবভাবে অর্পিত হ'চ্ছে
বা নিবেদিত হ'চ্ছে,
ততক্ষণ তা'
ইষ্টভৃতি বা স্বস্ত্যয়নী হ'য়ে ওঠে না ;
আর, ইষ্টভৃতি বা স্বস্ত্যয়নীর
কোনরকম কৈফিয়ত নাই,
হিসাব-নিকাশ নাই ;
ঐ দেওয়া বা ঐ দান
ঐ ইষ্টপুরুষেই
সার্থক হ'য়ে ওঠে—
তোমার ঐ নিষ্ঠা-আকূত অন্তরের
বাস্তব নিবেদন-তৎপরতায় ;
এই ইষ্টভৃতি
আর স্বস্ত্যয়নী
যাদের যেমনতর নিয়তক্রমে চ'লে থাকে,
ঐ সম্বেগ
ধৃতি-নিয়মনায়
তেমনতরই নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে থাকে,
আর, শুভপ্রসূও হ'য়ে ওঠে তা'
তাদের কাছে অমনতরই ;
কারণ, তোমার ঐ সশ্রদ্ধ নিষ্ঠাপ্রণোদিত
আকূত অনুরাগ
বাস্তব দক্ষ অর্ঘ্যে
তাঁতে অর্পিত হ'য়ে

তোমার বোধন-দীপনায়
চলার অর্থকে
তাঁতে সঙ্গতিশীল অন্বিত ক'রে তুলে থাকে,
আর, এইই হ'চ্ছে ইষ্টে রাগযোজনার প্রভাব ;
আর, অনিয়ত যা'রা,
তাদের পক্ষে
তেমনই ন্যূনফলবাহী তা',
কারণ, 'স্বাতীনক্ষত্রের জল
পাত্রবিশেষে ফল',
যেখানে যেমনতর পড়বে,
তোমার ব্যক্তিত্বও
প্রভাবান্বিত হবে তেমনতর ;
ওর সার্থকতাই কিন্তু
ইষ্টসান্নিধ্যে নিবেদন করায়,
তা'র একচুল এদিক-ওদিক হ'লেই
খাটবে না কিন্তু,
তা' ইষ্টভৃতি হবে না,
স্বস্ত্যয়নী হবে না,
এমন-কি, ইষ্টার্থে
যে কোনপ্রকার নৈবেদ্য নিবেদন কর—
তাঁরই শুভ কামনায়
তাঁরই পরিপোষণায়—
সবগুলি তাঁরই শুভ সান্নিধ্য লাভ করলেই
সার্থক হ'য়ে ওঠে,
নইলে নয়,
ওতে কোন স্বার্থবুদ্ধি থাকলে
তাইই কিন্তু
কল্যাণের প্রতিবন্ধক হ'য়ে ওঠে,
ঐ পূত-প্রভাব তাতে বক্রগতিই লাভ করে ;
তাই নীতি হ'চ্ছে—
ইষ্টসান্নিধ্যে

ইষ্টসকাশে
ইষ্টপ্রীত্যর্থে
নিবেদন করা ;
সব চেয়ে শ্রেয় হ'চ্ছে—
নিজে গিয়ে দেওয়া,
যেখানে তা' সম্ভব নয়,
ঐ অমনতর পূত অন্তঃকরণে
ডাকঘরের মারফতে
পাঠিয়ে দেওয়া—
যা'তে ইষ্টসান্নিধ্যে পৌছানর
ডাক-রসিদ পেতে পার ;
এই ডাক-রসিদ যখন তুমি হাতে পেলে
ঐ ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী
বা যে কোন নৈবেদ্য-নিবেদনই হো'ক,
তা' সার্থক হ'য়ে উঠল
তখন থেকেই তোমার কাছে,
এর কোন ব্যতিক্রম, ব্যত্যয় বা অন্যথা
করলে চলবে না,
বিভাজন করলে চলবে না,
স্বার্থ-সন্ধিৎসু গর্ব্বেপ্সায়
ভাগ-বাটোয়ারা করলে চলবে না,
এটা পেঁছানো চাই তাঁরই কাছে
তাঁরই যদিচ্ছা ব্যয়ের জন্য ;
এই তো ইষ্টভৃতি বা স্বস্ত্যয়নীর
তুক বা মরকোচ,
যা'র ভিতর-দিয়ে
দৈনন্দিন কৃতি-উৎসারণা
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে
ইষ্টে সঙ্গতি লাভ ক'রে
অন্বিত সঙ্গতির অর্থনায়
বিনায়িত হ'য়ে চলে—

আগন্তুক অশুভ অত্যাচারগুলিকে
নিরোধ ক'রে,
এড়িয়ে,
বর্দ্ধন-সার্থকতার সমন্বয়ী ছন্দে ;
ইষ্টভৃতি মানে হ'চ্ছে—
ইষ্টকে ভরণ করা,
ধারণ করা,
পালন করা,
পোষণ ও পূরণ করা,
আর, এই ধারণ-পালন-পোষণ ইত্যাদি
যাঁতে প্রত্যক্ষভাবে
সার্থক হ'য়ে ওঠে,
তোমার এই নিবেদন তাঁতে,
তাঁরই জন্য,—
যে-নিবেদনের প্রতি-প্রভাব
তোমাতে বিকীর্ণ হ'য়ে
ভাস্বর বিভায়
তোমার সত্তাকে
শিবসুন্দরে
সংস্থিত ক'রে তুলতে পারে ;
ইষ্টের অবর্ত্তমানে
তাঁর সন্তান সন্ততির মধ্যে সুনিষ্ঠ আচারবান
তৎচর্য্যাপরায়ণ উপযুক্ত যিনি
তৎসকাশে,
কিংবা অভাবে সুনিষ্ঠ আচারবান
তৎচর্য্যানিরত উপযুক্ত শিষ্য যিনি
তৎসকাশে
ঐ ইষ্টপ্রীত্যর্থে
ইষ্টভৃতি পাঠাতে হবে ;
এমনতর নিষ্ঠা,
এমনতর আকৃতি

এমনতর অনুরাগের সহিত
ইষ্টভৃতির অনুশীলন ক'রে চল—
যা'তে তোমার জীবনে
তা' অব্যর্থ হ'য়ে ওঠে ;
এর কোনপ্রকার খাঁকতি কি
তোমার সত্তাকে সার্থক করতে পারে ?
ঐ খাঁকতির ফাঁকের ভিতর-দিয়ে
ফাঁকিই ঢুকে পড়ে,
তা' আবার বজ্রকঠোর বিক্ষেপে
তোমার অদৃষ্টকে
দুরত্যয়া ব্যামূঢ় জড়িমায়
জড়িত ক'রে তুলতে পারে—
ঐ ব্যতিক্রম বা ব্যত্যয়ে
গা ঢাকা দিয়ে । ৮৩৯০ ।
১৬।৮।১৯৫৭, বিকাল ৪-৪৫

ইষ্টনিষ্ঠা-নন্দনায়
তুমি তাঁকে তোমার সত্তায়
পরিশোষিত ক'রে নাও—
এমনতরভাবে
যা'তে তাঁ'র ব্যক্তিত্বের প্রভাব
তোমাতে প্রভাবিত হ'য়ে
তোমায় প্রবুদ্ধ ক'রে
তোমার ব্যক্তিত্বে
বিচ্ছুরিত হ'য়ে ওঠে—
তা' প্রতিটি কর্ম্মে,
প্রতিটি বোধ-বিন্যাস-তৎপরতায়,
সার্থক সঙ্গতিশীল অন্বিত তাৎপর্য্যে,
নিষ্ঠানন্দিত সত্তার যোগদীপনায়,
আর, যোগের মানেও হ'চ্ছে ওইই ;

পাতঞ্জল বলেছেন—
'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ',
অর্থাৎ তুমি যুক্ত হও,
আর, যোগই চিত্তবৃত্তিনিরোধ,
আবার, ঐ যোগের ভিতর-দিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বও
তদনুগ বিনায়নে বিনায়িত হ'য়ে
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে—
প্রবৃত্তিগুলি
তাঁরই অনুবর্ত্তনে রঙিল হ'য়ে ;
তোমার অন্তরেই আসবে না—
যে, তুমি তোমার প্রবৃত্তি নিয়ে চল,
ব্যক্তিত্বের নেশাই হ'য়ে উঠবে—
সব প্রবৃত্তি নিয়ে
তাঁরই সেবাতৎপর হ'য়ে
ঐ অনুশীলনে
বিস্তীর্ণ হ'য়ে চলা—
বিকীর্ণতার মহাবিষুব-রেখায় দাঁড়িয়ে
তাঁরই ব্যক্তিত্বে বিভাসিত হ'য়ে। ৮৩৯১।
১৭।৮।১৯৫৭, সকাল ৭-৪০

দীক্ষা মানে তা'ই—
নিষ্ঠা-আকূতির সহিত
যা'র অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
মানুষ সব দিক দিয়ে
দক্ষ হ'য়ে ওঠে ;
সর্ব্বতোভাবে দক্ষ হওয়াই
দীক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য—
উন্নতির কুষ্টিতন্ত্র। ৮৩৯২।
১৭।৮।১৯৫৭, বিকাল ৪-৫০

স্বাধীন চিন্তা মানেই আমি বুঝি—
পরিবেশ ও পরিস্থিতি-সহ
তোমার নিজের ধারণ, পালন, পোষণ,
প্রীণন ও বর্দ্ধনার চিন্তা,
সত্তার সার্থক সঙ্গতিশীল
প্রীণনবর্দ্ধনী কৃতিমুখর চিন্তা ;

স্বাধীন মানেই
স্বকে যা' যেমন ক'রে
ধারণ-পালন-পোষণায়
সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলে—
তাই ;

তুমি স্বাধীন চিন্তাশীল তখনই বোঝা যাবে—
তুমি যখন ঐ অমনতর চিন্তা ও চলনে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
সপরিবেশ নিজের
সম্বর্দ্ধনার উদ্‌গাতা হ'য়ে উঠবে ;

প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট
ছন্নছাড়া যথেচ্ছ চিন্তা
কিন্তু স্বাধীন চিন্তা নয় ;

এমনতরই স্বাধীন চিন্তাশীল হও
যা' সপরিবেশ তোমাকে
সার্থক ক'রে তোলে—
সঙ্গতিশীল সার্থক কৃতিচলনে,
শ্রেয়নিষ্ঠায় সুসঙ্গত সার্থকতা নিয়ে,
সব যা' কিছুর
শুভ-বিনায়ন তৎপরতায় ;

স্বাধীনচেতারও ধরণ অমনতরই,
সে হৃদ্য হ'য়েও
অসৎ-নিরোধী স্বতঃই,
আর, তা'র হৃদয়ের সাক্ষ্য ঐ হৃদ্যতা ;

নিষ্ঠাহারা উদ্‌ভ্রান্ত যা'রা

তা'রা কিন্তু স্বাধীনচেতা নয়,
স্বাধীনচেতার চিত্ত
তরঙ্গবহুল হ'লেও
নিষ্ঠা-নিয়ন্ত্রিত । ৮৩৯৩ ।
১৮।৮।১৯৫৭, সকাল ৭-১২

যা'রা শ্রদ্ধাহীন,
অজ্ঞানী,
সন্দেহী,
অন্তঃকরণ ও নিষ্ঠা যাদের দোদুল্যমান,
তাদের ঐ দোদুল্যমান অন্তঃকরণ,
সন্দেহ-সঙ্কুল, দ্বিধা-বিজড়িত অনুচলন
ঐশী বা ইষ্টপ্রসাদ থেকে
বঞ্চিতই হ'য়ে থাকে—
ইষ্ট-প্রভাবকে
বিকৃত পথে পরিচালিত ক'রে ;
—তাই তা'রা অভীষ্ট ফল পায় না,
নষ্টই পেয়ে থাকে স্বভাবতঃ । ৮৩৯৪ ।
১৮।৮।১৯৫৭, বেলা ১১-৩০

কারো কাছে
এমনতর অনুগ্রহ চেয়ো না
যা'তে তোমাকে যে অনুগ্রহ করছে
তা'র নিগ্রহ সৃষ্টি হয়
বা অসহনীয় ক্ষতির সৃষ্টি হয়,
বা ক্ষতি বা নিগ্রহের উপকরণের
আমদানী হয়
বা তুমিও ক্ষতিগ্রস্ত হও । ৮৩৯৫ ।
২০।৮।১৯৫৭, সকাল ১০-২০

কা'রো উপর আস্থা রাখতে না-পারা
খুব দুঃখের,
কিন্তু তোমার চলন-চরিত্রই যেন
এমনতরই হয়—
কারো উপর আস্থা রাখলেও
ঐ আস্থা-স্থাপন
কোনপ্রকার আপদ সৃষ্টি করতে না পারে
বা তার ইন্ধনের জোগান দিতে না পারে ;
— এমনতর সতর্ক চলনেই
চলতে থেকো সব সময় । ৮৩৯৬ ।
২০।৮।১৯৫৭, সকাল ১০-২৫

লাভের প্ররোচনায়
সেবা বা পরিচর্য্যা করাই
বণিগ্‌বৃত্তি,
আবার, বণিগ্‌বৃত্তিও
সাধুবৃত্তি হওয়া উচিত,
অর্থাৎ তা' সৎ-অনুচর্য্যী হওয়া উচিত,
সৎ-নিষ্পাদনী হওয়া উচিত । ৮৩৯৭ ।
২০।৮।১৯৫৭, রাত ৭-৫০

যা'রা প্রাপ্তির প্ররোচনায়
স্বার্থসিদ্ধি ও ভোগলালসার
আকাঙ্ক্ষা-পরামৃষ্ট হ'য়ে
কান্তাভাবের ঢং ধ'রে
প্রতারণা বা ছলনার ছদ্মবেশে চলে,
তা'রা নিজেকে যাঁর কান্তা ভেবে থাকে
বা ব'লে থাকে,
তাঁর অনুশাসন-অনুনীত হ'তে পারে না,
তাঁর অভিপ্রায়-অনুসারী অনুচলন
তাদের পক্ষে

একটা দুরত্যয়া অনাসৃষ্টি ছাড়া
কিছুই না,
তা'রা কিছুতেই ঐ চলনে চলতে পারে না,
কারণ, অনুরাগ তাদের শ্রদ্ধানিষ্ঠ নয়কো,
খামখেয়ালী চলনই তাদের ভোগদীপনা ;
আবার, প্রবৃত্তি সব সময়
তাদের চিন্তার ইন্ধনের ভিতর-দিয়ে
নানা রূপ ধ'রে
ঐ নেশায় তাদিগকে
ছন্নছাড়া ক'রে রাখে,
তাদের প্রীতিদীপনা
অচল অটল নিষ্ঠানন্দিত হ'য়ে
আপূরণ-অনুচর্য্যায়
কখনই নিয়োজিত থাকতে পারে না ;
আজ একরকম,
কাল আর একরকম,
এখন একরকম,
তখন আর একরকম,
ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যার
তোড়জোড় তাদের
সবই ঐ খেয়ালী চলনায়
অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে,
তা'রা কিন্তু বীভৎস মানুষ ;
শ্রেষ্ঠনিষ্ঠ একটা বারবিলাসিনীরও
উন্নতি সম্ভব,
কিন্তু তাদের নয়কো,
সাবধান থেকো । ৮৩৭৮ ।
২১।৮।১৯৫৭, বেলা ১১-৩০

বংশে প্রতিলোম-সংমিশ্রণ থাকলে
সন্তান-সন্ততির প্রায়শঃই

চৌকষ দৃষ্টি ফোটে না—
বিশেষতঃ উৎকর্ষণায়,
তা' ছোট ব্যাপারেই হো'ক
আর বড় ব্যাপারেই হো'ক,
তাদের বুদ্ধি আংশিকভাবে ভোঁতা,
বিবেক-ব্যত্যয়ী,
আর, প্রবৃত্তিস্বার্থলুব্ধতাই হ'চ্ছে
তাদের চলনার যষ্টি,
তাই, স্বার্থ, অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতার জন্য
তা'রা যে কোন সময়
বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারে ;
স্ত্রীলোকের নীচ-সংস্রব
ব্যত্যয়ী বিকৃতির পরম উপাদান,
সে-দিক দিয়েও
মাইকেলের ঐ কথাই সার্থক—
'গতি যা'র নীচ-সহ
নীচ সে দুর্ম্মতি' । ৮৩৯৯ ।
২২।৮।১৯৫৭, সকাল ১০টা

সব সময় মনে রেখো—
প্রবুদ্ধ অন্তরের প্রত্যয় নিয়ে—
তোমার তপস্যার স্থানই হ'চ্ছে
কর্ম্মক্ষেত্র ;
কর্ম্মে নিয়োজিত হ'য়ে
তা'র সমীচীন সুনিষ্পন্নতায়
শুভে নিখুঁতভাবে
সার্থক ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
তোমার তপঃক্রম ;
প্রতিটি কর্ম্মকে
এমনতর সাধু সন্দীপনায়
নিখুঁতভাবে পরিচর্য্যা ক'রে

শুভ-নিষ্পন্নতায় সংযোজিত ক'রে
সাত্বত সঙ্গতি নিয়ে
অন্বিত অর্থনায়
জীবনে তাকে বিনায়িত ক'রে
ইষ্টার্থ-অভিজ্ঞানে
প্রাজ্ঞ হ'য়ে ওঠাই
তোমার তপের পুরশ্চরণ ;
খুঁটিনাটি যা'ই কিছু থাকুক,
তোমার চলার পথে
যা'ই কিছু তোমার
করণীয় বলে আসুক,
সেগুলিকে অমনি ক'রে
নিষ্পন্ন করতে হবে—
যদি তপস্যায় কৃতী হ'তে চাও ;
আর, এই কৃতি-সন্দীপ্ত কৃতকার্য্যতাই
তোমাকে
তপোবিভূতিতে
প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে
প্রবুদ্ধ ক'রে তুলবে,
যা'র ফলে তুমি
তোমার পরিবেশকেও
অমনতরভাবে সন্দীপ্ত ক'রে
সুস্থ সম্বর্দ্ধনার সুচারু চলনে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারবে—
তোমার নিজেকে
ও প্রতিটি সত্তাকে
ঐ সাত্বত বিনায়নে
সম্বর্দ্ধনী ঐশ্বর্য্যে
ধারণ-পালনী প্রদীপনায়
সুষ্ঠু ক'রে তুলে ;
এই অনুরাগ,—

এই ইষ্টার্থপরায়ণ তৎপরতাই হ'চ্ছে
ভক্তির ভজনদীপনা,
আর, এই ভজন-ঐশ্বর্য্যই
এনে দেয় মানুষকে
প্রীতিপ্রসন্ন, সেবা-সন্দীপ্ত
কৃষ্টি-সম্বুদ্ধ ঐশী ভোগের
অবিরাম উচ্ছল নন্দনা,
যে-নন্দনা
তোমার ব্যক্তিত্বকে
অনুকম্পিত ক'রে
ঐ অনুকম্পনে
ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠায়
প্রতিটি সত্তাকে
ঐশ্বর্য্যশালী ক'রে তোলে—
সমীচীন শুভ তাৎপর্য্যে,
—ব্যষ্টিকে
সমষ্টির প্রতিপ্রত্যেকের ভিতর
বিছিয়ে দিয়ে
বৈশিষ্ট্যের মালিকামালায় সজ্জিত ক'রে
ঐ ইষ্টার্থে সার্থক হ'য়ে ওঠে ;
আসে স্বস্তি,
আসে স্বধা,
আসে শান্তির তরতরে
অনুকম্পী মলয়-দোলন ;
আর, তা'ই আসুক—
প্রতিপ্রত্যেককে উদ্ভাসিত ক'রে তুলুক,
পারস্পরিকতায় সম্বদ্ধ ক'রে তুলুক,
স্বস্তিতে উদ্বেলিত ক'রে তুলুক,
আর, ব্যষ্টিগত স্বরাটকে
বিরাটে পরিব্যাপ্ত ক'রে,
বিশেষকে বাস্তব নিৰ্ব্বিশেষের

বিশেষ মহিমায় উদ্ভিন্ন ক'রে
প্রত্যেকটি বাস্তবকে
পারিজাত-প্রদীপ্ত উচ্ছলতায়
স্রোতস্বান ক'রে তুলুক ;
—এই আমার টোটকা কথা। ৮৪০০।
২২।৮।১৯৫৭, রাত ৭-১৫

শোন আবার বলি—
নেহাৎ টোটকা কথা ;—
ভক্তি, প্রীতি আর ভালবাসা
যা'ই বল না কেন,
তা'র বাস্তব উপগতির লক্ষণই হ'চ্ছে—
প্রেষ্ঠে অত্যাজ্য নিষ্ঠা-সন্দীপ্ত
শুভ-সম্পাদনী কৃতিচর্য্যার
স্থিরস্রোতা আকৃতি—
যা' লাখো সংঘাতেও ভাঙ্গে না,
আর, প্রেষ্ঠের অভিপ্রায়-অনুসারী
বোধিদক্ষ অনুচলনে
অদম্য অনুরাগ,
তেমনতর না চ'লেই পেরে না-ওঠা ;
এই এতটুকু থাকলেই
আর যা' যা' কিছু
সবই গজিয়ে উঠবে—
ডালপালা-ফুলে-ফলে বিশোভিত হ'য়ে ;
এইটুকু যেখানে নেই,
সেখানে আছে স্বার্থসিদ্ধির
আগ্রহ-অভিনিবেশ। ৮৪০১।
২৩।৮।১৯৫৭, সকাল ৮-৩০

তোমার পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়

অন্তরেন্দ্রিয়
সবটার সার্থক সমবেত আকূতির সহিত
সত্তার প্রতিটি কণায়-কণায়
কানায়-কানায়
সার্থক সঙ্গতিশীল
আকুল আগ্রহ নিয়ে
অনুকম্পী সমাহ্বোতির সহিত
যখন প্রেষ্ঠ-পরিচর্য্যায়
নিয়োজিত হ'য়ে
অত্যাজ্য নিষ্ঠা-নন্দনায়
তাঁরই ভরণে, পূরণে,
ধারণ-পোষণী নিয়োজনায়
সর্ব্বতঃ সঙ্গম-সঙ্গতিতে
পরিচর্য্যা-নিরতি নিয়ে
উচ্ছল হ'য়ে ওঠে—
অবিরাম-স্রোতা হ'য়ে,—
ঈশ্বরে কান্তাভাব সিদ্ধ তো তখনই ;
ঐ অভিপ্রায়-অনুসারী অনুচলন
নিজেকে কৃতার্থ ক'রে
ভৃতি-তৎপরতায়
তাঁকে পূরণপ্রসন্ন করার সার্থকতায়
নিজেকে অর্থান্বিত ক'রে চলে,
তাই তা' শিব,
তাই তা' সুন্দর,
তাই তা' সোহাগ-উদ্বেলনার
উদ্দীপ্ত ব্যক্তিত্বের
উচ্ছল প্লাবন,
আর, তা'তেই আছে—
প্রীতি-উচ্ছল অনুকম্পা,
সেবা-উচ্ছল পরিচর্য্যা,
কৃতি-কৃতার্থ কৃষ্টি,

আর আছে অজচ্ছল উপভোগের
উদ্বেলনী ঢেউ-এর মতন
আশা-নিরাশার
সুখ-দুঃখের
বিরহ-মিলনের
আকুল আলিঙ্গন,—
যে-আলিঙ্গনে প্রেষ্ঠ তোমার
রাগরঞ্জনী শুভ-সন্দীপনায়
লীলাপ্রসন্ন হ'য়ে
তোমার-তাঁর মিলন-মাধুর্য্যে
আরতি-অনুরঞ্জিত হ'য়ে ওঠেন—
লীলায়িত আলিঙ্গন-চুম্বনের
রাগরতিমত্ত মলয়নর্ত্তনায়,
অমৃত-নিষ্যন্দী পারগ-পরিচর্য্যার
পারিজাতসজ্জার শুভ-নিক্কণে ;
ঐ তো অমৃত,
ঐ তো উপভোগ । ৮৪০২ ।
২৩।৮।১৯৫৭, বিকাল ৫-৩০

তোমার সংস্কৃতি, কৃষ্টি বা সংস্কার
যেমন,
পরবর্ত্তী কালও তোমার তেমনি । ৮৪০৩ ।
২৪।৮।১৯৫৭, রাত ৭-২৫

দুর্ভাগ্য তা'রা,
দুরদৃষ্ট তাদের,
যা'রা অত্যাজ্য ইষ্টনিষ্ঠা নিয়ে,
সদ্‌গুরু বা আচার্য্য-নিষ্ঠা নিয়ে
তদনুপ্রাণনায়
স্বতঃ-প্রাণতায়

ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে
আপ্রাণ হ'য়ে
তাঁরই অনুমোদিত কৃষ্টিতে
অনুশীলন-তৎপর হওয়ার কৃতি-চলনে
আগ্রহদীপ্ত লালসায়
নিজেকে অভিষিক্ত ক'রে তুলতে পারে না—
সশ্রদ্ধ আকুতি নিয়ে,
আগ্রহ-উদ্দীপনায় ;—
যা'র ব্যক্তিত্বে যেমনতর সম্ভব—
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক । ৮৪০৪ ।
২৪।৮।১৯৫৭, রাত ৭-৩০

এক কথায়
উন্নতিই বল,
আর, কৃষ্টি ও তা'র অনুশীলনই বল,
তা'র দম্বলই হ'চ্ছে
ইষ্টার্থপরায়ণতা,
ইষ্টার্থ-উপসেবন-অনুচর্য্যা—
সব দিক দিয়ে,
সর্ব্বতোভাবে,
সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তৎপর ক'রে
তৎকর্ম্ম-নিষ্পাদনে,
অমোঘ, অত্যাজ্য, অকাট্য নিষ্ঠায় ;
আর যা' যা' প্রয়োজন,
ও হ'তেই গজিয়ে ওঠে—
প্রয়োজনানুপাতিক ;
কোনপ্রকারে ঐ দম্বল
সত্তায় সমাহিত ক'রে
যদি তুলতে পার—
স্মিত রস-সন্দীপনায়,—
যত ব্যতিক্রমই আসুক না কেন,

উন্নতি তোমার সত্তায়
সম্ভাবিত অনুচলনে
বৈশিষ্ট্য-সংহত হ'য়ে
চলতে থাকবেই কি থাকবে । ৮৪০৫ ।
২৪।৮।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬টা

তুমি ধাক্কা খাও সেখানে তত—
বোধে, বাক্যে, ব্যবহারে, আচারে,
অনুকম্পী অনুচর্য্যায়
লোকের সাত্বত
অর্থাৎ সত্তাপোষণী হ'য়ে উঠতে পার নি
যেখানে যত । ৮৪০৬ ।
২৫।৮ ১৯৫৭, সকাল ৯টা

সমস্যার ঠক্কর
যিনি যত শুভ মীমাংসায়
সমাধানে
লোকের হৃদ্য ক'রে তুলে
পরিবেষণ করতে পারেন—
জীবনের কৃতিচলনকে
সলীল ক'রে,—
ঠাকুরও তিনি তেমনি । ৮৪০৭ ।
২৫।৮।১৯৫৭, রাত ১০-৪০

তুমি মাঝে-মাঝে একটু নিরালা ব'সে
বা যখন যেমন ক'রেই হো'ক
ভেবে দেখ—
একটা বিবেচনার বুঝ নিয়ে,—
তোমার কী অবস্থায়
কখন কে কী করলে,
কী বললে,

কেমন ব্যবহার করলে,
কেমনতর অনুচর্য্যা করলে
তোমার কেমন লাগে,
তৃপ্তি, প্রীতি ও পরিচর্য্যাপ্রাণ
হ'য়ে ওঠ তুমি তা'র প্রতি,
বা তোমার ভাল লাগে না,
পছন্দ হয় না
বা কষ্টকর লাগে,—

ভেবে, বুঝে, দেখে,
বোধ ক'রে
তুমি যেমনতর পেলে খুশী হও যে-অবস্থায়,
সে জাতীয় অবস্থায়
মানুষের প্রতিও তুমি
তেমনতর করতে থাক—
ইষ্টার্থপরায়ণ অন্তর নিয়ে ;

আবার, করার মুখে যদি
কিছু গলদ হয়,
অতৃপ্তিজনক কিছু কর,
তখন সেটাকে শুধ্রে নিও ;

এমনতরভাবে মানুষকে দেখেশুনে
তদনুগ বুঝ ও কর্ম্মে প্রবুদ্ধ হ'য়ে
নিজেও নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাক,
যা'তে তোমার বাক্য, ব্যবহার, অনুচর্য্যা
মানুষের তৃপ্তিপ্রদ হ'য়ে ওঠে,
আর, সঙ্গে-সঙ্গে তুমিও সুখী হও,
অন্তরে একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব কর ;
কিছুদিন ঐ নিয়মে
অমনতরই ক'রে চলতে থাক,
অভ্যাস, বলা, করা ইত্যাদি যেন
সুষ্ঠু হ'য়ে ওঠে ;

মনে রেখো—

এতে তুমি অনেকেরই তৃপ্তিপ্রদ হ'য়ে উঠবে,
বহু তোমাতে প্রীতিপ্রসন্ন হ'য়ে উঠবে,
অনুকম্পী অনুবেদনা-সম্পন্ন হ'য়ে উঠবে,
তোমার অভাবে
তাদের প্রাণে ব্যথা লাগবে,
অভাব-মোচন, আপদ-মোচন
যাতে হয় তোমার—
তাদের ভিতর অমনতর চিন্তা ও কর্ম্মলহর
জেগে উঠবে ;
তোমাকে দিয়ে সুখী হবে তা'রা,
তাদের দিয়ে তুমিও সুখী হ'তে থাকবে—
একটা তৃপ্তিপ্রসন্ন অনুবেদনা নিয়ে,
ক'রে দেখ—
কী হয় । ৮৪০৮ ।
২৬।৮।১৯৫৭, বেলা ১০-৪০

আত্মশ্লাঘা ও অভিমান-নিষিক্ত
অহং যাদের,
তাদের কথা বা কাজের উপর
কেউ যদি কিছু বলে
বা কিছু করে
বা অভিমত প্রকাশ করে,
আর, তা' তাদের সমর্থনী না হ'য়ে
ব্যতিক্রমী হয়,
তাদের ব্যক্তিত্বের বিবেকধৃতি
তখনই ভেঙ্গে যায়,
তা'রা তখনই তা'র কথার
বিপরীত কথা সমর্থন করবে
বা তা'র বিরুদ্ধাচরণ করবে—
তা' বাক্যেই হো'ক আর ব্যবহারেই হো'ক । ৮৪০৯ ।
২৭।৭।১৯৫৭, বেলা ১১-৩০

নিষ্ঠানন্দিত আরতিতে
তোমার সামর্থ্যের প্রীতি-অবদান
শুভসুন্দর নিষ্পন্নতায়
তোমার ইষ্ট, আচার্য্য বা সদ্‌গুরুকে
অর্ঘ্যান্বিত ক'রে
ক্রমবর্দ্ধনী বর্ত্তনায়
যতই তাঁকে নন্দিত ক'রে তুলবে—
তাঁরই নিদেশ-পালনী
আত্মবিনায়নের ভিতর-দিয়ে,
অর্থান্বিত অনুবেদনী সঙ্গতিতে,—
উন্নতিও তোমার ব্যক্তিত্বে
বিনায়িত হ'য়ে
তেমনি বিভব বিস্তার ক'রে চলতে থাকবে ;
সৌম্য-প্রভাবে
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠবে
তোমার ব্যক্তিত্ব—
পারিবেশিক পরিচর্য্যায়
প্রত্যেককে উদ্বোধিত ক'রে
ঐ কৃতি-নন্দনায় ;
তোমার বিবর্ত্তন চলতে থাকবে
বিবর্দ্ধনার দিকে । ৮৪১০ ।
২৭।৮।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-৫২

গোড়াতেই যা'র আঁট নেইকো,
অর্থাৎ গোড়াতেই যে
তার সবখানি সত্তা দিয়ে
সংহত হ'য়ে ওঠে নি—
তাঁর অভিপ্রায়-অনুসারী অনুচলন নিয়ে,
একায়িত নিষ্ঠাগৌরবে,
বরং স্বার্থগলদভরা চলনে চলেছে,
তার আবার ভাল আর মন্দ !

শুভকর্ম্মও যদি
সার্থক অন্বিত সঙ্গীতিতে
বিনায়নী সংহতি নিয়ে
পুষ্ট হ'য়ে না ওঠে—
অবিচ্ছিন্নভাবে,
সে-শুভও
কখন কোন্ হাওয়াতে
ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে উঠবে
তার ইয়ত্তা নেইকো,
আর, অশুভ যা'
তার তো কথাই নেই,
তাই, উপযুক্ত প্রেষ্ঠনিষ্ঠাহীন যে
তা'র অবস্থা অমনতরই । ৮৪১১ ।
২৭।৮।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৭-১২

অসৎ-প্রশ্রয়ী হ'তে যেও না,
কিন্তু যথাসম্ভব হৃদ্য হও,
আর, সত্তার আশ্রয় হও । ৮৪১২ ।
২৭।৮।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৭-৪২

বৈধী-উপায়ে
নীতি-নিয়মনায়
যে যে পদ্ধতির আপূরণে
তুমি যা' পাও,
ঐ বিধিনীতিকে উল্লঙ্ঘন ক'রে
পদ্ধতির ব্যত্যয়ী ব্যবহারে
সেটা পাওয়া বা লাভ করা
মানেই হ'চ্ছে—
অসৎ-উপায়ে পাওয়া বা লাভ করা । ৮৪১৩ ।
২৮।৮।১৯৫৭, সকাল ৯-২৯

উপযুক্ত অনুবেদনী
পারস্পরিক অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়েই
কিন্তু আত্মীয়তা গজিয়ে ওঠে—
তা' বাক্যেই হো'ক,
ব্যবহারেই হো'ক,
বা পরিচর্য্যায়ই হো'ক,
বা তিনের বিহিত সম্মিলনেই হো'ক ;
শুধু নেওয়া বা শুধু দেওয়ার ভিতর-দিয়ে
কিন্তু তা' হয়ই না। ৮৪১৪।
২৮।৮।১৯৫৭, রাত ৭-৪৩

ব্যবস্থাপনায়
মান-অনুপাতিক
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তেমনি সঙ্গতিপূর্ণ সুশ্রী সমঞ্জস বিনায়নার
ভিতর-দিয়েই
ব্যবহার, সুযোগ ও সুবিধার
সমীচীনতার দিকে লক্ষ্য রেখে
শোভনদৃশ্য ক'রে
সৌন্দর্য্যকে
ফুটন্ত ক'রে তুলতে হয়। ৮৪১৫।
২৮।৮।১৯৫৭, রাত ৮-১৫

পুরুষোত্তম বা আচার্য্য-পুরুষ—
তিনি মানুষের জীবন-দাঁড়া,
যেমনতর
স্ত্রীলোকের স্বামী,
তেমনি তিনি সবারই ;
স্বামীর সাথে যে সুযুক্ত নয়,
সে যেমন ক্রমশঃ
বিচ্ছিন্ন ব্যত্যয়ী জীবনে

ছিন্নভিন্ন হ'য়ে চলতে থাকে,
পুরুষোত্তম বা আচার্য্যপুরুষ
যা'র জীবন-দাঁড়া হ'য়ে ওঠেন নি,
তা'র জীবনও ভর-দুনিয়ায়
অমনতর ছন্ন তালেই
নেচে নেচে চলতে থাকে—
অজস্র বিঘূর্ণনে,
বিষয়-ব্যাপারের
বিচ্ছিন্ন আবর্ত্তনার ভিতর-দিয়ে ;
তাই, যেমন স্বামী ছাড়া স্ত্রীর অবস্থা,
পুরুষোত্তম বা আচার্য্য যা'র দাঁড়া নন—
সে যেমনই হো'ক,
আর যত বড়ই হো'ক,
তা'র অবস্থাও তা'ই । ৮৪১৬ ।
২৮।৮।১৯৫৭, রাত ৯-৫০

চরিত্র ও চর্য্যার
নিষ্ঠাবিনায়িত ইষ্টার্থবাহী
বাস্তব সঙ্গতিশীল
সার্থক অনুচলন যার নাই—
বাক্য ও ব্যবহারে উদ্ভিন্ন হ'য়ে,—
সে কিন্তু আচার্য্য হ'তে পারে না ;
আচার্য্য হওয়ার ন্যূনতম ভূমিই এই । ৮৪১৭ ।
৩০।৮।১৯৫৭, সকাল ৭-৩৫

চতুর হও,
কুশলকৌশলী হও—
দক্ষ-নিষ্পাদনী আগ্রহশীল হ'য়ে
শ্রেয়নিষ্ঠ তৎপরতায়—
তা'
সব দিক দিয়ে,

সব ব্যাপারে,
বিহিত রকমে ;
অসৎ হ'তে যেও না,
কিন্তু অসৎ যা'-কিছুকে
সমীচীনভাবে বুঝে
সতর্ক চলনে চলতে
সিদ্ধকাম হও—
সম্যক্ খেলোয়াড়ী অনুচলনে,
কৃতিচলনে
বেকুব গাম্ভীর্য্যকে এড়িয়ে । ৮৪১৮ ।
৩০।৮।১৯৫৭, সকাল ১০-২৫

শোন মেয়ে—
তোমার সত্তার পক্ষে
বৈধীভাবে
নীতি-নিয়মনায়
কুল, শীল ও কৃতিদীপনায়
সৌষ্ঠবসঙ্গত যিনি—
এমনতর পুরুষ
যখন তোমার সত্তার ধৃতি হ'য়ে ওঠেন—
পরিণয়-নিবন্ধনায়,—
তিনি তোমার স্বামী,
স্বামী মানে হ'চ্ছে
তোমার স্ব-এর অধিকারী
অর্থাৎ ধারণ-পালনী ভূমি—
এক-কথায়, তোমার সাত্ত্বিক অস্তিত্ব ;
এই সুনিবন্ধ সাত্ত্বিক
যোগ-বিধায়নাই হ'চ্ছে বিবাহ,
তিনি তোমার আপূরয়মাণ
পুণ্য বেদী,
আর, তুমি তা'র

সম্যকরূপে,
সব দিক দিয়ে
বহন ও বাহন-প্রতীক ;
পারস্পরিকভাবে উভয়তঃ
বৈশিষ্ট্যমাফিক অনুক্রমণায়
এই সম্যক সংযুক্ত
অনুনয়নী বন্ধনই হ'চ্ছে পরিণয় ;
এই পূত সাত্বত সঙ্গতি হ'চ্ছে
জীবনের উৎসৃজনী অনুনয়ন,
যা'র ভিতর দিয়ে
তোমার স্বামী-সঙ্গতির
সংকৃতি-অনুচলনে
সন্তানসন্ততির আবির্ভাব হ'য়ে থাকে—
পুণ্য ও পূত উৎসেচনায়,
আর, এ সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য ও অটুট ;
তাই, সতী যা'রা
পূতধর্ম্মী স্ত্রী যা'রা,
তাদের বিবাহে দ্বিত্ব নেই কখনও,
আর, যেখানে যে-সংস্রবে
কোনপ্রকারে
এই দ্বিত্ব সংঘটিত হয়,
স্বামিত্ব সেখানে বর্ত্তায় না,
বড় জোর, ভর্ত্তৃত্ব বর্ত্তাতে পারে,
আর, ভর্ত্তা স্বামী নয়কো,
সত্তার ভূমি নয়কো,
আবার, স্বামিত্ব বর্ত্তায় না ব'লে
সতীত্বও বর্ত্তায় না,
তুমি তা'র আশ্রিতা হ'তে পার,
কিন্তু সহধর্ম্মিণী হ'তে পার না ;
একায়িত অস্তিত্বের অনুবন্ধনই
সেখানে ছিন্ন হ'য়ে যায়,

তখন আসে—
ব্যত্যয়ী ব্যতিক্রমের বিক্ষিপ্ত চলন ;
তাই, এই অচ্ছেদ্য, একায়িত
অনুচর্য্যী অনুযোজনা যেখানে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে চলেছে,
স্বামিত্ব ও বধূত্ব সেখানে
একায়িত অনুচলন নিয়ে
উচ্ছলায় উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে চলেছে ;
সেখানে না আছে ব্যতিক্রম,
না আছে ব্যত্যয়,
না আছে ব্যভিচার ;
আবার, কোন বিবাহ অসিদ্ধ হওয়ায়
যেখানে নারীর বিহিত বিবাহের
প্রয়োজন হ'য়ে থাকে,
যেখানে যদিও
বৈধী তাৎপর্য্যে
ঐ পুরুষে স্বামিত্ব বর্ত্তে,
তা'ও কিন্তু অপ্রশংসনীয় ;

ভাব,
বুঝে নিয়ে দেখ—
এই পূত পুণ্য নিয়োজন
কতখানি তোমার
তোমার পরিবারের
দশের ও দেশের পক্ষে পুণ্যবর্ষী,
আর, এর অভাব কতখানি
নিষ্ঠুর শাতনের,
পাপের,
দানবলোলুপ লালসাদৃষ্টির—
তা' ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ,
দেশ ও দশ সবার পক্ষে ;
তুমি যেমনই হও,

স্বামীতে সর্ব্বতোভাবে
সুযুক্ত হ'য়ে চল—
পুণ্য-পরিস্রবা হ'য়ে,
আর, সার্থক হ'য়ে ওঠ
তোমার কাছে তুমি,
পরিবারের কাছে তুমি,
দশের কাছে তুমি,
দেশের কাছে তুমি,
ইষ্টের কাছে তুমি ;
তোমার এই বিদ্যমানতা
সার্থক হ'য়ে উঠুক ওখানে,
নয়তো, শাতনের ভোগসম্ভার হ'য়ে চলতে হবে ;
তাই কি শ্রেয় ?
যেমন বোঝ,
তেমনি কর । ৮৪১৯ ।
৩০।৮।১৯৫৭, বিকাল ৫টা

ইষ্টার্থপরায়ণ,
কুশল-নিষ্পাদন-উদ্দীপী
কৃতি-চিন্তা
ও অনুশীলনী কর্ম্মই হ'চ্ছে
ধ্যান বা মননের ভিত্তি,—
যা' সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
ক্রমশঃ বোধ ও কৃতিকৌশলে
উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে । ৮৪২০ ।
৩১।৮।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-৪৫

নির্ভর করবে কেমন ক'রে ?
কাকেই বা নির্ভর করা বলে ?
আর, তা' করলেই বা কী হয় ?
—সেটা বেশ ক'রে বুঝে নাও,

আর, যেমন ক'রে চললে
নির্ভর করা হয়,
তাই কর,
তবে তো তোমাতে নির্ভরতা সিদ্ধ হবে !
নির্ভর করা মানেই হ'চ্ছে—
সমীচীন বা সম্যকভাবে ভরণ করা,
আপূরিত করা,
পোষণ করা,
এক-কথায়, সব কিছু দিয়ে ধারণ করা—
তা' দানে,
গ্রহণে,
পাওয়ায়,
দেওয়ায়,
সেবা-সৌকর্য্যে,
অনুচর্য্যায়,
নিদেশবাহিতায় উদগ্র উদ্দীপ্ত থেকে ;
যাঁতে নির্ভর করছ,
তাঁর প্রতি শ্রদ্ধোষিত
একায়িত অনুবেদনা নিয়ে,
আর, তাঁকে
ঐ অমনতর করার ভিতর-দিয়ে
তোমার ভিতরের ঐ গুণগুলি
সুকর্ষিত সৌকর্য্যে
সঙ্গতিশীল বিনায়নায়
তোমার চরিত্রকে
চর্য্যাদীপ্ত ক'রে
এমনতরই প্রভাবসন্দীপ্ত ক'রে তুলবে,
যার ফলে
তোমার চরিত্রের স্বতঃ-বিকিরণায়
তোমার পরিবেশের প্রত্যেকের ভিতর
ক্রমশঃ ঐগুলি চারিয়ে যেতে থাকবে,

আর, সব্যষ্টি সমষ্টি
ভরণ-উদ্দীপনায়
তোমার চর্য্যামুখর হ'য়ে উঠবে স্বতঃই—
নিজেদের সাত্বত স্বার্থে ;—
তবে তো নির্ভরতা সিদ্ধ হবে !

আর, ঠিক বুঝে নিও—
তুমি কা'রও উপর নির্ভর করলে,
আপ্রাণতা নিয়ে
তা'র জন্য কিছু করলে না—
যাতে সে আভৃত হয়,
আধৃত হয়,
আপূরিত হয়,
অথচ কেবল তা' হ'তে
গ্রহণই করতে লাগলে—
নিজেরই স্বার্থপুষ্টির জন্য,
নির্ভরতা সেখানে কিন্তু
মূক ও বধির হ'য়ে উঠল
তোমার ব্যক্তিত্বে,
ফলে, তুমি অলস ও অসাড় হ'য়ে উঠলে,
তাই, চেয়ো না কিছু,
নিজের সত্তাকে বজায় রেখে
অমনতরভাবেই সেবা ক'রে যাও,
নির্ভরতার আবির্ভাব
তার পূর্ণাঙ্গ পুষ্টি নিয়ে
তোমাকে ধারণে, পালনে,
পোষণে, ভরণে, দানে,
গ্রহণে, প্রাপ্তি-পরিচর্য্যায়
ভরপুর ক'রে তুলবে ;

তুমি তোমার ব্যক্তিত্বকে
অমনি ক'রে ধারণে, ভরণে,
পূরণে, পোষণে

বোধ-বিনায়নী তাৎপর্য্যে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
শুভ-সন্দীপী সব দিক দিয়ে
সব রকমে
আভৃত ক'রে তোল,
নির্ভরতার আবির্ভাব হো'ক
তোমার ব্যক্তিত্বে ;
তোমার দেওয়া, নেওয়া, পাওয়া
তৃপ্তিদীপনায়
ঐশ্বর্য্যবান হ'য়ে উঠুক ;
প্রেষ্ঠকে আপূরিত ক'রে তোল—
সব দিক দিয়ে,
সব রকমে,
প্রীতি-পরিচর্য্যা
সব দিক দিয়ে
সব রকমে
কৃতিচলনে
তোমাতে পরাকাষ্ঠা লাভ করুক ;
তোমার পরিচর্য্যাই
পাওয়াকে আবাহন করুক,
নির্ভর কর অমনি ক'রেই—
স্বতঃ-সলীল সন্দীপনায়,
নির্ভয় হ'য়ে ওঠ । ৮৪২১ ।
১।৯।১৯৫৭, সকাল ১০-৩০

শুধু শোনা-কথায় বিশ্বাস ক'রো না,
বরং বাস্তবে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা ক'রো,
আর, অসৎ যা' তাকে নিরোধ ক'রো,
কিন্তু লক্ষ্য রেখো,
সাবধানে থেকো,
আর, নিজের চলনকে

চতুর সৌষ্ঠব-চলনে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লো,
যে-চলন অন্যের বিক্ষেপের কারণ না হ'য়ে
হৃদয়োৎসারী হ'য়ে ওঠে ;
বাক্য, ব্যবহার, চালচলন
যা'-কিছু সবই
এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রো—
ইষ্টার্থ-অনুনন্দনায় ;
—দেখবে, এমনতর চলতে চলতে
তোমার অন্তঃকরণ
ক্রমশঃই একটা দিগ্‌দর্শনকে
আয়ত্ত করতে পারবে,
চালচলনে ভুল হবে কম । ৮৪২২ ।
১।৯।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-২৫

দ্বিধাকর্ষিত সত্তা
বিকৃতি-বিভীষিকায়
বিচ্ছিন্নই হ'য়ে থাকে । ৮৪২৩ ।
২।৯।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৭-৫

মানুষের রকম-সকম দেখে
চালচলন দেখে
যদি তার অন্তঃস্থ চাহিদা
নির্ণয় করতে পার,
তা'ই ভাল ;
আর, তোমার প্রেষ্ঠের
অভিপ্রায়-অনুসারী চলনা
যতই তোমাকে
তৃপ্তিপ্রসন্ন ক'রে তুলবে
পরিচর্য্যী উদগ্র আগ্রহ-উন্মাদনায়,—

তোমার অন্তর-পোষণা ও আত্মবিনায়নাও
ততই স্বতঃ ও সলীল হ'য়ে উঠবে—
তোমার অনুভব-শক্তিকে তীক্ষ্ন ক'রে ;
তাই, বুঝেসুঝে
দেখেশুনে
যেখানে যা' যেমনতর করতে পার,
তা'ই ক'রো ;
না বলতে
বুঝে যত করতে পার—
চাহিদাকে আপূরণ ক'রে,
সেবা স্বতঃ সেখানে ;
আর, সেবার নাম ধ'রে
অভিপ্রায়কে জেনেও কিংবা চিনেও
যদি না করতে পার,
তা' কিন্তু দুর্ভাগ্যেরই লক্ষণ,
সেবক-নামধেয়
কাপট্যই সেখানে অধিষ্ঠিত । ৮৪২৪ ।
৪।৯।১৯৫৭, বিকাল ৫-৪০

বার বার বলছি—
আন্তরিক আগ্রহ-আতিশয্য নিয়ে,—
যাঁ'রা দশের পরিচর্য্যা করেন,
দশের জীবনীয় হ'য়ে
মানুষের বাঁচাবাড়ার
বিধায়না নিয়ে
সক্রিয় তৎপরতায়
তাদের পোষণার উপকরণ
নানারকমে
সরবরাহ করে থাকেন—
ইষ্টার্থপরায়ণ সাত্বত সন্দীপনায়,

তাঁদের যা'রা নিঃস্ব ক'রে তোলে—
নিঙড়ে,
লোলজিহ্বায় অন্তঃসারশূন্য ক'রে তোলে,
ঠকিয়ে,
ধাপ্পাবাজী চালচলনে
তাঁদের লোকসানের উপকরণ
সংগ্রহ ক'রে
নিজেদের পুষ্টির যোগান দেয়,
তাঁদের নিয়েই
ফাঁকিবাজির বা ধাপ্পা-চালচলনের
মক্স করে যারা,
তা'রা কিন্তু লোকশত্রু,
জীবনের কুটিল সংঘাত,
মানুষমাত্রেরই রুধিরলোলুপ তারা ;
এমন অসৎ শাতনের ডাইনী দূতকে
যারাই আস্কারা দেয়,
তারাই কিন্তু আত্মঘাতী, সর্ব্বনাশা ;
সাবধান!
শ্যেন চক্ষু নিয়ে
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
প্রস্তুত হ'য়ে থেকো—
ইষ্টনিষ্ঠ লোককল্যাণব্রতী যাঁ'রা
তাঁদের কোনপ্রকার ক্ষতি
যেন কেউ না করতে পারে,
আর, তাঁদের ক্ষতি মানেই
তোমার ও তোমাদের ক্ষতি ;
স্মরণ রেখো—
যে আঘাতে তিনি মর্দ্দিত হ'য়ে উঠবেন,
সে-আঘাত
তোমাদের প্রত্যক্ষ নিপাত-বজ্র ;
তাই, সন্ধিৎসাপূর্ণ সতর্ক দৃষ্টিতে

বীর্য্যবত্তার সহিত
তাকে নিরোধ করতে
বিমর্দ্দিত করতে
একটুকুও ত্রুটি ক'রো না ;
যে-ক্ষমা ক্ষতিকে বহন করে,
সে-ক্ষমা ঈশ্বরের অভিশাপ । ৮৪২৫ ।
৫।৯।১৯৫৭, রাত ১০-৪৫

যাঁকে তুমি শ্রেয় বা প্রেয় ব'লে বল
বা অমনতর ভাব দেখাও,
অথচ মান্য করতে পার না,
সম্ভ্রম করতে পার না,
শ্রদ্ধার সহিত গ্রাহ্য করতে পার না,
অনুবর্ত্তন করতে পার না—
সমীচীন আগ্রহ-আতিশয্যে,
বিহিত অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে,—
ঠিক জেনো—
তাঁকে তুমি ঐ ততটুকুই অবজ্ঞা কর,
তাই, তাঁর অভিপ্রায়-অনুসারী চলন
ও নিদেশবাহী আগ্রহ-উদ্দীপনা
অমনতর মন্থর,
শ্লথ, ক্ষীণ ও দুষ্ট তোমাতে । ৮৪২৬ ।
৫।৯।১৯৫৭, রাত ১১টা

ইষ্টনিষ্ঠ হও,
সমগ্র জীবনটাকে
ইষ্টার্থপরায়ণ ক'রে তোল—
সব দিক দিয়ে,
এমনি ক'রেই তৎপর হ'য়ে ওঠ—
ব্যক্তিত্বের কানায়-কানায়,
ইষ্টার্থ অভিনিষ্যন্দী তাৎপর্য্যে ;

তোমার সমগ্র ব্যক্তিত্বটায়
তিনি ভ'রে উঠুন,
আর, সেই উন্মুখতা নিয়ে
তুমি চল, বল, কর,
শত সংঘাতেও যেন তিনি
তোমাতে ভঙ্গুর না হ'য়ে ওঠেন ;
এমনতর ঐ তাঁরই বেদীতে
প্রত্যয়ের সিংহাসনে
প্রার্থনাসন্দীপ্ত ব্যক্তিত্ব তোমার
বিভান্বিত হ'য়ে উঠুক,
আর, আচার্য্যত্বের বা প্রভুত্বের আবির্ভাব
এমনি ক'রেই তোমাতে হ'য়ে উঠুক,
বরেণ্যে আলিঙ্গন
তোমাকে বরণীয় ক'রে তুলুক—
প্রতিটি পদক্ষেপে ;
তুমি সব সময়
কৃতিসন্দীপ্ত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে
তাঁতে সুসার্থক হ'য়ে চল,
দুনিয়া কৃতার্থ হো'ক,
আর, ইষ্টার্থদীপনী নন্দনা
তোমার জয়-জয়কার করুক । ৮৪২৭ ।
৬।৯।১৯৫৭, বিকাল ৪-৫০

নেহাৎ বেকুব
আত্মপ্রতারক না হ'লে,
আত্মবিনায়নী বোধনা
সংঘাত-সন্তপ্ত হওয়ায়
ভীতি না থাকলে,
ব্যক্তিত্বকে বিচ্ছিন্ন ক'রে
ব্যত্যয়ী প্ররোচনায়
প্রলুব্ধ না হ'লে,

কেউ আকাশস্থ নিরালম্ব
ঈশ্বরের কল্পনায়
'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'—
এই প্রবৃত্তির অনুচর্য্যা-নিরত হ'য়ে
তথাকথিত উপাসনা-উর্ব্বর
মস্তিষ্ক নিয়ে চলতে
তৃপ্তি লাভ ক'রে থাকে না ;
কারণ, ব্যাপ্তি যদি
ব্যক্তিত্বে সমাহিত হ'য়ে
ধারণ-পালনী সম্বেগ-সন্দীপ্ত
গুণ-নির্ঝরে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে না উঠল—
বিশেষ মূর্ত্ত না নিয়ে,
সবিশেষে নির্ব্বিশেষকে
আহ্বান ক'রে,
তা'র তৃপ্তিই বা কোথায় ?
প্রীতিই বা কোথায় ?
আরাধনা, উপাসনাই বা তার কী ?
আর কী বাস্তব দাঁড়ায়ই বা সে
আত্মবিনায়ন ক'রে
নিজেকে
উৎকর্ষী সাংস্কৃতিক উদ্দীপনায়
উন্নত ক'রে তুলতে পারে—
বাস্তব বোধনার
অন্বিত সঙ্গীতির
সন্দীপ্ত অর্থনায়
সার্থক ক'রে,
নিজের সত্তার অর্থকে
উদ্বর্দ্ধনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে
বাস্তব কৃতী চলনে
ঐ বোধবেদীতে সমাসীন

মূর্ত্ত ভগবানে,
মূর্ত্ত দেবতায় ?
তোমার মূর্ত্ত আচার্য্য যিনি,
মূর্ত্ত দেবতা যিনি,
তাঁতে সুনিষ্ঠ নিরতি নিয়ে
প্রতিটি বাস্তব যা'-কিছুতে
ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়—
কৃতি-পরিচর্য্যায়,
ঐ ইষ্টার্থ বহন ক'রে
তাঁরই প্রতিষ্ঠায়
প্রতিটি অন্তরে
তুমি সার্থক হও,
তোমার দুনিয়াও
সার্থক হ'য়ে উঠুক ;
হাওয়ার লাড়ুতে
কিন্তু তোমার পেট ভরবে না ;
তোমার ঐ প্রসাদনন্দিত ব্যক্তিত্ব
আকাশ, বাতাস, জ্যোতিষ্ক, ধরণী—
এই যা'-কিছুতে
পরিব্যাপ্ত হ'য়ে
বাস্তব বোধদীপনায়
উৎকর্ষ-চলনে চলন্ত থাকুক ;—
প্রভুর সেবা ক'রে
প্রভুত্বে তুমি
অবগাহন কর,
আর, এতে তুমি ঠাহরই করতে
পারবে না—
তুমি কিছু হয়েছ
বা তোমার কিছু হয়েছে। ৮৪২৮ ।
৬।৯।১৯৫৭, রাত ৭-৫০

মানুষের পিতামাতা
বা গুরুজন
যাঁরাই থাকুন না কেন,
তাঁরা পালন-পরিচর্য্যী গুরু ;
কিন্তু যিনি ইষ্ট,
যিনি আচার্য্য,
তিনি মানুষের সাত্বত গুরু,
কারণ, তিনি বাস্তব সঙ্গতির
অন্বিত অর্থনায়
আত্মবিনায়নী অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
ব্যক্তিত্ব-সমন্বিত সত্তাকে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলেন ;
তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, প্রীতি ও অনুচর্য্যা,
তাঁর নিদেশবাহী অভিপ্রায়-অনুসারী অনুচলন
স্বতঃই মানুষকে
অমনতর ক'রে থাকে ;
তাই, তিনি মহাগুরু,
পরমগুরু,
তাই 'সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ',
তাই, ভগবান কপিল
লোকগুরু হ'য়েও
নিজ মাতৃদেবীরও গুরু ছিলেন । ৮৪২৯ ।
৬।৯।১৯৫৭, রাত ৭-৫০

বংশ যদি জননসূত্রে
ব্যত্যয়ী বিক্ষেপদুষ্ট না হয়,
ও সাংস্কৃতিক ব্যত্যয়ী বিক্ষেপের দ্বারা
বিশীর্ণ না হয়,
তাহ'লে ঐ বংশানুক্রমিক
আত্মসম্মানবোধ

ও অন্তঃস্থ তদ্‌পযুক্ত উপাদানের
বিকৃতি হ'য়ে ওঠে না ;
কিন্তু ওখানে ব্যত্যয় ঘটলে
ঐ বংশের সন্তান-সন্ততির
আত্মসম্মান-পরিপোষণী চলন
অর্থাৎ তাদের পক্ষে
কী করা উচিত বা না-করা উচিত
এমনতর বোধসম্পন্ন নিজেদের
সম্যক্‌ ওজন-অনুপাতিক চলন
বিকৃতই হ'য়ে ওঠে ;
তখন তা'রা অন্যের কাছ থেকে
জবরদস্তি ক'রে
নিজেদের সম্মান বা ওজনের
নকল খেতাবী পোষণা
আদায় করতে চায়,
ফল কথা, বাস্তবে তা'রা
কীই বা করতে পারে
কীই বা করতে পারে না,
তা'র কোন ঠিক-ঠিকানাই নাই,
আর, কী কথায়
কী ব্যাপারে
তা'রা সমর্থন করবে বা করবে না,
তা'র দাঁড়াও
তাদের ঠিক থাকে না ;
যা'র দ্বারা তা'রা অভিভূত হয়,
তাকেই তা'রা সমর্থন করতে পারে,
বাস্তবে সে যা'ই হো'ক না কেন ;
কিন্তু আত্মসম্মানবোধ
যা'র ভিতর বেঁচে আছে—
বংশানুক্রমিকতায় প্রবাহিত হ'য়ে,
তা'র চলনচরিত্র

তদনুপাতিক হ'য়েই থাকে সাধারণতঃ,
ব্যতিক্রমকেও সে বিজ্ঞচলনে
নিজের অনুক্রমী ক'রে নিয়ে থাকে ;
বুঝে কোথায় কী করতে হবে,
ঠিক ক'রে নিও—
সাত্বত উপাদানকে অনুধাবন ক'রে । ৪৪৩০ ।
৭।৯।১৯৫৭, সকাল ৯-৫০

আবার বলি—
যে-কাজই কর না কেন,
তা' যেন সাত্বত হয়,
স্বতঃই অসৎ-নিরোধী হয় ;
আর, ইষ্টনিষ্ঠায়
সমীচীনভাবে অটুট থেকে
তাকে ইষ্টার্থে সঙ্গতিশীল
অন্বিত অর্থনায়
বিনায়িত ক'রে
কৃতিচলনে চ'লে
অনুশীলন-তৎপরতায়
সমীচীন ত্বারিত্যের সহিত
নিষ্পন্ন করাই কিন্তু সাধুত্ব ;
কোন কাজকে
অযথা তাচ্ছীল্য ক'রো না,
ঐ তাচ্ছীল্য-চলনই কিন্তু
তোমার সাত্বত সঙ্গতিকে
তাচ্ছীল্য ক'রে
বোধবিজ্ঞতাকেও নিপীড়িত ক'রে তুলবে ;
তাই বার বার বলি—
পারতপক্ষে সাত্বত যে-কোন কর্ম্ম—
তা' তোমারই হো'ক
আর অন্যেরই হো'ক—

তাচ্ছীল্য ক'রো না,
উপেক্ষা ক'রো না ;
তা'কে ত্বারিত্যের সঙ্গে সমীচীন সুষ্ঠুতায়
নিখুঁতভাবে নিষ্পন্ন না করার
ত্রুটিজনিত বিহ্বলতা
যেন তোমাকে খুঁতো না ক'রে তোলে ;
তাই, আবেগ-আগ্রহে
তাকে নিষ্পন্ন করবেই কি করবে ;
ঐ কৃতকার্য্যতা তবেই তো তোমাকে
কৃতার্থ ক'রে তুলবে । ৮৪৩১ ।
৭।৯।১৯৫৭, সকাল ১০-১০

যদি বিহিত পরিচর্য্যা
এমনতরভাবে না কর,
যাতে পাওয়াটা তোমার
অবাধ হ'য়ে ওঠে,
তাও যেমন তোমার ব্যাধি
বা বিকৃতি,
তেমনি পাওয়া সত্ত্বেও
বিহিতভাবে যদি না দাও—
উপযুক্ত অনুচর্য্যায়
পরিপোষণ ক'রে,
আর, এই দেওয়া-নেওয়া যা'তে
সমীচীন অর্জ্জনায়
অব্যাহত থাকে,
এমনতর কৃতিচলনে না চল,
তাও কিন্তু বিকৃতি বা ব্যাধি ;
আর, দেওয়া-নেওয়ার
সমঞ্জসা চলনই হ'চ্ছে
সাম্য-সংস্থিতি । ৮৪৩২ ।
৭।৯।১৯৫৭, বেলা ১০-৪০

কর্ম্মঘট কর—
সুনিয়ন্ত্রিত সার্থক নিয়মনায়,
তবে তো ধর্ম্মঘট হবে !
তা' যদি না কর,
লাখ ধর্ম্মঘটও
ধৃতি এনে দিতে পারবে না ;
ধর্ম্মঘট মানেই হ'চ্ছে—
ধারণ-পালনী চেষ্টা,
ধারণ-পালনী যত্ন ও পরিচর্য্যা,
তা'র ব্যত্যয়ী যা' তা'কে নিরোধ ক'রে
তাতে সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
জীবনকে দীপ্ত ক'রে তোলা—
আপদ্-ব্যাহতি তাৎপর্য্যে,
—স্বার্থবাজী উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য
দল করা নয়কো । ৮৪৩৩ ।
৭।৯।১৯৫৭, রাত ৭-২৫

তোমার প্রিয়পরম যিনি,
শ্রেষ্ঠ যিনি,
ইষ্ট যিনি,
জীবনের মূর্ত্ত কেন্দ্র যিনি,
তাঁর কাছে কিছু চেও না,
চাওয়ার প্রত্যাশাও রেখো না ;
তোমার না-চাওয়া
সব পাওয়াকে
স্বতঃ-উচ্ছল ক'রে তুলুক ;
আর, সব পরিচর্য্যার ভিতরেই
ঐ উৎসর্গ-উদ্দীপনাকে
প্রদীপ্ত ক'রে রাখ,
তুমি অকিঞ্চন হ'য়েও

পরম-ঐশ্বর্য্যশালী হ'য়ে ওঠ,
তাঁর অভিপ্রেত অনুগমনে
তদ্‌গতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠ,

আর, ঐ পথে
অন্তরে-বাহিরে
যা'-কিছু আহরণ কর,
সব তাঁকে দাও,

তদর্থ-আপূরণী দেওয়ার উদগ্র আগ্রহ
তোমাকে
পরম সার্থকতায়
উচ্ছল, উদ্যুক্ত ও উন্নত ক'রে তুলুক,
ভরপুর হও অমনি ক'রে—
যা'-কিছু তাঁতে অর্পণ ক'রে ;

আর, তাঁতে অর্পণ মানেই হ'চ্ছে
তাঁতে গমন করা
অর্থাৎ তাঁতে উত্তোলিত করা,

আর, এমনভাবে নিষ্পন্ন করা
যা'তে সার্থক হ'য়ে ওঠে
তোমার কৃতি-নিষ্পন্নতা,
অর্থাৎ কর্ম্মফল
তাঁতে ;

আর, সব চলনা,
সব কর্ম্ম,
সব চিন্তা
তাঁতে সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন ক'রে
তাঁরই অর্থ ও অভিপ্রায়কে
পরিচর্য্যা কর,
নিষ্পাদনে বাস্তব ক'রে তোল—
তাঁরই পোষণ-বর্দ্ধনায় ;

জীবনের খুঁটিনাটি

চাহিদা, প্রয়োজন যা'-কিছু
সবগুলিকে ঐ পথে বিনায়িত ক'রে
একটা প্রাজ্ঞ বোধনার
মূর্ত্ত ব্যক্তিত্ব হ'য়ে ওঠ—
শ্রদ্ধোষিত ভজন-দীপনার
সৌম্য-উৎসারণায় ;
তাঁর তৃপ্তির নির্ঝর
তোমাতে স্বতঃ-বর্ষিত হো'ক ;
যদি চাহিদা কিছু থাকে—
তাঁকে দেওয়ার ছাড়া,
তা'ই কিন্তু
তাঁর আর তোমার মধ্যে
এমনতর ব্যবধান সৃষ্টি করবে,
যা'তে তোমার ঐ জীবনগতি
ব্যত্যয়ী বিভ্রান্তিতে
ছিন্নভিন্ন হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে
বহুধাবিশ্লিষ্ট ক'রে তুলবে ;
তাই, প্রাণভরে কর,
পারিবেশিক পরিচর্য্যায়
প্রত্যেকের ভিতর
তাঁকে প্রতিষ্ঠা কর,
আর, সে প্রতিষ্ঠা
তোমাতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠুক ;
তাঁর জীবন-প্রভাব
তোমার জীবনের কানায়-কানায়
পান কর,
আর, পরিস্ফুরণায়
ঐ প্রভাব
তোমার ভিতর-দিয়ে
বিকীর্ণ হো'ক,

তুমি অমৃত-পরিবেশী হ'য়ে ওঠ
দুনিয়ার কাছে। ৮৪৩৪।
৮।৯।১৯৫৭, রাত ৭টা

তোমার জীবনদুনিয়ার
সব ব্যাপার বা বিষয়ের
সার্থক সঙ্গতিশীল
অন্বিত অর্থনার
সাত্বত সমাহারী
সুশৃঙ্খল প্রাজ্ঞ কৈফিয়তের
অভাব যেখানে যেমনতর
যতখানি—
বাস্তবিকতায়,—
প্রাজ্ঞ সত্তার
অভিনিবেশী শৃঙ্খলার অভাবও
তোমার জীবনে ততখানি। ৮৪৩৫।
৯।৯।১৯৫৭, বিকাল ৪-৩০

বিদ্যমানতাকে জান,
বিদ্যাবিশারদ হও—
বাক্যে, ব্যবহারে, আচারে,
বাস্তব অনুচলনে ;
আর, এই হ'চ্ছে
সমীচীন সাত্বত আরাধনার
জীবনীয় দাঁড়া। ৮৪৩৬।
৯।৯।১৯৫৭, সন্ধ্যা ৬-৭

গোঁজামিল বা ভেজাল পথ
অবলম্বন করতে যেও না,
তাতে তুমি ঠকবে,

উপযুক্ত বাস্তব সংস্কৃতি হ'তে
বঞ্চিত হবে,
তোমার বোধবৃত্তিও
ঐ দিকে গড়ানো হ'য়ে উঠবে,
তুমি ভাল করতে গিয়েও
মন্দ ক'রে ফেলবে—
অমনতর অভ্যাসে
অভ্যস্ত হওয়ার জন্যে ;
আর, মানুষ অমনতর করতে করতে
অবোধ সন্দীপনার
অবোধ প্রভাব
তাকে এমনতর ক'রে ফেলে
যে, তা'র সংশুদ্ধি
কঠিন হ'য়ে পড়ে,
ভুল করতে করতে
ভুলই আসল হ'য়ে দাঁড়ায়,
শুধু তাই নয়,
পরে তা' পরিবেশেও
অমনতরভাবে সংক্রামিত হ'য়ে ওঠে ;
ব্যাহত কৃষ্টি
অঢেল অবনতির সৃষ্টি ক'রে
তুমি, তোমার পরিবার,
পরিজন ও পরিবেশকেও
অপলাপের অন্ধতমসায়
নিবন্ধ ক'রে ফেলবে ;
তাই বলি—
সাবধান !
ভাল যদি চাও,
বিহিত স্বারিত্যে
বিশেষ পরিশুদ্ধি নিয়ে
যা' করবার,

তা' কর,
গোঁজামিল বা ভেজাল থেকে
রেহাই পাও,
আর, অন্যেও যাতে রেহাই পায়,
তা' কর,
নয়তো, ওর দাম্ভিক আক্রমণ থেকে
রেহাই পাবে না ;
বিশেষ সতর্ক অবধানতার সহিত
পরিশুদ্ধ নজরে
পরিশুদ্ধির দিকে
পা ফেলে ফেলে চলতে থাক,
আর, পবিত্রতা তোমাকে
বিজয়মাল্যে বিভূষিত করুক । ৮৪৩৭ ।
১০।৯।১৯৫৭, সকাল ৮টা

লাখ দাও,
প্রবুদ্ধ পরিচর্য্যায়
লাখ কর না কেন,
যা'র পাত্রই সংকীর্ণ
বা অযোগ্য পাত্র যে,
সে কি তা' নিতে পারে ?
নেওয়ার ও করার প্রবৃত্তিই তার
ব্যতিক্রমদুষ্ট,
সমীচীন চর্য্যার
উদগ্র আগ্রহই তা'র হ'য়ে ওঠে না,
বঞ্চনার পূজারী হওয়া ছাড়া
তা'র উপায় কী ?
তা'র অন্তর-স্থণ্ডিলই
দৈন্যগ্রস্ত ;
যতটুকু সম্ভব,
যতটুকু খাটে,

জীবনীয় শুশ্রূষার
ত্রুটি ক'রো না সেখানে ;
কিন্তু যাই কর,
সে নিজে যদি কিছু না করে,
তা'র যদি উন্নতির উদগ্র আগ্রহ
না থাকে,
তাকে কিছু ক'রে দিতে পারবে না,
আর, ক'রে দিলেও তা'র কিছু হবে না ;
তাই গীতার কথায় বলি—
'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ' । ৮৪৩৮ ।
১০।৯।১৯৫৭, সকাল ৯-১২

কল্যাণ-আকাঙ্ক্ষায়
আগ্রহ-আতিশয্যের ভিতর-দিয়ে
কৃতিচলনে
যা' মানুষ পায়,
তাকেই সে বিহিতভাবে
উপভোগ করতে পারে,
আর, সে উপভোগ,
সে আগ্রহ,
সে কৃতিচলনের সমবেত সম্বেগ
মানুষকে ঐশ্বর্য্যে
উন্নীত ক'রেই তুলে থাকে,
আবার, ওর উল্টো চলনে
অশুভ বা অসতের আমদানির দরুন
দুর্ভোগও অমনি হ'য়ে থাকে । ৮৪৩৯ ।
১০।৯।১৯৫৭, রাত ৭-৩০

প্রথম যখন
অন্ততঃ পরিচিত যা'র সাথেই

দেখা হো'ক না কেন,
স্মিত ভঙ্গীতে তা'র মঙ্গল
জিজ্ঞাসা ক'রো,
আলাপ ক'রো,
মাঙ্গলিক আলাপ ক'রো ;
তার আলাপের মধ্যে
অসৎ যদি কিছু থাকে—
হৃদ্য ভাব ও ভঙ্গিমায়
সেগুলির নিরসনের চেষ্টা ক'রো ;
নিরসন করতে গিয়ে
কোনপ্রকার আঘাতের সৃষ্টি ক'রো না,
তোমার আলাপে সে যেন বল পায়,
শুভ-সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
অসৎকে অতিক্রম করতে পারে ;
আর, যে কোন বিষয়েই হো'ক—
এমনতর কোন আলাপ
যদি উপস্থিত হয়,
বোধ ও বিবেচনা-মতন
যাতে তার শুভ হয় তা' ক'রো ;
নজর রেখো—
কা'রও শুভ করতে গিয়ে
তার বা অপরের
অশুভ বা ক্ষতির কারণ হ'য়ো না,
আবার, যা'র সঙ্গে
যেমনতর আলাপই হো'ক না কেন,
সব দিক বিবেচনা ক'রে
বাস্তব ব্যাপারটা বুঝে
যা'তে তার পক্ষে
বাস্তব হিতী হ'তে পারে,
এমনতর যুক্তি ও বুদ্ধি
বাতলে দিও,

আর, তোমার পক্ষে যা' সাধ্য,
এমনতর শুভচর্য্যা হ'তেও
বিরত থেকো না ;
সময় যদি না থাকে,
চলতি-চলনের ভিতর-দিয়ে যদি দেখা হয়,
তাহ'লেও অন্ততঃ জিজ্ঞাসা ক'রো—
ভাল তো ?
এবং সৌম্য বিনয়ী সন্দীপনায়—
ভাবভঙ্গীতেই হো'ক
বা কথাতেই হো'ক—
তা'র প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ক'রো ;
এমনতর অভ্যাসে দেখো—
তোমার অন্তরে ক্রমশঃই
শুভ-সন্দীপনী আগ্রহ
গজিয়ে উঠছে—
যদি ঐ শুভদীপনার
বিপরীত চিন্তা-চলনে না চল :
এ ব্যাপারগুলি যেন শুধু
মৌখিক না হয়,
শুভ কিছু দীপনা যেন থাকেই—
আন্তরিকতা নিয়ে। ৮৪৪০।
১০।৯।১৯৫৭, রাত ৮-৫

নিষ্ঠা মানে
সম্যকভাবে লেগে থাকা—
ব্যতিক্রমী যা'-কিছু
সবগুলিকে অতিক্রম ক'রে। ৮৪৪১।
১০।৯।১৯৫৭, রাত ৮-১০

তুমি যদি ইষ্টনিষ্ঠ হও,
যদি কল্যাণকৃৎ হও তুমি,

সে-কল্যাণ যে শুধু
তোমাকে অভিষিক্ত করে,
তা' নয়কো,
তা' কিন্তু তোমার সংস্রব-সম্বন্ধ
সঙ্গতিশীল
যে যেই থাকুক না কেন,
তা'দিগকেও স্পর্শসিক্ত ক'রে তোলে ;
আবার, তেমনি অকল্যাণকৃৎ হ'লে
তুমি যা'র কাছে থাক,
যা'র কাছে খাও,
যেখানে শয়ন কর,
যেখানে আড্ডা দাও
বা যা'র সাথে মেলামেশা কর,
বা তোমার সঙ্গে
সংস্রব-সম্বন্ধান্বিত যা'রা—
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-ভাবে,
সবাইকেই
নৈকট্য ও দূরত্ব-মাফিক
যেখানে যেমন অভিঘাত
সৃষ্টি করতে পারে,
তা' করতে কসুর করবে না ;
তাই, তুমি কল্যাণ করলেও
যেমন তৃপ্ত কলস্রোতা হ'য়ে
নৈকট্য ও দূরত্ব-হিসাবে
সকলকেই নন্দনাভিষিক্ত ক'রে তোলে,
অকল্যাণ-কৃৎ হ'লেও
দৈন্য-দুর্দ্দশা
নৈকট্য ও দূরত্ব-হিসাবে
যেখানে যেমন সম্বন্ধ
তেমনতরই অভিঘাত সৃষ্টি ক'রে
অল্পবিস্তর সবাইকেই

শীর্ণ ক'রে তোলে ;

তাই ভেবো না—

তোমার অকল্যাণ

তোমাতেই নিবদ্ধ থাকবে,

আর, কল্যাণও একমাত্র তোমাতেই

উচ্ছল হ'য়ে চলবে । ৮৪৪২ ।

১০।৯।১৯৫৭, রাত ১০-৩৫

সূচীপত্র